সরোজিনী

বা

চিতোর আক্রমণ নাটক।

পুরুবিক্রম নাটক রচয়িতা কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"অসাধুযোগা হি জয়ান্তরায়াঃ
প্রমাথিনীনাং বিপদাং পদানি।"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯৭।

উৎসর্গ।

উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে

আমার সরোজিনীকে

সাদরে অর্পণ

করিলাম।

নাটকীয় পাত্রগণ।

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ... ... মেওয়ারের রাজা (Lukumsi)

বিজয় সিংহ ... ... বাঙ্গলাধিপতি—লক্ষ্মণ সিংহের ভাবী জামাতা।

রণধীর সিংহ ... ... গাবাধিপতি—লক্ষ্মণ সিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ।

রামদাস ... ... লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ।

সুরদাস ... ... লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর।

মহম্মদ আলি (কল্পিত নাম ভৈরবাচার্য্য) ছদ্মবেশী মুসলমান—চতুর্ভুজা-দেবীর মন্দিরের পুরোহিত।

ফতে উল্লা ... ... মহম্মদ আলির চেলা।

রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ।

আল্লা উদ্দিন ... ... দিল্লির বাদসা।

উজির, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ।

সরোজিনী ... ... লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতা—বিজয় সিংহের ভাবী পত্নী।

রোষেনারা ... ... আল্লাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্রীর দুহিতা—বিজয়সিংহের বন্দি।

রাজমহিষী ... ... লক্ষ্মণসিংহের মহিষী।

মোনিয়া ... ... রোষেনারার সখী।

অমলা ... ... রাজমহিষীর সহচরী।

নর্ত্তকীগণ।

সংযোগ স্থল — দেবগ্রাম ও চিতোর।
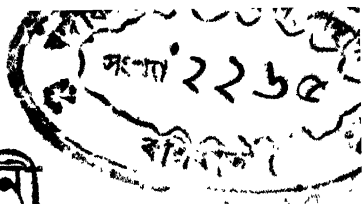
সরোজিনী

বা

চিতোর আক্রমণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবগ্রাম।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির সম্মুখীন শ্মশান।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। (স্বগত) একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে আবার অমানিশা—কি ঘোর অন্ধকার! জনপ্রাণির সাড়া শব্দ নাই, কেবলমাত্র শিবাগণের অশিব চীৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্চে, সমস্ত প্রকৃতিই নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময়ে বিকট স্বরে "ময় ভুখা হোঁ" এই কথাটী ব'লে রজনীর গম্ভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ কল্লে? ওঃ! সে কি ভয়ানক স্বর! সেরূপ স্বর কখন কোন মানুষের হ'তে

পারে না, তা শুনে এখনও আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে, আমার যেন বোধ হয়, সেই শব্দটী এই দিক থেকে এসেছে, এই শ্মশানভূমি ভিন্ন ঐরূপ বিকট শব্দ আর কোন দিক থেকে আসতে পারে না। শুনেছি, দ্বিপ্রহর রাত্রে যোগিনীগণ এখানে বিচরণ করে, হয় তো তাদেরই কথা হবে। কিন্তু কৈ?—কাহাকেও তো এখানে দেখতে পাচ্চিনে। কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরমুণ্ড সকল মুখ-ব্যাদান ক'রে বিকটভাবে হাস্য কচ্চে;—যেন আমার রাজ-পরিচ্ছদ দেখেই পরিহাস কচ্চে। এখন নীচ ব'লে যার সঙ্গে কথা কইতেও কুণ্ঠিত হই, হয় তো তারি সঙ্গে এখানে এক দিন একত্র শয়ন কত্তে হবে। মৃত্যু! তোর করাল গ্রাস হ'তে কাহারই অব্যাহতি নাই, তোর নিকট ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলি সমান।—ও কি ও? দপ্ ক'রে একটা আগুণ কেন জ্বলে উঠলো? বোধ হয়, কোন প্রেতযোনি হবে। ও যে দেখছি, ক্রমেই চ'লে চ'লে যাচ্চে, রোস্, আমি ওর অনুসরণ করি,—ও যে কিছুতেই আমাকে ধরা দিচ্চে না। কৈ! আর তো দেখতে পাচ্চিনে, কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল? দেব, মানব বা পিশাচ, যেই কেন হওনা শীঘ্র আবির্ভূত হ'য়ে আমার মনের সন্দেহ দূর

কর। (বজ্র ধ্বনি) এ কি?—অকস্মাৎ এরূপ বজ্র-নিনাদ কেন? এ কি! এ যে থামে না,—মুহুর্ম্মুহু ধ্বনি হ'চ্চে—কর্ণ যে বধির হয়ে গেল, আকাশ তো বেশ নির্ম্মল, তবে এরূপ শব্দ কোথা হতে আস্‌চে?—এ আবার কি?—হঠাৎ ওদিক্‌টা আলো হ'য়ে উঠ্‌লো কেন?

(চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার আবির্ভাব।)

(চকিতভাবে) এ কি!—এ কি!—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্ত্তি যে! আমার প্রতি দেবীর আজ কি অনুগ্রহ! (অগ্রসর হইয়া যোড়করে—প্রকাশ্যে)

"বিপক্ষপক্ষনাশিনীং মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং নমামি ভদ্রকালিকাং॥"

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত উত্থান) মাতঃ! যবনদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভার্থে তোমার পূজা দিবার জন্য সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আমি এখানে এসেছিলেম। মাতঃ! তুমি কৃপা ক'রে স্বয়ং এসে যে এ অধমকে দর্শন দিলে, এ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানবের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? বল, এখন কিসে তোমার তুষ্টি সাধন ক'ত্তে পারি? মা! যাতে যবনদিগের উপর জয় লাভ হয়; এই আশীর্ব্বাদ কর।

আকাশবাণী।

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুমসম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন মূঢ় নর! বাপপা বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! "ময্ ভুখা হোঁ" এইটী কি তবে তোমারি উক্তি?—গত যবন-যুদ্ধে আমার যে অষ্ট-সহস্র আত্মীয় কুটুম্বের বলিদান হয়, তাতেও কি তোমার রক্তপিপাসার শান্তি হয়নি?

আকাশবাণী।

পুনর্ব্বার বলি, তোরে শোন্ মূঢ়-নর!
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,
রাজবংশ প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস্ পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! আমি বুঝ্‌লেম, আমারি দ্বাদশ

পুত্র একে একে রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে যাতে যবনযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এই তোমার ইচ্ছা,—কিন্তু আমার পরিবারস্থ কোন্ ললনার উত্তপ্ত শোণিত তুমি পান করবার জন্য লালায়িত হয়েছ তা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে—এইটী মাতঃ কৃপা ক'রে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

(চতুর্ভুজা দেবীর অন্তর্দ্ধান।)

একি? দেবী কোথায় চলে গেলেন? হা! আমি যে এখন ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়লেম। "রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে সরোজ-কুসুম সম" এ কথা কাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'য়েছে? "সরোজ কুসুম সম" এ কথার অর্থ কি?—অবশ্যই এর কোন নিগূঢ় অর্থ থাক্‌বে। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে পদ্মপুষ্পের নামে যার নাম, তাকে উদ্দেশ ক'রে তো এই দৈববাণী হয়নি? আমার খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নীর নাম তো পদ্মিনী। আর তিনি প্রসিদ্ধ রূপসীও তো বটেন। তবে কি তাঁকেই মনে ক'রে এ কথা বলা হয়েছে? হ'তেও পারে, কেন না, তিনিই তো আমাদের সকল বিপদের মূল কারণ, তাঁর রূপে মোহিত হ'য়েই তো

পাঠানরাজ আল্লাউদ্দীন বারংবার চিতোর আক্রমণ কচ্চেন, না হ'লে আর কে হ'তে পারে? কিন্তু সরোজিনীও তো পদ্মের আর এক নাম। না,—সরোজিনীকে উদ্দেশ ক'রে কখনই বলা হয়নি। না, তা কখনই সম্ভব নয়। আর,—বাপ্‌পাবংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে, এও বা কি ভয়ানক কথা? যাই হোক্ আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয় তাতেও আমার তত উদ্বেগের কারণ নাই,—কেন না রণে প্রাণত্যাগ করাইতো রাজপুত পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম; কিন্তু দৈববাণীর প্রথম অংশটীর অর্থ তো আমি কিছুই মীমাংসা কর্‌তে পাচ্চিনে,—— আমার পরিবারের মধ্যে কোন্ ললনার শোণিত পান কর্‌বার জন্য না জানি দেবী এত উৎসুক হয়েচেন। মাতঃ চতুর্ভুজে! আমায় ঘোর সংশয় অন্ধকার মধ্যে ফেলে তুমি কোথায় পালালে, আর একবার আবির্ভূত হ'য়ে আমার সংশয় দূর কর, কই আর তো কেহই কোথায় নাই। আমি কি তবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম? না সে কখনই স্বপ্ন নয়। যাই,—শিবিরে গিয়ে রণধীর সিংহকে

এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বলি, সে খুব বুদ্ধিমান, দেখি, এ বিষয়ে সে কি পরামর্শ দেয়।

(লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান।)

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ছদ্মবেশি যবনদ্বয় মহম্মদআলি ও ফতেউল্লার প্রবেশ।

মহম্মদ। আলাউদ্দিন আর কি বল্লেন বল্ দেখি ?

ফতে। মোল্লাজি ! বোধ করি, এইবার তোমার নসিব ফেরেছে, আর বেশি রোজ নৈবিদ্যি খাতি হবে না। এহান হ'তে বার হ'তি পাল্লিই মুই বাঁচি। ক্যান্ মত্তি এহানে তোমার সঙ্গে আয়েছেলাম। চাল কলা খাতি খাতি মোর যানটা গেল। ও আল্লা ! সে দিন কবে হবে আল্লা !

মহম্মদ। তুই ব্যাটা আমাকে বিপদে ফেলবি না কি ? অমন ক'রে আল্লাজি, মোল্লাজি ব'লে চ্যাচাবি তো দেখতে পাবি। দেখ্, খবরদার আমাকে মোল্লাজি বলিসনে, আমাকে ভৈরবাচার্য্য ব'লে ডাকিস্।

ফতে। কি বল্‌ব ?—"চাচাজি"—

মহম্মদ। আরে মর্ ব্যাটা, চাচাজি কি রে, বল্ ভৈরবাচার্য্য, এতো ভাল আপদেই পড়লেম দেখ্‌ছি।

ফতে। অত বড় কথাডা মোর মু দিয়ে বারোয় না, মুই করব কি ?

মহম্মদ। বেরোয় না বটে ? দেখি, এইবার বেরোয় কি না, ঘা কতো না দিলে তো তুই সোজা হবিনে। (প্রহার) বল্ ব্যাটা ভৈরবাচার্য্য, না হ'লে মেরে এখনি হাড় গুঁড় করে ফেল্‌ব।

ফতে। (চীৎকার) দোহাই মোল্লাজি বল্‌চি, বল্‌চি, বল্‌চি,—মলাম, মলাম,—এইবার বলচি,—ভরু চাচাজি—ও আল্লা ! মোল্লাজি মারি ফেল্লে গো আল্লা !

ভৈরব। চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, অত চেঁচাসনে।

ফতে। ও আল্লা ! মলাম আল্লা !

ভৈরব। (স্বগত) এ ব্যাটা আমায় মজালে দেখ্‌ছি, আমারও যেমন বুদ্ধি, গাধা পিটে কখন ঘোড়া হয় ! (প্রকাশ্যে) চুপ্ কর্ ব'লচি। ফের যদি চ্যাঁচাবি তো—

ফতে। মুই তো বলি চুপ্ করি, তোমার গুত্তার চোটে চুপ্ করি থাকতি পারি না যে চাচাজি !

মহম্মদ। (স্বগত) একে নিয়ে তো দেখছি আমার অসাধ্য হ'য়ে উঠলো। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে একটা আমি কথা বলি,—যখন আমি একলা থাক্‌ব, তখন

তুই যা ইচ্ছে বলিস্, কিন্তু অন্য কোন লোক থাক্‌লে খবরদার কথা ক’স্‌নে, যদি কেউ কখন তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তো তুই চুপ্ করে থাকিস্, বুঝলি তো ?

ফতে। আমি সম্‌জেছি মোল্লাজি, সব সম্‌জেছি।

মহম্মদ। আচ্ছা সে যা হোক্, আল্লাউদ্দিন কি বল্লে বল্ দেকি ?

ফতে। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ——

মহম্মদ। ও কি ও ?

ফতে। মোরে যে কথা ক’তি মানা কল্লে ?

মহম্মদ। আরে মোলো, এখন কেউ কোথাও নেই, এখন কথা ক-না। অন্য লোক জন থাক্‌লে কথা ক’সনে। তবে তো তুই আমার কথা বেশ সম্‌জেছিলি দেখ্‌ছি ?

ফতে। এইবার সম্‌জেছি চাচাজি,—আর বল্‌তি হবে না।

মহম্মদ। আচ্ছা, সে যা হ’ক, বাদ্‌সা আর কি বল্লেন, বল্ দেখি ?

ফতে। আবার কি বল্‌বেন ? তিনি ঝা ঝা বলেছেন,

দিল্লি হ'তি আসেই তো মুই তোমায় সব কয়েছি। বাদ-সার ভাইঝিরে নিয়ে তুমি যে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দ্দান লেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বচ্ছর ধরি পেলিয়ে পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যাষে হ্যাঁছুদের মন ভোলায়ে, এই হ্যাঁছু মস্‌জিদের মোল্লা হয়ে ব'স্‌লে, তুমি তো চাচাজি স্বচ্ছন্দে চাল কলা নৈবিদ্যি খায়ে রয়েছ, মুই তো আর পারি না। আর তোমায় বলব কি, এই শ্মশানির মধ্যি ভূতির ভয়ে তো মোর রাতির ব্যালায় নিদ্ হয় না।

মহম্মদ। আরে মোলো, আসল কথাটা বল্‌ না। অত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম বক্‌চিস্‌ কেন?

ফতে। এই যে বল্‌চি শোন না; তিনি এই কথা কল্লেন যে, যদি হ্যাঁছুদের মধ্যি তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তা হলি তোমার সব কসুর রেয়াৎ কর্‌বেন, আরও বক্‌সিস্‌ দেবেন।

মহম্মদ। ও কথা তো তুই আমাকে পূর্ব্বেই বলে-চিস্‌; আর কিছু বলেছিলেন কি না, তাই তোকে আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি।

ফতে। আবার কি কবেন?

মহম্মদ। (স্বগত) আমি বক্‌সিস্‌ চাইনে, আল্লা-উদ্দিন যদি আমার দোষ মাপ করেন, তা হলে আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখে এখন বাঁচি। আর ছদ্মবেশে থাকতে পারা যায় না। বিশেষতঃ বাদসার ভাইঝির গর্ভে আমার ঔরসজাত কন্যাটীর দশা যে কি হ'য়েছে, তা আমি কিছুই জানিনে, তার জন্য আমার প্রাণটা সর্ব্বদাই হু হু করে। কত বৎসর হয়ে গেল, এত দিনে নিশ্চয় সে বড় হয়ে উঠেছে, এখন ফিরে গিয়ে তাকে চিন্‌তে পার্‌বো কি না, তাও সন্দেহ। তবে চেন্‌বার একমাত্র উপায় এই যে, তার গ্রীবাদেশে অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায় একটী জড়ুল-চিহ্ন আছে। তার মায়ের তো সূতিকাগারেই মৃত্যু হয়, আর আমি তো এইরূপ ছদ্ম-বেশে, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেই বেড়াচ্চি, তার দশা যে এখন কি হয়েছে, তা আমি কিছুই জান্‌তে পাচ্চিনে, সে মরে গেছে কি বেঁচে আছে, তার কোন সংবাদই তো কেউ আমাকে এনে দিতে পারে না। এখন আল্লাউদ্দিনের মৎলব যদি সিদ্ধ কর্‌তে পারি, তবেই তো দেশে ফিরে গিয়ে আবার তার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে। না হ'লে আর কোন উপায় নেই। এত

বুজ্‌রুকি ক'রে এলেম, এখন এই সামান্য কার্য্যটা কি আর উদ্ধার কত্তে পার্‌ব না? এই মন্দিরের মৃত পুরোহিত সোমাচার্য্যের কাছে, ব্রাহ্মণের ছেলে ব'লে ফাঁকি দিয়ে কেমন আমি তাঁর শিষ্য হ'য়েছিলেম! আর এমনি চালাকির সহিত কাজ কত্তেম যে, একজন মুসলমান অষ্ট প্রহর তাঁকে স্পর্শ কর্‌্যে যে তাঁর পর-কালের মাথা খাচ্চে, এরূপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন তাঁর সন্দেহ হয়নি। এমন কি, কিছু দিনের মধ্যে এমনি তাঁর প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছিলেম যে, তাঁর মৃত্যুর সময় আমাকে তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করবার জন্য তিনি রাজাকে পর্য্যন্ত অনুরোধ ক'রে পাঠান। আর সেই অনুরোধের বলেই তো আমি এই পুরোহিত পদ পেয়েছি। যা হোক্, হিন্দু ব্যাটাদের চোকে আচ্ছা ধূলো দিয়েছি। যাদের মতে যবনের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ কল্লে নরকগামী হ'তে হয়, তারাই এখন মহা ভক্তি পূর্ব্বক আমার পায়ের ধূল চাট্‌চে। বুদ্ধিতে না হয় হেন কাজই নেই। কিন্তু আমি যে মুসলমান হয়ে হিন্দু মন্দিরে রয়েছি, এতে কি আমাদের ধর্ম্ম অনুসারে পাপ হচ্চে?—হ্যাঁঃ—পাপ তো ভারি! পাপ পুণ্য নাকি

আবার কিছু আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি মিথ্যা। যদি পৃথিবীতে ধর্ম্ম ব'লে কোন বস্তু থাক্‌তো, তা হ'লে আমি যে এত পাপ ক'রেছি, তার অবশ্যই কোন শাস্তি হত। কিন্তু তা তো কিছুই হচ্চে না, বরং যে কর্ম্মে আমি হাত দিচ্চি, তাতেই আমার জয় হচ্চে। এবারও যে মৎলব করেছি, তা কি সিদ্ধ হবে না? অবশ্যই হবে। ক্তের কাছ থেকে বাদসার মনোগত অভিপ্রায় জান্‌তে পেয়েই, আমি যে এক কৌশল করেছি, তা অব্যর্থ। রাণা লক্ষ্মণসিংহকে আমি যে কালীমূর্ত্তি দেখিয়েছি ও যে দৈববাণী শুনিয়ে দিয়েছি, তাতে তিনি নিশ্চয় ভুলে গিয়েছেন, আর না ভুলবেনই বা কেন, এখানে সাধারণের মধ্যে প্রবাদই তো আছে যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইতি পূর্ব্বে চিতোরের কোন কোন রাজাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়েছিলেন। আরও এখানকার সকলেরই এই রূপ বিশ্বাস যে, ভৈরবাচার্য্য যেমন দৈববাণী প্রভৃতি গণনা কত্তে পারে, এমন আর কেউ না। আমি বেশ বল্‌তে পারি, এই দৈববাণীর ব্যাখ্যার জন্য অবশেষে আমার কাছেই আস্‌তে হবে, আর তা হ'লেই আমার যে মৎলব, তা অনায়াসেই সিদ্ধ হবে। এইবেলা সমস্ত আয়োজন ক'রে

রাখি (প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) এই দেখ্, ঐ শ্মশান থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আয় তো।

ফতে। ও বাবা! এই আঁধার রাত্তি ওহানে কি অ্যাহন যাওয়া যায়?

মহম্মদ। ফের ব্যাটা গোল কচ্চিস্! সিদে কথা তোকে বল্লে বুঝি হয় না? আবার ঘা কতক না খেলে বুঝি হবে না? (স্বগত) এই বাঙ্গালা দেশের চাষাটাকে নিয়ে তো দেখ্‌চি ভারি বিপদেই পড়েছি।

ফতে। এই যাচ্চি বাবা! এম্‌নেও ম'রব—অম্‌নেও মর্‌ব; এই যাই—মোল্লাজি, একটু দাঁড়িয়ে যেও বাবা!

মহম্মদ। দেখিস্,.. কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে খবরদার কথা ক'সনে।

(মহম্মদ আলি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ও অভ্যন্তর হইতে দ্বার বন্ধ করণ।)

ফতে। ও মোল্লাজি! মোরে এহানে একা ফেলি কোয়ানে গেলে? মোল্লাজি! মেহেরবাণী ক'রে একবার দরজাটা খোল বাবা! আমার যে বুকটা গুর্ গুর্ কচ্চে! ও মোল্লাজি! ও মোল্লাজি! ও চাচাজি!

মহম্মদ। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) ব্যাটা যেন কচি খোকা আর কি। গাধার মত চিৎকার কচ্চে দেখ না, ফের যদি চেঁচাবি তো দেখ্‌তে পাবি। মড়ার মাথার খুলি একটা না আন্‌লে কখনই দরজা খুলে দেব না।

ফতে। (স্বগত) ও বাবা! কি মুস্কিলেই পড়্‌লাম গা—(কম্পমান) নসিবে যে আজ কি আছে, বল্‌তি পারি না। (চমকিত হইয়া) ও বাবা রে! পায়ে কি ঠ্যাক্‌লো। এই আঁধারে অ্যাহন কোয়ানে যাই? মড়ার মাথার খুলি না খুঁজে আন্‌তি পাল্লিও তো চাচাজি ছাড়্‌বে না,—অ্যাহন উপই কি?

(লক্ষ্মণসিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। এইখানে দেবী আমার নিকট আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। রণধীর! সে আমার চক্ষের ভ্রম নয়, সে সময় আমার বুদ্ধিরও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এখন তোমাকে আমি যেমন স্পষ্ট দেখ্‌ছি, তেমনি স্পষ্ট আমি দেবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছিলেম, আর আকাশবাণী-চ্ছলে তিনি আমাকে যা ব'লেছিলেন, তা এখনও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে।

রণধীর। মহারাজ! কিছুই বিচিত্র নয়। কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ কর্‌বার জন্য দেবতারা সাধকের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রে থাকেন। আপনার বিলক্ষণ সৌভাগ্য যে আপনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করে'ছেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে পূজনীয় বাপ্পারাও ও সমরসিংহও এইরূপ দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ। রণধীর! বোধ করি তুমিও এখনি দেখ্‌তে পাবে, দেখ,—ঠিক্ এই স্থানে তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব) ঐ যে,— ঐ যে,—ঐ যে,—দেখ রণধীর! এখনি নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনা দেবী চতুর্ভুজা, ছায়ার ন্যায় ঐ দিক্ দিয়ে চলে গেলেন, এবার এখানে আর দাঁড়ালেন না।

রণধীর। কৈ মহারাজ! আমি তো কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ করি, তিনি যে-সে লোককে দর্শন দেন না। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নিশ্চয় দিব্য চক্ষু লাভ ক'রেছেন।

(চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব)

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, ঐ দেখ আবার,—

রণধীর। তাই তো, মহারাজ!—এইবার আমি দেখ্‌তে পেয়েচি। (উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) আমার ভাগ্যে এমন তো কখন হয় নাই—কি আশ্চর্য্য! আমাকেও দেবী দর্শন দিলেন। আ! আজ আমার কি সৌভাগ্য—আমার নয়ন আজ সার্থক হল—জীবন চরিতার্থ হল। মহারাজ! চিতোর রক্ষার জন্য, দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন—দেবীর অনুগ্রহ থাক্‌লে কার সাধ্য চিতোরপুরী আক্রমণ করে?

লক্ষ্মণ। দেবী তো এবার চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়েই চ'লে গেলেন—এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়ালেন না। এখন কে আমাকে সেই দৈববাণীর অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেয় বল দেখি? আমি তো মহা সন্দেহের মধ্যে পড়েছি, এখন বল দেখি, রণধীর! এই সন্দেহ ভঞ্জনের উপায় কি?

রণধীর। চলুন মহারাজ! এক কাজ করা যাক্, সম্মুখেই তো চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির, ঐ মন্দিরের সুবিজ্ঞ পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল উত্তমরূপে গণনা কত্তে পারেন। চলুন, ওঁর নিকটে গিয়ে দৈববাণীর ব্যাখ্যা ক'রে লওয়া যাক্।

লক্ষ্মণ। এ বেশ কথা। চল, তাই যাওয়া যাক্।

রণধীর। মহারাজ! দেখেছেন কি ভয়ানক অন্ধকার! এখন পথ চিনে যাওয়া সুকঠিন।

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফতেউল্লার প্রবেশ।)

ফতে। (স্বগত) ও বাপ্‌পুই রে! কি আঁধার! একডা মড়ার মাথা তো পায়েছি, ও বাবা! দাঁত খিচিয়ে রয়েছে দেখ। যার এই মাথাডা, সেই ভূত ব্যাটা যদি আসি পড়ে, তা হলেই তো দেখ্‌চি মোর জান্‌টা যাবে। আর, হ্যাদু ভূত মুসলমানকে পালি কি রেয়াৎ কর্‌বে? (লক্ষ্মণ ও রণধীরকে দেখিয়া) ও বাপ্‌পুই রে! ওরা আবার কেডা? কেমন কেমন ঠ্যাক্‌চে যে, ও বাবা! আগিয়ে আস্‌চে যে! ও আঁল্লা! এইবার মলাম (কম্পমান) অ্যাহন কোয়ানে পালাই?

লক্ষ্মণ। দেখ দেখ রণধীর! একটা ভূতযোনির মত বোধ হচ্চে, অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না; কিন্তু মড়ার মাথার মত একটা মাথা দেখা যাচ্চে, আর যেন একটা দেহ চলে চলে বেড়াচ্চে।

রণধীর। তাইতো বটে; মহারাজ! (অসি খুলিয়া) চলুন ওর নিকটে যাওয়া যাক্—

লক্ষ্মণ। রণধীর! ওরা যে ছায়ারূপী—অসির আঘাতে ওর কিছুই হবে না।

রণধীর। (অগ্রসর হইয়া) কে তুই?—ভূত পিশাচ যেই হোস্ না কেন, আমার কথার উত্তর দে।

ফতে। (স্বগত) এ যে মুনিঋষির মত দেখি—বাঁচলাম আল্লা। কিন্তু কথা কওয়া হবে না—চাচাজি কথা ক'তি মানা করেছে।

রণধীর। (নিকটে আসিয়া) এ কি! এ যে এক জন মানুষ দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) কে তুই? এখানে এত রাত্রে কি করতে এসেছিস্?

ফতে। উঁ—উঁ—উঁ—উঁ—

রণধীর। একি! কথা কয় না কেন?—কথা না ক'লে এখনি তোকে—(অসি উঠাইয়া)

ফতে। (ভয়ে পিছনে হটিয়া স্বগত) এইবার ম'লাম আল্লা!—(কম্পমান)

লক্ষ্মণ। ও দেখ্‌ছি, ভয়ে কথা কতে পাচ্চে না—ব্যক্তিটা বোধ হচ্চে পুরোহিত মহাশয়ের চ্যালা। (ফতের প্রতি) ভৈরবাচার্য্য মহাশয় মন্দিরে আছেন?

ফতে। হুঁ—হুঁ—হুঁ (অঙ্গুলি দ্বারা মন্দিরের প্রতি নির্দ্দেশ)

রণধীর। মহারাজ! চলুন তবে।—(উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আঘাত।)

(মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করত ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ }
রণধীর } ভগবন্! প্রণাম হই।

মহম্মদ। মহারাজের জয় হোক্। এত রাত্রে যে এখানে পদার্পণ হ'ল—রাজ্যের সমস্ত কুশল তো?

লক্ষ্মণ। কুশল কি অকুশল তাই জান্বার জন্যই মহাশয়ের নিকট আসা হয়েছে।

মহম্মদ। আমার পরম সৌভাগ্য। (ফতের প্রতি) এই খানে তিন খান কুশাসন নিয়ে আয় তো।

(আসন লইয়া ফতের প্রবেশ।)

(লক্ষ্মণের প্রতি) মহারাজ! বস্তে আজ্ঞা হোক্ মন্দিরের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এই জন্য এই খানেই বস্বার আয়োজন করা গেল।

লক্ষ্মণ। তা বেশ তো, এই স্থানটী মন্দ নয়।

মহম্মদ। এখন মহারাজের কি আদেশ, বল্তে আজ্ঞা হোক্।

লক্ষ্মণ। এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি ঐ শ্মশানে

একাকী বিচরণ কচ্ছিলেম, এমন সময়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে একটী দৈববাণী ক'ল্লেন ; তার প্রকৃত অর্থ কি, তাই জান্‌বার জন্য আপনার নিকট আমাদের আসা হয়েছে।

মহম্মদ। কি বলুন দেখি, তার অর্থ আমি এখনি ব'লে দিচ্চি।

লক্ষ্মণ। সে দৈববাণীটী এই ; —

"মূঢ়! বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজচ্ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে, যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।"

এই দৈববাণীর শেষ অংশটী এক রকম বোঝা গেছে,

কিন্তু এর প্রথমাংশটী আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, এইটী অনুগ্রহ ক'রে আমার নিকট ব্যাখ্যা ক'রে দিন।

মহম্মদ। (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ——(স্বগত) যা আমি মনে করেছিলেম, তাই ঘটেছে। এইবার হিন্দুদের মধ্যে বিবাদ বাধাবার বেশ সুযোগ হ'য়েছে। "রূপসী ললনা" রাজা লক্ষ্মণসিংহের প্রিয় কন্যা সরোজিনীকেই বোঝাচ্চে, এই রূপ বলা যাক্। বিজয়সিংহ সরোজিনীর প্রতি অনুরক্ত, সে কখনই তার বলিদানে সম্মত হবে না। আর, রণধীর সিংহ ও অন্যান্য রাজপুত-সেনাপতিগণের যদি একবার এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, এই বলিদান ব্যতীত মুসলমানদিগকে কখনই পরাজয় করা যাবে না, তা হলে সরোজিনীর রক্তের জন্য নিশ্চয়ই তারা উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। আর যদি সমস্ত সৈন্য এই বিষয়ে একমত হয়, তা হলে কাজে কাজেই রাজাকেও তাতে মত দিতে হবে। এই সূত্রে বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাদ ঘট্‌বার খুব সম্ভাবনা আছে। আল্লাউদ্দিনের পূর্ব্ব আক্রমণে, বিজয়সিংহ ও রণধীরসিংহের বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল। এবার যদি এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘ'টে ওঠে;

তা হ'লে চিতোরের নিশ্চয় পতন, আর আমারও তা হ'লে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। (প্রকাশে ফতেউল্লার প্রতি) খড়ি, ফুল ও মড়ার মাথা নিয়ে আয়।

(ফতের প্রস্থান ও খড়ি আদি লইয়া প্রবেশ ও তাহা রাখিয়া পুনঃ প্রস্থান।)

মহম্মদ। "নমঃ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ" (পরে মড়ার মাথায় হাত দিয়া) মহারাজ! একটী ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। সেফালিকা।

মহম্মদ। আচ্ছা।——

"তনু ধনু সহোদর,
লগ্ন মগ্ন পরস্পর,
সিংহ কন্যা বিছা তুলা,
বিনা বাতে উড়ে ধুলা
মেষ বৃষে ডাকে মেঘ
সূর্য্য সোম ছাড়ে বেগ
বন্ধু পুত্র রিপু জায়া
সপ্তমের মাতা ছায়া
এক তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে সর্ব্ব জয়

চারাক্ষরে প্রশ্ন হয়
এটা বড় শুভ নয়।”

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন ?—শুভ নয় ?—কার শুভ নয় বলুন।

মহম্মদ। মহারাজ ! ক্রমে আমি সব বল্‌চি। আর একটা ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। বকুল।

মহম্মদ। আচ্ছা।

“বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে সাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশিবার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,
এসব তীর্থে নাহি বার,
কোথা তবে আছে আর,
যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
চিরজীবী হয় মরা,
রন্ধ্র গত আছে শনি,
সরোজিনীর প্রমাদ গণি।”

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন?—সরোজিনীর?—রাজকুমারী সরোজিনীর?—আমার প্রাণের দুহিতা সরোজিনীর?

মহম্মদ। মহারাজ! অধীর হবেন না। বিজ্ঞ-লোকে শুভ ঘটনাতে অতিমাত্র উল্লসিত হন না—অশুভ ঘটনাতেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হন না। সংসার-চক্রে সুখ দুঃখ নিয়তই পরিভ্রমণ করে। গ্রহ বৈগুণ্যে সকলি ঘটে, যা ভবিতব্য তাহা কেহই খণ্ডন কত্তে পারে না।

লক্ষ্মণ। মহাশয় স্পষ্ট ক'রে বলুন——কোন্ সরো-জিনীর কথা আপনি বল্‌ছেন? শীঘ্র আমার সন্দেহ দূর করুন।

মহম্মদ। মহারাজ! অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুন্‌তে হবে। অগ্রে আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন, মনকে দৃঢ় করুন, আমার আশঙ্কা হচ্চে পাছে সে কথা শুনে আপনি জ্ঞানশূন্য হন।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! বলুন আমি প্রস্তুত আছি। শীঘ্র বলুন, আমাকে সংশয় শঙ্কটে আর রাখ্‌বেন না।

মহম্মদ। তবে শ্রবণ করুন।——আপনার দুহিতা রাজকুমারী সরোজিনীর রক্ত পান ব্যতীত দেবী চতুর্ভুজা আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হবেন না।

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন?—আমার দুহিতা সরোজিনীর? (স্বগত) কি ভয়ানক মর্ম্মভেদী কথা! এইরূপ কথা জানা অপেক্ষা চিরকাল সন্দেহ-তরঙ্গে ভাসমান থাকা আমার পক্ষে যে সহস্রগুণে ভাল ছিল। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! বোধ হয় আপনার গণনায় ভুল হয়েছে। আর একবার না হয় গুণে দেখুন। "সরোজ-কুসুম সম" এর মর্ম্মার্থ গণনায় সরোজিনী না হ'য়ে পদ্মিনীও তো হ'তে পারে। হয় তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবীকেই উদ্দেশ ক'রে ঐরূপ দৈববাণী হয়েছে। আর তাই খুব সম্ভব ব'লে আমার বোধ হয়। কেন না, আল্লা উদ্দিন, পদ্মিনীদেবীর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্যই চিতোরপুরী বারংবার আক্রমণ কচ্চেন। পদ্মিনীদেবী জীবিত থাকতে কখনই চিতোরপুরী নিরাপদ হবে না, এই মনে ক'রেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা বোধ হয় এইরূপ দৈববাণী করেছেন।

মহম্মদ। মহারাজ! যদি আমার গণনায় কিছুমাত্র ভ্রম থাকৃত, তা হলে আমিও আহ্লাদিত হতেম। কিন্তু মহারাজ! আমি যেরূপ সতর্ক হয়ে গণনা করেছি, তাতে কিছুমাত্র ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! সেই নির্দ্দোষী বালিকা কি অপরাধ ক'রেছে যে, দেবী চতুর্ভুজা এই তরুণ বয়সেই তাকে পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত কত্তে ইচ্ছা কচ্চেন? তার পরিবর্ত্তে যদি তিনি আমার জীবন চান, তা হ'লে অনায়াসে এখুনি আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত আছি। মহাশয়! বলুন, আর কিসে দেবীর তুষ্টিসাধন হ'তে পারে? যাতে আমি এই ভয়ানক বিপদ হ'তে রক্ষা পাই, তার একটা উপায় স্থির করুন। তা হ'লে আপনি যা পুরস্কার চাবেন, তাই দেব।

মহম্মদ। মহারাজ! যদি এর কোন প্রতিবিধান থাক্তো তা হ'লে, আমি অগ্রেই আপনাকে বল্তেম। পুরস্কারের কথা বলা বাহুল্য, ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

রণধীর। মহাশয়! তবে কি আর কোন উপায় নাই?

মহম্মদ। না,—আর কোন উপায়ই নাই।

রণধীর। মহারাজ! কি কর্বেন,—যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন কাজেই স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্য্যেও অনুমোদন কত্তে হয়।

লক্ষ্মণ। কি বল্‌চ রণধীর?—নিষ্ঠুর কার্য্য?—শুধু নিষ্ঠুর নয়, এ অস্বাভাবিক। দেখ, এমন যে নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রজাতি তারাও আপন শাবকদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, তবে কি রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ব্যাঘ্রজাতি অপেক্ষাও অধম?

রণধীর। মহারাজ! পশুগণ প্রবৃত্তিরই অধীন। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত কত্তে পারে ব'লেই পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। আমি জন্ম-জন্মান্তরে পশু হ'য়ে থাকি, সেও ভাল, তথাপি এরূপ শ্রেষ্ঠতা চাইনে।

রণধীর। মহারাজ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন না। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখুন; কর্ত্তব্য অতিশয় কঠোর হ'লেও, তথাপি তা কর্ত্তব্য। যদি অন্য কোন উপায় থাক্‌তো, তা হ'লে মহারাজ আমি কখনই এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অনুমোদন কত্তেম না।

মহম্মদ। মহারাজ! যদি চিতোর রক্ষা কত্তে চান,—যবনের উপর জয় লাভের আশা থাকে, তা হ'লে দেবী-বাক্য কদাচ অবহেলা কর্‌বেন না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! আমার তো এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন মন্দ গ্রহ উপস্থিত হ'লে, স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তাহার শান্তি করা যায়।—আমার এ কুগ্রহ কি কিছুতেই শান্তি হবার নয়?

মহম্মদ। মহারাজ! আপনার অদৃষ্টে কাল-শনি প'ড়েছে, এ হ'তে উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আপনার দ্বারা যখন আর কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন কেন আমরা এখানে বৃথা সময় নষ্ট কচ্চি। চল, রণধীর এখান থেকে যাওয়া যা'ক্। (উত্থান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, এরূপ সুবিজ্ঞ, সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত হ'য়েও একটা সামান্য বিষয়ের প্রতিবিধান কত্তে পাল্লেন না। আমরা চল্লেম,—প্রণাম।

মহম্মদ। মহারাজ! মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিমান্ হোক্ না, কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ কত্তে পারে না, এখন আশীর্ব্বাদ করি।

লক্ষ্মণ। ওরূপ শূন্য আশীর্ব্বাদে কোন ফল নাই।

(মন্দিরের মধ্যে মহম্মদ, আলির প্রবেশ এবং লক্ষ্মণ ও রণধীর সিংহের প্রস্থান দিয়া যাত্রা।)

রণধীর। মহারাজ! এখন কর্ত্তব্য কি স্থির কল্লেন?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তুমি যে কর্ত্তব্যের কথা সারাদিন ব'ল্‌চ, আচ্ছা বল দেখি,—তুমিই বল দেখি, সন্তানের প্রতি পিতার কি কর্ত্তব্য? সন্তানের জীবন রক্ষা করা কি পিতার কর্ত্তব্য নয়?

রণধীর। মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটী যদি কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়, তা হ'লে আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন। আচ্ছা, আমি মান্‌লেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্ত্তব্য? শত্রুর আক্রমণ হ'তে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় বিধান করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা,—তা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি তা স্বীকার কল্লেম; কিন্তু যখন উভয়ই কর্ত্তব্য হ'ল, তখন এরূপ শঙ্কট স্থলে তো কিছুই স্থির করা যেতে পারে না। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় প্রবৃত্তি অনুসারে চলাই কর্ত্তব্য।

রণধীর। না মহারাজ! যখন দুই কর্ত্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়, তখন এই দেখ্‌তে হবে, কোন্ কর্ত্তব্যটী

গুরুতর। এরূপ বিরোধ স্থলে, গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে লঘুতর কর্ত্তব্যকে বিসর্জন দেওয়াই যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত।

লক্ষ্মণ। কিন্তু রণধীর! কর্ত্তব্যের গুরুলঘুতা স্থির করা বড় সহজ নয়।

রণধীর। কেন মহারাজ! কর্ত্তব্যের গুরু-লঘুতা তো অতি সহজেই স্থির হ'তে পারে। দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটী পালন না কল্লে, অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটীই গুরুতর কর্ত্তব্য। আপনার কন্যার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনেরই ক্লেশ হতে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোরপুরী জয় কত্তে পারে, তা হ'লে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশ-পরম্পরাক্রমে চির-দাসত্ব-দুঃখ ভোগ করবে।

লক্ষ্মণ। হো!——রণধীর! তোমার প্রখর যুক্তিতে আমি পরাস্ত হ'লেম। তুমি যা বল্‌চ, তা যথার্থ বটে,—কিন্তু—কিন্তু——

রণধীর। মহারাজ! আবার কিন্তু কি? যখন যুক্তিতে ঠিক ব'লে বোধ হচ্চে, তখন এখনি তাহা কত্তে প্রস্তুত হোন্‌। মনে ক'রে দেখুন, মহারাজ! বিধাতা কি

গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে অর্পণ ক'রেছেন, লক্ষ লক্ষ মানব-জীবনের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। প্রজাপুঞ্জের জন্য রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্লেশ স্বীকার করা উচিত। দেখুন, আপনার পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষ, সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র, প্রজাগণের জন্য, আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত বনে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন। আপনি সেই উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে, তা কি এখন কলঙ্কিত কত্তে ইচ্ছা করেন?

লক্ষ্মণ। রণধীর! যথেষ্ট হ'য়েছে, আর আমাকে ভৎর্সনা ক'র না। তুমি যা আমাকে বলবে, তাই আমি কত্তে প্রস্তুত আছি। (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান) দেখ, রণধীর!—দেখ,—দেখ,—ঐ—ঐ—ঐ—আবার—কি ভয়ানক ভ্রূকুটী! ঐ চলে গেলেন!!

রণধীর। তাই তো!

লক্ষ্মণ। তুমি যে শুধু ভৎর্সনা ক'চ্চ তা নয়—দেবী চতুর্ভুজাও ভৎর্সনা ছলে পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন—রণধীর! বল এখন কি কর্‌তে হবে—কি ছল ক'রে এখন সরোজিনীকে চিতোর হ'তে আনাই? বল, আমি সকলেতেই প্রস্তুত আছি।

রণধীর। মহারাজ! এক কাজ করুন—রাজমহিষীকে এই ভাবে এক খানি পত্র লিখুন, যে "যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে কুমার বিজয়সিংহ সরোজিনীকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন—অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র তাকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌বে।"

লক্ষ্মণ। এখনি শিবিরে গিয়ে ঐ রূপ একখানি পত্র লিখে, আমার বিশ্বস্ত অনুচর সুরদাসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে। (স্বগত) কে সরোজিনী, আমি তা জানি না। এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি, সকলি স্বপ্ন। হে মহাকালরূপিণী প্রলয়ঙ্করী মাতঃ চতুর্ভুজে! তোমার সর্ব্বসংহার-কার্য্যে সহায়তা কত্তে এখনই আমি চল্লেম। যা'ক্‌,—যা'ক্‌—সৃষ্টি লোপ হ'য়ে যা'ক্‌, পৃথিবী রসাতলে যা'ক্‌, মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হ'য়ে যা'ক্‌। আমার তাতে কি ক্ষতি?—আমার সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ নাই।

(লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান, পরে রণধীরসিংহের প্রস্থান।)

(মন্দিরের মধ্য হইতে মহম্মদ আলি ও ফতের প্রবেশ।)

মহম্মদ। আমার যা মৎলব, তা সিদ্ধ হবার উপ-

ক্রম হ'য়েছে। আমি মন্দিরের ভিতর থেকে ওদের সব কথা শুনেছি। রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিবাহ দেবার ছল ক'রে, তাঁর কন্যা সরোজিনীকে বলিদান দেবার জন্য, চিতোর হ'তে এখানে আনাতে যা'চ্চেন, বিজয়সিংহ এ কথা একবার টের পেলে হয়, তা হলেই হুলস্থুল বেধে উঠ্‌বে। আর, এ কথা বিজয়সিংহের নিকট কত দিন গোপন থাকতে পারে। আমি এই ব্যালা আল্লা উদ্দিনের কাছে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি। এখানকার সমস্ত অবস্থা পূর্ব্ব হ'তে তাঁকে জানিয়ে রাখা ভাল, তা হ'লে তিনি ঠিক্ অবসর বুঝে আক্রমণ কর্‌তে পার্‌-বেন। (ফতের প্রতি) ওরে! এই পত্র খানি বাদ্‌সা আল্লা উদ্দিনের কাছে দিয়ে আয় দিকি।

ফতে। আবার কোয়ানে যাতি বল? এক তো মড়ার মাতার লাগি, সমস্ত রাত্তির মোরে শ্মশানময় ঘুরায়ে মারেছ।

মহম্মদ। আরে! এ সে সব কিছু না,—এই পত্রখানি বাদ্‌সার কাছে নিয়ে গেলে, আমাদের এখান থেকে চ'লে যাবার পন্থা হবে, বুঝ্‌লি?—তা হলে তুইও বাঁচিস্, আমিও বাঁচি।

ফতে। (আহ্লাদিত হইয়া) এহান হৃতি তা হ'লি

মোরা যাত্তি পাব ?—আ ! দেও চাচাজি, চিটিখান দেও, এহনি মুই লয়ে যাচ্চি। আ ! তা হ'লি তো মুই প্যাট ভরি খায়ে বত্তাই। তা হ'লি এ গেরোর ভোগ আর ভুগ্‌তি হয় না। মোর বাঙ্গলা মুলুকে মুই যহন ছেলাম, তহন বেশ ছেলাম, চাস বাস কত্তাম—দুটা প্যাট ভরি খাতিও পাতাম। তোমার কথা শুনি, মুই কেন মত্তি এহানে আয়েছেলাম, বাদসার ঘরে চাকরিও পালাম না, প্যাটও ভর্‌ল না। আর, দেহ দিহি চাচাজি, তুমি মোর কি হাল করেছ ?—মোর খোব্‌সুরৎ চেহারাটাই অ্যাকেবারে মাটি ক'রে দেছ ?—এহানে ছ্যাল মুসলমানের নুর, তুমি তা কাটি মাতায় হ্যাঁত্নুর চৈতন বসায়ে দেলে—আর বাকি রাহেলে কি ? এহন, এহান হ'তে যাত্তি পাল্লিই মুই বাঁচি।

মহম্মদ। আরে ব্যাটা, বাঙ্গলা দেশে তুই কেবল লাঙ্গল টেনে টেনেই মত্তিস্ বৈতো নয় ; এখন, এই চিঠিটা বাদসার হাতে দিতে পাল্লেই, তোর একটা মস্ত কর্ম্ম হবে, তা জানিস্ ?

ফতে। (মহা খুসি হইয়া) মস্ত একটা কাম পাব ? কি কাম চাচাজি ?

মহম্মদ। সে পরে টের পাবি—এখন এই চিটিটা নিয়ে শিগ্‌গির যা দিকি। (পত্র প্রদান)

ফতে। মুই এহনি চল্লাম চাচাজি—স্যালাম।

(ফতের প্রস্থান।)

মহম্মদ। (স্বগত) এখন তকে যাওয়া যাক্‌।

(মহম্মদের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হায় হায়! কি কাজ ক'ল্লেম? সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিল্লেম? চিতোর তো এখান থেকে বেশি দূর নয়, এতক্ষণে বোধ করি, সুরদাস সেখানে পৌঁছেচে; বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে। কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম? রণধীর সিংহ যে কি

কুহক জানে, তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হ'য়ে পড়ি। আহা! আমার সরোজিনীর এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স হ'য়েছে, কুমার বিজয়সিংহকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তাঁর সহিত শীঘ্র এখানে বিবাহ হবে, এ সংবাদে তার মন কতই না আনন্দে নৃত্য ক'র্‌বে। কিন্তু সে যখন এখানে এসে দেখ্‌বে যে, বিবাহ-সজ্জার পরিবর্ত্তে, তার জন্য হাড়ি-কাট প্রস্তুত,—কুমার বিজয়সিংহের পরিবর্ত্তে, তার পাষণ্ড পিতা যমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছে, তখন না জানি তার মনে কি হবে? ওঃ!—সে কথা মনে কল্লে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। আর মহিষীই বা কি ব'ল্‌বেন? কি ক'রেই বা আমি তাঁর নিকট মুখ দেখাব?—ওঃ!——অসহ্য!——এখন আবার, যদি রামদাসকে দিয়ে এই পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে তাদের এখানে আসা বন্ধ হ'তে পারে। এখানে সে একবার পৌঁছিলে আর রক্ষা থাকবে না। রণধীরসিংহ ও ভৈরবাচার্য্য তাকে কিছুতেই ছাড়্‌বে না; কিন্তু এখন রামদাসকেও পাঠান বৃথা, সুরদাস সে পত্র নিয়ে অনেকক্ষণ গেছে, বোধ করি, এতক্ষণ তারা সে পত্র পেয়ে চিতোর হ'তে যাত্রা

ক'রেছে; রামদাস এখন গেলে কি আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে?—এখন কি করা যায়?—রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি, সে কি বলে। রামদাস!—রামদাস!—শোন রামদাস!

রামদাসের প্রবেশ।

রাম। মহারাজ কি ডাক্‌চেন? সূর্য্যদেব উদয় না হ'তে হ'তেই এর মধ্যেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? যবনগণের কোলাহল কি শুন্‌তে পাওয়া গেছে? সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহারাজের আদেশ হ'লে তাদের এখনি সতর্ক ক'রে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মণ। না রামদাস তা নয়।—হা! সেই সুখী যে, রাজপদের মহান্ ভার হ'তে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কাল যাপন করে।

রাম। মহারাজ! আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুন্‌তে পাচ্চি কেন? দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজ-সম্পদের অধিকারী ক'রেছেন, তা কি এই রূপ তুচ্ছ ক'ত্তে হয়?

আপনার কিসের অভাব? সর্ব্বলোক-পূজ্য সূর্য্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে আপনার জন্ম—সমস্ত মেওয়ার দেশের আপনি অধীশ্বর—তেজস্বী সন্তান সন্ততি দ্বারা পরিবেষ্টিত—আপনার যশে সমস্ত ভারতভূমি পরিপূর্ণ—আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি রাজকুমার বিজয়-সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী—মহারাজ! এ অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে? আমি তো বিষাদের কোন কারণই দেখ্‌তে পাচ্চিনে। তবে কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখ্‌ছি? চক্ষু হ'তে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পাত হ'চ্চে, এর অর্থ কি? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য—হাতে ক'রে আপনাকে মানুষ করেছি বল্লেও হয়—আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌বেন না। মহারাজের হস্তে একখানি পত্র রয়েছে দেখ্‌ছি,—চিতোরের রাজ-প্রাসাদ হ'তে তো কোন কুসংবাদ আসে নি? রাজ-মহিষী ও রাজকুমারগণ ভাল আছেন তো? রাজকুমারী সরোজিনীর তো কোন বিপদ হয় নি? বলুন মহারাজ! আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌বেন না।

লক্ষ্মণ। (অন্যমনস্ক ভাবে) বৎসে! তোর বলিদানে

আমি কখনই অনুমোদন কর্‌ব না—তোকে আমি কখনই মন্তে দেব না।

রাম। মহারাজ! ও কি কথা! ওরূপ প্রলাপ-বাক্য ব'ল্‌চেন কেন?

লক্ষ্মণ। রামদাস! আমার উদ্বেগের কারণ তোমাকে তবে খুলে বলি, শোন—যে সময় আমরা চিতোর হ'তে সসৈন্যে চতুর্ভুজা দেবীর পূজা দিতে এখানে এসেছিলেম, তখনকার কথা ব'ল্‌চি।—সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী পথের ক্লেশে ক্লান্ত হ'য়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একটা কু-স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেম, আর নিকটস্থ শ্মশানের দিক্ থেকে "ময়্ ভুখা হোঁ" সহসা এই কথাটী আমার কর্ণগোচর হ'ল। সে যে কি বিকট স্বর তা তোমাকে আমি কথায় ব'ল্‌তে পারিনে। এখনও তা মনে ক'ল্লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শুনে অবধি নানা প্রকার কাল্পনিক আশঙ্কা আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো, আর কিছুতেই নিদ্রা হ'ল না। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলি নিঃশব্দ, সমস্ত বসুধা নিদ্রায় মগ্ন, সামান্য পথের ভিখারী যে, সেও সে সময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ কচ্চে, তখন

যাকে তুমি পরম সুখী, পরম ভাগ্যবান্ ব'ল্‌চ, যাকে সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব, সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বর ব'ল্‌চ, সেই হতভাগ্য মনুষ্যই একমাত্র জাগ্রত!

রাম। মহারাজ! ও কিরূপ কথা? সমস্ত খুলে ব'লে, শীঘ্র আমার উদ্বেগ দূর করুন। আমি যে এখনও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

লক্ষ্মণ। শোন রামদাস! আমি তার পর সেই বিকট-শব্দ লক্ষ্য ক'রে, শ্মশানে উপস্থিত হ'লেম,—ক্ষাণিক পরেই বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে, অলৌকিক গম্ভীরস্বরে একটী দৈব-বাণী ক'ল্লেন।—ওঃ!—এখনও তা মনে প'ড়লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

রাম। রক্তাক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে?—বলেন কি মহারাজ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ রামদাস! রক্তাক্ষরেই মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। সেই দৈববাণীর তাৎপর্য্য জান্‌বার জন্য, আমি

আর রণধীর সিংহ, ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা ক'ল্লেন, তা অতি ভয়ানক, তোমার কাছে ব'ল্‌তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে, তিনি ব'ল্লেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্‌পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে, আমার বংশে রাজ-লক্ষ্মী থাক্‌বে না। দেখ রামদাস! পুত্রগণ যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, তাতে আমি তত কাতর নই, কারণ যুদ্ধে মরা তো ক্ষত্রিয়-পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু বল দেখি, আমার স্নেহের পুত্তলি সরোজিনীকে এখন কোন্ প্রাণে বলিদান দি?

রামদাস। ওঃ একি ভয়ানক কথা!—মহারাজ! আপনি এখনও তাতে সম্মতি দেন নি তো?

লক্ষ্মণ। সম্মতি?—ওঃ—সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না। আমার ন্যায় মূঢ়, দুর্ব্বল-চিত্ত লোক, আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেনি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইনি, কিন্তু সেই রণধীর সিংহ—বজ্রবৎ কঠিন হৃদয় রণধীর সিংহ—এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য

যুক্তি সকল দেখাতে লাগ্‌লো যে, আমি তার কোন উত্তর দিতে পাল্লেম না,—কাজেকাজেই আমাকে সম্মত হ'তে হল। তার পর যখন আবার, দেবী চতুর্ভুজা ভৎ´-সনা ছলে ভীষণভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে আমার নিকট আবির্ভূত হ'লেন, তখন আমার আর কোন উপায় রইল না।

রামদাস। মহারাজ! দেবী আপনার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন হয়েছেন বুঝতে পাচ্চিনে—এ কি ভয়ানক আদেশ! প্রাণ থাকুতে আপনার দুহিতাকে কি কেউ কখন বলিদান দিতে পারে? মহারাজ! আপনি তো বলিদানে সম্মত হয়েছেন, এখন উপায় কি বলুন দিকি?

লক্ষ্মণ। রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদ্দণ্ডেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য মহিষীকে পত্র লিখিছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হয়েছে যে, কুমার বিজয়সিংহ যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বেই এখানে সুরোজিনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হ'য়েছেন, অতএব তাকে শীঘ্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

রামদাস। কিন্তু মহারাজ! রাজকুমার বিজয়-সিংহকে কি আপনি ভয় কচ্চেন না? যখন তিনি জানুতে

পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল ক'রে এই দারুণ হত্যা-কাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে, তখন আপনি কি মনে করেন তিনি নিশ্চেষ্ট থাকবেন?

লক্ষ্মণ। রামদাস! আমি বিজয়সিংহের অবর্ত্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম। তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন, তা আমি জান্‌তেম না। রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী কোন শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে ক'রেছিলেম, ঐ যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাগমন কর্‌তে তাঁর অনেক বিলম্ব হ'বে, কিন্তু ঐ বীর পুরুষের অপ্রতিহত-গতি কার সাধ্য রোধ করে? বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবামাত্রেই বিজয়-লক্ষ্মী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্ত্তা এখানে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

রামদাস। মহারাজ! তিনি যদি এসে থাকেন, তা হ'লে আর কোন চিন্তা নাই! আপনিও যদি বলিদানে সম্মত হন, তা হ'লে বিজয়সিংহ আপনার পথের প্রতিবন্ধক হবেন।

লক্ষ্মণ। তুমি বল কি রামদাস? বিজয়-সিংহের

ন্যায় সহস্র বীর পুরুষ একত্র হ'লেও, রাণা লক্ষ্মণ-সিংহের পথের প্রতিবন্ধক হ'তে পারে না। আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বভাবের দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। দেখ, রামদাস! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন হ'লে আমার হৃদয়ে যেন শত শত শেল বিদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তমা দুহিতা, কোথায় আমার সস্নেহ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হবার আশায়, মহা হৃষ্টচিত্তে, দ্রুতগতি এখানে আস্‌চে—না কোথায় সে এসে দেখ্‌বে যে, তার জন্য ভীষণ মৃত্যুপাশ প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। এই কল্পনাটী কি ভয়ানক! সে সরলা স্বপ্নেও মনে ক'চ্চে না, কি ভয়ানক বিপদ তার প্রতীক্ষা ক'চ্চে। সে তার পিতার সস্নেহ আহ্বানে কতই না আনন্দিত হয়েছে! তুমি মনে ক'রে দেখ দিকি রাম-দাস!—দুহিতা!—এই কথাটী উচ্চারণ মাত্রই, পিতার মনে কি এক অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়! বিশেষত আমার যে দুহিতা, সে তো সুদুহিতার আদর্শ স্বরূপ, সে আমাকে কত ভাল বাসে, কত ভক্তি শ্রদ্ধা করে, একদিনের জন্যও আমার কথার অবাধ্য হয় নি,

তাতে আবার এখন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কমল-কলিকার ন্যায় অভিনব যৌবনশ্রীতে বিভূষিত হয়েছে। ওঃ!—এ সমস্ত মনে হ'লে, আর——হা!——

রামদাস। ও! কি ভয়ানক! মহারাজ! এরূপ তো আমি স্বপ্নেও মনে করি নি!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার অভিপ্রেত, এ আমি কখনই প্রত্যয় কর্‌তে পারি নে, বোধ হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এইরূপ আদেশ ক'রেছ। (প্রকাশ্যে) রামদাস! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র, এই জন্য তোমাকে সমস্ত কথা খুলে ব'ল্লেম। দেখো যেন প্রকাশ না হয়।

রামদাস। আমার দ্বারা মহারাজ কিছুই প্রকাশ হবে না, কিন্তু যাতে রাজকুমারীর জীবন রক্ষা হয়, তার শীঘ্র একটা উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। দেখ, রামদাস! আমি ইতি পূর্ব্বে সুরদাসকে দিয়ে যে পত্র খানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্র খানি যদি তিনি পেয়ে থাকেন, তা হ'লে তো সরোজিনীকে নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হ'তে যাত্রা ক'রেছেন,—আর, তারা এখানে একবার পৌঁছিলে রক্ষার

আর কোন উপায় থাক্‌বে না। তবে যদি, তারা এখানে না আসতে আসতেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যে রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, এই পত্র খানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তা হ'লে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হ'লেও হ'তে পারে।

রামদাস। মহারাজ! পত্র খানি দিন, এখনি আমি নিয়ে যাচ্চি।

লক্ষ্মণ। এই লও,—(পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম ক'র না।

রামদাস। এই আমি চ'ল্লেম মহারাজ!

লক্ষ্মণ। আর শোন রামদাস! দেখো যেন পথ-ভ্রম না হয়, বরং এক জন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, আর সরোজিনী যদি একবার এখানে এসে পড়ে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে! তখন ভৈরবাচার্য্য সমস্ত সৈন্য-মণ্ডলীর নিকট সেই দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্যই উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌বে; যারা আমার গৌরবে ঈর্ষ্যা করে, তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে

দেবে ; আমার প্রভুত্ব, আমার রাজত্ব, তখন রক্ষা করা বড়ই কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। অন্তরের কথা তোমাকে আমি ব'লে দিলেম, এখন যাও রামদাস আর বিলম্ব ক'র না।

রামদাস। মহারাজ! পত্রের মর্ম্মটা আমার জ্ঞাত থাক্‌লে ভাল হয় না? কেন না, যদি আমার কথার সঙ্গে পত্রের কোন অনৈক্য হয়——

লক্ষ্মণ। ঠিক্ ব'লেছ। পত্রের মর্ম্মটা তোমার শোনা আবশ্যক বটে। আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখেছি, যে কুমার বিজয়সিংহের মত-পরিবর্ত্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ কর্‌বার তাঁর আর আগ্রহ নাই, অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আস্‌বার আবশ্যক করে না। আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বল্‌তে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণ কালে, যবন-শিবির হ'তে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দি করে নিয়ে এসে-ছিলেন,—লোকে বলে,—তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে। আর সেই জন্য তিনি এখন সরো-জিনীর প্রতি উপেক্ষা কচ্চেন। এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।——কার পায়ের শব্দ শোনা যা'চ্চেনা?——এ কি! বিজয়সিংহ যে এদিকে আসছেন, যাও যাও রাম-

দাস এই ব্যালা যাও—আর বিলম্ব না। বিজয়সিংহের সঙ্গে রণধীরসিংহও দেখ্‌ছি আসছেন।

(রামদাসের প্রস্থান।)

বিজয়সিংহ ও রণধীর সিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কি বিজয়সিংহ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে প্রত্যাগত হয়েছ? ধন্য তোমার বিক্রম—যা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, তা দেখছি, তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অতি সামান্য ও সহজ!

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়-লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই। ভগবান করুন, যেন আরও প্রশস্ত-তর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ কত্তে পারি—চিতোরপুরী রক্ষা কত্তে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপ-মানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন কত্তে পারি—তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ! একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি,—শুন্তে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে

এখানে শীঘ্র আনয়ন ক'রে তাঁর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী ক'রবেন ?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা ?—সরোজিনী ?—কে বল্লে তাকে এখানে আনা হবে ?

বিজয়। মহারাজ ! আপনি যে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লেন ?—তবে কি এ জনরবের কোন মূল নাই ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! বিজয়সিংহ এর মধ্যেই এ গোপনীয় কথা কি ক'রে জান্‌তে পাল্লে ?

রণধীর। (বিজয়সিংহের প্রতি) মহাশয় ! মহারাজ তো আশ্চর্য্য হ'তেই পারেন। এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময় ? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ ক'চ্চে—যে সময় জন্মভূমির স্বাধীনতা নির্ব্বাণ হবার উপক্রম হয়েছে—যে সময়—এমন কি—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট ক'ত্তে হবে—স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ খণ্ডন ক'ত্তে হবে—এই সময় কি না আপনি বিবাহের কথা উল্লেখ ক'চ্চেন ? মহাশয় ! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর কোন কথা শোভা পায় ? এই রূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রবেন ?

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ ক'ল্লে কোন কার্য্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু মহাশয়! প্রকৃত বীরপুরুষেরা এ সকলের উপর কখনই নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণেরই কার্য্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্য্যেরই কার্য্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণসিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা ক'চ্চি—বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ, আমার মনের সঙ্কল্প এখনও কিছুই স্থির হয় নি,—জয়লাভের পক্ষে এবার আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হ'চ্চে।

রণধীর। মহারাজ! উদ্ধত, অহঙ্কারী, অল্পোৎসাহী যুবকেরা যাই বলুন না কেন, শুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ আপনি বেশ জানবেন যে, যদি দেবীকে পরিতুষ্ট ক'ত্তে পারি, তা হ'লে তাঁর প্রসাদে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হব।

বিজয়। মহারাজ! আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'তে হ'তেই কেন এরূপ বৃথা সন্দেহ কচ্চেন? প্রাণপণে যুদ্ধ ক'ল্লে বিজয়-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই স্বয়ং এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন ক'রবেন। মহারাজ! আমি দেবদ্বেষী নই,— আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্য্যে দেবতারা কখনই বিঘ্ন দেন না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয়সিংহ, ভৈরবাচার্য্যের নিকট দৈববাণীর কথা যে রূপ শোনা গেল, তাতে বোধ হ'চ্চে দেবতারা যবনদের সহায় হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজ! আমরা কি তবে এখন শূন্য-হস্তে ফিরে যাব? আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্ম্মতি আল্লাউদ্দিন ছলক্রমে বন্দি ক'রেছিল, আমরা কি এখন তার প্রতিশোধ দেব না?

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্ব্বে যখন যবনদের শিবির হ'তে একজন যবন-রাজকুমারীকে বন্দি ক'রে এনেছিলে, তখনি তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হ'য়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখ, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হ'য়েছেন, এখন কি——

বিজয়। মহারাজ! সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা

ক'রে থাক্‌লে মনুষ্য কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ ক'ত্তে পারে না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তার পর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি ক'ত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়,—না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'ত্তে ব'ল্‌ছেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তি লাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর ক'চ্চে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে ব'ল্‌চে,—চলুন, আমরা সেই খানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্য্যের দৈববাণী যাই হউক না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ! সে দৈববাণী অলীক নয়, আমি স্বয়ং তা শুনেছি; দেবী চতুর্ভুজাকে এখন

পরিতুষ্ট ক'র্ত্তে না পাল্লে আমাদের জয়ের আর কোন আশা নাই।

বিজয়। মহারাজ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট ক'র্ত্তে হবে?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ! তাঁকে পরিতুষ্ট করা সহজ নয়, তিনি যা চান, তা তাঁকে কে দিতে পারে?

বিজয়। মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আমি আর এখানে বিলম্ব ক'র্ত্তে পারিনে, সৈন্যগণকে সজ্জিত ক'র্ত্তে চ'ল্লেম। পরামর্শ ক'রে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র ব'ল্‌বেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান,—আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তকচ্ছেদন ক'র্ত্তে পারে, তা হ'লেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান ক'র্‌ব।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

রণধীর। শুন্‌লেন তো মহারাজ! বিজয়সিংহ ব'ল্লেন,—"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির

জন্য অদেয় থাকতে পারে ?” দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন।

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হা!——

রণধীর। মহারাজ! ওরূপ দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ কি? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্ব্বার আকুল হ’য়েছেন? এত অল্পকালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হ’য়ে গেল? মহারাজ! বিবেচনা ক’রে দেখুন, দেবী চতুর্ভুজা আপনার দুহিতাকে চা’চ্চেন,—মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চা’চ্চেন,—এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ ক’র্‌বেন? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা ক’রেছেন, তখন কি ব’লে আবার তা অন্যথা করেন বলুন দেকি? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য্য মহাশয় সমস্ত রাজপুতদিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যবনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হ’তে দূরীভূত হবে। এখন যদি তারা জান্‌তে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত, তা হ’লে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধান্ধ হ’য়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক’র্‌বে, তখন

আপনার সিংহাসন পর্য্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হবে। এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'ন। আর মহারাজ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যবনগণ যে ছলক্রমে বন্দি ক'রেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ ক'রেছি। একজন স্বজাতীয়ের অবমাননা হ'য়েছে,—আমরা কেবল এই জন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। আর আপনি কি না আপনার অতি আত্মীয় পিতৃতুল্য পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য ক'র্‌বেন? বিশেষতঃ সমস্ত রাজপুতগণ আপনাকে সেনাপতি-পদে বরণ ক'রেছেন,—এমন কি, যে সকল রাজা আপনার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁরা পর্য্যন্ত সমস্ত অভিমান ঈর্ষ্যা ভুলে গিয়ে আপনার কার্য্যে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছেন; আর এখন কি না রাণা লক্ষ্মণসিংহ, একটু রক্ত দানে কুণ্ঠিত হবেন? এত শীঘ্র বিদায় দেবার জন্যই কি তবে তিনি আমাদিগকে একত্রিত ক'রেছিলেন?

লক্ষ্মণ। হা!—রণধীর—আমি যে দুঃখে দুঃখী, তা হতে তুমি বহুযোজন দূরে। আমার দুঃখ তুমি এখনও অনুভব ক'ত্তে পাচ্চ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ

দেশানুরাগ, প্রকাশ ক'ত্তে সমর্থ হ'চ্চ। আচ্ছা তুমিই একবার ভেবে দেখ দেকি তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এইরূপ বলিদানের জন্য বন্ধন ক'রে, দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হলে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয়?—এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে তখন উন্মত্ত ক'রে তোলে না? তখন কি তোমার মুখ হ'তে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য সকল আর শোনা যায়? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ন্যায়—শিশুর ন্যায়—অধীর হ'য়ে ক্রন্দন কত্তে থাক;—আর তখনই তুমি বুঝ্‌তে পার, আমার হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক্, তাই ব'লে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তে চাইনে—যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। আমি তোমাকে আবার বল্‌চি, যদি আমার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সে এখানে না আসে;—তা হ'লে নিশ্চয় জান্‌বে যে, আর কোন দেবতা আমার দুঃখে কাতর হ'য়ে তার জীবন রক্ষা কল্লেন। দেখ, রণধীর! তোমাকে অনুনয় ক'চ্চি, তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'র না।

সুরদাসের প্রবেশ।

সুর। মহারাজের জয় হোক্!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি কি সংবাদ!

সুর। মহারাজ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্য্যন্ত এসেছেন—তাঁরা এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নাই—আমি এই সংবাদ দেবার জন্য তাঁদের আগে এসেছি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! যে একটীমাত্র বাঁচবার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হ'ল। এখন আর কোন উপায় নাই।

সুর। মহারাজ! গত চিতোর আক্রমণ সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে, রোসিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয়সিংহ বন্দি ক'রে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আস্‌ছে। এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হ'য়ে গেছে। এর মধ্যেই সৈন্যেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা ক'চ্চে। আর এই কথা সকলেই ব'ল্‌চে যে, মহারাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পৃথিবীতে অনেক থাক্‌তে পারেন, কিন্তু এমন ভাগ্যবান্ পিতা আর দ্বিতীয় নাই।

লক্ষ্মণ। সুরদাস! আর না—ক্ষান্ত হও। তোমার কার্য্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হ'তে পার।

সুর। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য——আমি চল্লেম।

(সুরদাসের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) বিধাতঃ!—তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প সিদ্ধ কর্‌বার জন্যই কি আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ ক'রে দিলে? এই সময় যদি আমি অন্তত একবার স্বাধীনভাবে অশ্রু বর্ষণ কত্তে পারি, তা হলেও হৃদয়-ভারের কিছু লাঘব হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচনীয় অবস্থা!—আমরা ক্রীত-দাসেরও অধম—লোকে কি বল্‌বে, এই আশঙ্কায় একবিন্দু অশ্রুপাতও কত্তে পারি নে! জগতে তার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই! (প্রকাশ্যে) রণধীর! আমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বে—আমি আর অশ্রু সংবরণ কত্তে পাচ্চিনে।—মনে, ক'র না তাই ব'লে আমার সঙ্কল্পের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে—না তা নয়,—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। কিন্তু রণধীর, তুমিও তো একজন পিতা—এই অবস্থায়, পিতার মন কিরূপ হয় তাকি তুমি কিছু

মাত্র অনুভব ক'ত্তে পাচ্চ না ?—এখন কোন্ প্রাণে বল দেখি——হা !

রণধীর। মহারাজ! সত্য, আমিও একজন পিতা,—পিতার যে হৃদয়ের ভাব, তা আমি বিলক্ষণ অনুভব ক'ত্তে পারি। আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন, তাতে আমার হৃদয়ও যার পর নাই ব্যথিত হ'চ্চে। ক্রন্দনের জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্, আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন এইটী বিবেচনা কত্তে হবে—মর্ত্ত্য স্নেহের উপরোধে দৈব-বাণীর কি অবমাননা করা উচিত ? দেবীর দুরতিক্রম্য বিধানে আপনার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ভৈরবাচার্য্য মহাশয় তা জান্‌তে পেরে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা ক'চ্চেন—এখন বিলম্ব দেখ্‌লে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুই জন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রু-বর্ষণ ক'রে হৃদয়-ভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই। আবার তাও বলি, বিবেচনা করে দেখুন, আপনার এই অশ্রু-বারি-সিঞ্চনে ভারতের গৌরব-বীজ অঙ্কুরিত হ'চ্চে। দেখুন, মহারাজ ! ম্লেচ্ছেরা আমাদের আক্রমণ করেছে—আমা-

দের স্বাধীনতা নষ্ট কত্তে চেষ্টা ক'চ্চে—আমাদের দেবতা-দিগের অবমাননা ক'চ্চে—আমাদের সনাতন ধর্ম্ম লোপ ক'ত্তে উদ্যত হয়েছে—আমাদের মহিলাগণের সতীত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। মহারাজ! যখন ঐ স্বার্থপর দেবদ্বেষী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ম্লেচ্ছরাজ আল্লা-উদ্দিন, পদ্মিনী-দেবীর সম্ভ্রম নষ্ট কত্তে সাহসী হয়েছিল তখন কি আর নিরাশ্রয় দরিদ্র সামান্য রাজপুত-মহিলা-গণের সতীত্ব নিরাপদ হ'তে পারে? মহারাজ! প্রজাপুঞ্জ-মধ্যে সমস্ত নর-নারীই, প্রজা-বৎসল রাজার পুত্র-কন্যা-স্বরূপ। অতএব আপনার একটী দুহিতার বিনিময়ে যদি শত-সহস্র পুত্র স্বাধীনতা লাভ করে এবং শতসহস্র দুহি-তার সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষিত হয়, তাতে কি আপনি কুণ্ঠিত হবেন? না বরং তাতে আরও সৌভাগ্য জ্ঞান ক'র্‌বেন? দেখুন, রাজপুতনার প্রধান প্রধান বীরগণ মাতৃভূমির জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রে আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করেছে—তাদের কি এখন বল্‌বেন যে, যাও ফিরে যাও—জন্ম-ভূমির উদ্ধারের জন্য আমি কখনই আমার দুহিতাকে দেবী চতুর্ভুজার চরণে উপহার দিতে পার্‌ব না?—না মহারাজ। বরং যাতে দেবী চতুর্ভুজা পরিতুষ্ট হন এবং

তাঁর অমোঘ কৃপায় মুসলমানেরা মাতৃভূমি হ'তে শীঘ্র দূরীভূত হয়, তার প্রতি যত্নবান হোন—এতে নিশ্চয় আপনি মহৎ গৌরব লাভ করবেন এবং রাজপুতগণ আপনার নিকট চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হবে।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এখন আর কোন উপায় নাই—আমি জানি, আমি তার রক্ষার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি না—সকলি ব্যর্থ হবে। দৈবের প্রতিকূলে দুর্ব্বল মানব-চেষ্টা বিফল। দেবি চতুর্ভুজে! একটী নির্দ্দোষী অবলার শোণিত পান বিনা তোমার তৃষ্ণা কি আর কিছুতেই নিবারণ হবে না?—হা!—(কিয়ৎ কাল পরে,—প্রকাশ্যে রণধীরের প্রতি) আচ্ছা তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু দেখ রণধীর! ভৈরবাচার্য্যকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জান্‌তে পারে। বিশেষতঃ এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে। তিনি এ কথা শুন্‌তে পেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হবে। রণধীর! আমি কৃতসংকল্প হয়েছি, এখন কেবল মহিষীকে—সরোজিনীর জননীকেই আমার ভয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার ভয় নাই, এ কথা আর কেহই জান্‌তে পার্‌বে না;—আমি চল্লেম।

(রণধীর সিংহের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হিমাচল! বিন্ধ্যাচল! তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,—তোমরাও তত কঠিন নও,—তোমরাও দুর্ব্বল-হৃদয়,—তোমরাও বিগলিত তুষার রূপ অশ্রুবারি বর্ষণ ক'রে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। জগতে আরও যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,——লৌহ—বজ্র—তোমরা এস,—কিন্তু না—না—পাষাণই হোক্,—লৌহই হোক্,—বজ্রই হোক্, সকলই শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে যখনি সেই নির্দ্দোষী সরলা বালা একবার করুণস্বরে পিতা ব'লে সম্বোধন কর্‌বে।—হা! আমি কি এখন পিতা নামের যোগ্য?—আমি কি সরোজিনীর পিতা?—না— আমি তার পিতা নই—আমি তার কৃতান্ত——অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত!

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর রাজবাটী।

সম্রাট্ আল্লাউদ্দিন এবং উজির ও ওমরাগণ সমাসীন।

আল্লা। দেখ উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দু-মন্দিরের পুরোহিত হ'য়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনও কোন খবর এল না। বল দেখি, এখন কি কর্ত্তব্য? তার অপেক্ষা না ক'রে এখনি চিতোর আক্রমণ করা যাক্ না কেন?

উজির। জাহাঁপনা! গোলামের বিবেচনায় একটু অপেক্ষা করা ভাল। আজ তার ওখান থেকে একজন লোক আস্‌বার কথা আছে। হিন্দুদের মধ্যে মহম্মদ-আলির যেরূপ মান, সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব হ'য়েছে, আর সে যেরূপ চতুর লোক, তাতে যে সে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পার্‌বে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ

নাই। বিশেষতঃ ওদের মধ্যে যে বিজয় সিংহ আর রণধীর সিংহ নামে দুইজন প্রধান যোদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোন কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে, তা হ'লে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় কত্তে সমর্থ হব। হজুরের বোধ হয়, স্মরণ থাক্‌তে পারে যে, আমাদের প্রথম বারের আক্রমণে কেবল এই দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।

আল্লা। কি বল্লে উজির, তাদের বাহুবলে চিতোর রক্ষা পেয়েছিল? হিন্দুদের আবার বাহুবল? আমি কি মনে ক'ল্লে সেইবারই চিতোরপুরী ভূমিসাৎ ক'ত্তে পাত্তেম না?

উজির। তার আর সন্দেহ কি? হজুরের অসাধ্য কি আছে? আপনি মনে ক'ল্লে কি না ক'র্ত্তে পারেন?

১ম-ওমরাও। হজর সেবার তো মেহেরবানি ক'রে হিন্দুদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

২য়-ওমরাও। তার সন্দেহ কি?

আল্লা। কিন্তু সেবার সেই চতুরা হিন্দু-বেগম পদ্মিনী বড় ফিকির ক'রে, তার স্বামী ভীমসিংহকে এখান-

কার কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মনে ক'রেছিলেম, তার সঙ্গে যত পাল্কি এসেছিল, তাতে বুঝি তার দাসী ও সহচরীরা আছে—তা না হয়ে, হঠাৎ কি না তার ভিতর থেকে অস্ত্রধারী রাজপুত-সৈন্য সব বেরিয়ে পড়্‌ল——ভাগ্যি আমরা সেদিন খুব হুঁসিয়ার ছিলেম ও আমাদের সৈন্য-সংখ্যা বেশি ছিল তাই রক্ষে—

উজির। জাঁহাপনা! সেদিন আমাদের পক্ষে বড় ভয়ানক দিন গেছে!

আল্লা। দেখ উজির, এবার চিতোরে গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হবে। এবার দেখ্‌ব পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখ্‌তে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত ক'রে ব'ল্লেম যে, পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেই চিতোরপুরী নিরাপদ হবে, তা সে কিছুতেই শুন্‌লে না—আচ্ছা এবার দেখ্‌ব কে তাকে রাখে?

১ম-ওম্‌রাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হজুরের হুকুম হ'লে আমি স্বর্গের পরীও ধ'রে এনে দিতে পারি। চিতোর সহরে একবার প্রবেশ ক'ল্লেই

হুজুর দেখ্‌বেন, আপনার পদতলে কত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

১ম-ওমরাও। গোলামের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ হ'ল। এমন উচ্চ পদ আর কারও হ'বে না। আমাকে হুজুর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দিলেও আমি এত খুসি হ'তেম না। হুজুর সেখানে আমার বীরত্ব দেখ্‌বেন। আমি কোরাণ ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, আমি সেখানে এমন এক জন স্ত্রীলোকও রেখে আস্‌বো না, যে সতী ব'লে পরে অভিমান ক'ত্তে পা'র্‌বে। (যোড়হস্তে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ ক'র্‌বেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,——চিতোর আক্রমণের আর কত বিলম্ব আছে?

আল্লা। কি হে, তোমার দেখ্‌ছি যে আর দেরি সয় না।

১ম-ওমরাও। জাঁহাপনা! আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্য্যে বিলম্ব করাটা ভাল নয়।

আল্লা। আচ্ছা, তুমি এই, বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে যেতে কিসে এত সাহসী হ'চ্চ বল দেখি?

১ম-ওমরাও। হুজুর! বয়স এমনি কি হ'য়েছে,—হদ্দ যাট্। আর বিশেষ আপনি আমাকে যে পদ দিয়েছেন, তাতে বোধ হ'চ্চে, যেন আমার নব-যৌবন ফিরে এল। আর এমন কার্য্যে যদি প্রাণ না দেব, তবে আর দেব কিসে?

আল্লা। সে যা হোক্, দেখ উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ ক'রে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখ্তে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এই রূপ্ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য বটে।

সকল ওমরাও। অবশ্য—অবশ্য, তার সন্দেহ কি—তার আর সন্দেহ কি।

২য়-ওমরাও। আমাদের বাদসাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য়-ওমরাও। আমাদের বাদসার মত ভক্ত মুসলমান কি আর দুটী আছে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। খোদাবন্দ! হিন্দু-মন্দির থেকে একজন লোক এসেছে, সে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চায়।

আল্লা। আচ্ছা, তাকে এখানে নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞে হজুর।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

(মহম্মদ আলির ভৃত্য ফতেউল্লার প্রবেশ।)

আল্লা। কি খবর ?

ফতে। (কম্পমান)

আল্লা। আরে—এত কাঁপ্‌চে কেন ? কথার উত্তর নাই ? উজির ! কোন মন্দ সংবাদ নয় তো ?

উজির। জাঁহাপনা ! ও মূর্খ চাসা লোক, বাদসার কাছে কিরূপ কথা কইতে হয় তা জানে না, তাইতে বোধ হয় ভয় পা'চ্চে।

আল্লা। কি খবর এনেছিস্ বল্, আমার কাছে তোর কোন ভয় নাই।

ফতে। চাচাজি তোমায় এ পত্রখানা দেলে। (পত্র প্রদান।)

উজির। আরে বেয়াদব ! জাহাঁপনা বল্।

আল্লা। উজির ! ওকে যা খুসি তাই ব'ল্‌তে দেও, না হ'লে ভয় পেলে, আর কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌বে না। (ফতের প্রতি) পত্র কে পাঠিয়েছে ?

ফতে। চাচাজি দেলে।

আল্লা। চাচাজি আবার কে ?

ফতে। তোমরা যারে মহম্মদআলি কও, হ্যাদুরা তেনারে ভরু চাচাজি কন।

আল্লা। উজির! পত্রখানা পাঠ ক'রে দেখ দেখি, কি লিখেছে। (পত্র প্রদান।)

উজির। (পত্র পাঠ।)

শাহেন্‌শা বাদসা আল্লাউদ্দিন প্রবল-প্রতাপেষু।——

গোলামের বহুৎ বহুৎ সেলাম। আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে এক রকম বিবাদের সূত্র-পাত ক'রেছি। যখন বিবাদ খুব প্রবল হ'য়ে উঠবে, তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। সেই সময় চিতোর আক্রমণ ক'ল্লে, নিশ্চয় জয় লাভ হবে। আমার এই মাত্র প্রার্থনা, গোলামকে পায়ে রাখ্‌বেন।

নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ভৃত্য——

মহম্মদ আলি।

আল্লা। এ সু-খবর বটে। উজির! ওকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে বিদায় কর।

উজির। যে আজ্ঞে! আয়, আমার সঙ্গে আয়।

ফতে। (স্বগত) বক্‌সিস্!—দুটা প্যাঁজির তরকারি

প্যাট ভরি খাত্তি পালিই এহন বভাই——নৈবিদ্দির চাল কলা খাত্তি খাত্তিই মোর জান্‌টা গ্যাছে।

(উজির ও ফতের প্রস্থান।)

১ম-ওমরাও। (স্বগত) আঃ!—উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল, ও ব্যাটা থাকলে কাজ কর্ম্মের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ ক'র্‌বেন, গোলামের একটী আর্জি আছে. যদি হুকুম হয়,——

আল্লা। আচ্ছা, কি বল।

১ম-ওমরাও। জাহাঁপনা! উজির সাহেব দেখ্‌ছি, হুজুরকে একচেটে করবার উদ্যোগ ক'রেছেন। সময় নাই, অসময় নাই,—যখন তখন উনি উড়ে এসে জুড়ে বসেন। যখন দরবারের সময় হবে, তখনি ওঁর এক্‌-তিয়ার, তখন উনি যা খুসি তাই ক'ত্তে পারেন। কিন্তু এ সময় কোথায় হুজুর একটু আরাম ক'র্‌বেন, আমরা দুট খোস' গপ্‌প শোনাব, না—এ সময়েও উনি এসে হুজুরকে পেয়ে ব'স্‌বেন।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে।

১ম-ওমরাও। (করযোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়,—হজ রেরও।

আল্লা। তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি, কথায় আঁটা ভার। আচ্ছা, বল দেখি, এখন কি করা যায়?

১ম-ওমরাও। হজুর! এমন সু-খবর আজ পাওয়া গেল, এখন একটু নাচ গান হ'লে হয় না? নর্ত্তকীরাও হাজির আছে, যদি অনুমতি হয়——

আল্লা। আচ্ছা, তাদের ডাক।

১ম-ওমরাও। যে আজ্ঞা হজুর।

(১ম ওমরায়ের প্রস্থান ও নর্ত্তকীগণকে
লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

নৃত্য ও গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট্‌ খাম্বাজ।—তাল কাশ্মিরি খেম্‌টা।

সমঁরো তেগ অদা কো জরা শুনোতো সহি,
নেহি পয়মাল করো মলুকে হাতোমে মেদি,
কিসিক্লি খুন করেগি হেনা শুনোতো সহি,
গজব্‌ হ্যায় তোম্‌ ফুল-পঞ্জ দেল্লে নাম ইয়ারো
অগলি কহুই সরমোইয়া শুনোতো সহি।

আল্লা। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। (গাত্রোত্থান) ওদের বকসিস্ দিতে ব'লে দেও।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাণা লক্ষ্মণসিংহের শিবির সন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান।

(রোষেনারা বেগম ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

রোষেনারা। এস ভাই! আমরা এখানে একটু ব্যাড়াই—দেখেছ এই বাগানটী কেমন নির্জ্জন! রাজকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর বাপের সঙ্গে দেখা করুন—কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করুন—আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আর জুড়াবার স্থান কোথায় বল? আমরা এস, ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের দুঃখের কথা কই। দেখ ভাই, আমার ইচ্ছে হয় এই ঝাউগাছের তলায় আমি রাত দিনই ব'সে থাকি—ঝাউ-

গাছে কেমন একটী বেশ শোঁ শোঁ শব্দ হয়, এই শব্দটী আমার বড় ভাল লাগে।

মোনিয়া। তোমার ভাই আজকাল এ রকম ভাব দেখ্‌ছি কেন? সারাদিনই নিরালা ব'সে ব'সে কাঁদ—কারও সঙ্গে মিশ্‌তে ভাল বাস না—এর মানে কি? আমার ভাই সেই অশুভ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে জোর ক'রে বন্দি ক'ল্লে—আর সেই বিজয়ী রাজপুত রক্ত-মাখা হাতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। তখন তো ভাই তোমার এক ফোঁটাও চখের জল পড়েনি। যে সময় কাঁদ্‌বার সময়, সে সময় কাঁদ্‌লে না, আর এখন কিনা সারা দিনই তোমাকে কাঁদ্‌তে দেখি; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলি সেই চেষ্টাই ক'চ্চে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সহিত ভাল বাসেন,—তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন—তোমার থাক্‌বার জন্য আলাদা একটা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন—আর দেখ সখি! রাজকুমারী আমাদের ভাল বাসেন ব'লে, কেউ আমাদের মুসলমান ব'লে ঘৃণা

ক'ত্তেও সাহস পায় না—বরং সকলি আমাদের আদর করে। এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে।

রোষেনারা। তুমি বল কি?—আমার আবার দুঃখের কারণ নেই? আমার মত হত-ভাগিনী আর কে আছে বল দিকি? দেখ, ছেলে ব্যালা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি; পিতামাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে এক বারও জান্‌তে পাল্লেম না। আমার পিতা মাতা যে কে, তাও আমি জানিনে। একজন গণৎকার একবার এই মাত্র গুণে ব'লেছিল যে, যখনি আমি তাঁদের জান্‌তে পার্‌বো, তখনি আমার মরণ হবে।

মোনিয়া। সখি! অমন অলক্ষণে কথা মুখে এন না। গণৎকারের কথায় প্রায়ই দ্বিভাব থাকে। বোধ করি, ওর আর কোন মানে হবে।

রোষেনারা। না, এরূপ অবস্থার চেয়ে আমার মরণই ভাল। দেখ সখি! তোমার বাপ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত সমস্তই জান্‌তেন,—তিনি একবার আমাকে ব'লেও ছিলেন যে, আমার পিতা-মাতার কথা আমাকে

একদিন গোপনে ব'ল্‌বেন—কিন্তু ভাই আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, তার পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। কুমার বিজয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি বীর-শয্যায় শয়ন ক'ল্লেন—আমরাও সেই দিন বন্দি হলেম।

মোনিয়া। আমাদের ভাই অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে—তা নিয়ে এখন বৃথা দুঃখ ক'রলে কি হবে? আমি শুনেছি, এখানকার হিন্দু-মন্দিরের একজন পুরুত আছেন—তিনি নাকি যে কোন প্রশ্ন হয়, গুণে ব'লতে পারেন। তা—তাঁর কাছে একদিন লুকিয়ে গেলে, তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব ব'লে দিতে পারেন। আর কুমার বিজয়সিংহও আমাকে ব'ল্‌ছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেই তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন। তা হ'লেই ভাই আমরা দেশে চ'লে যাব।

রোষেনারা। কি ব'ল্লে ভাই?—সরোজিনীর সঙ্গে বিজয় সিংহের বিবাহ?—হা! কি কথা শুন্‌লেম! বিবাহের কি সব ঠিক হয়ে গেছে?—এ কথা ভাই তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

মোনিয়া। আমিও ভাই এ কথা আগে টের পাইনি—সবে এইমাত্র শুন্‌লেম।

রোষেনারা। আমি শুধু এই কথা শুনেছিলেম যে সরোজিনীকে রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন—কেন যে ডেকেচেন তা ঠিক্ টের পাইনি—কিন্তু এ আমার তখন মনে হ'য়েছিল যে, সরোজিনীর পক্ষে অবিশ্যি কোন একটা সু-খবর এসেছে।

মোনিয়া। সরোজিনীর বিবাহ হ'ল কি না হ'ল তাতে ভাই তোমার কি এল গেল? এ কথা শুনে তুমি এত উতলা হ'লে কেন?

রোষেনারা। হা!—আমার সকল বিপদের চেয়ে, যদি এই কাল-বিবাহকে আমি অধিক বিপদ্ ব'লে মনে করি, তা হ'লে তুমি কি ভাই আশ্চর্য্য হও?

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই?

রোষেনারা। আমার যে কি দুঃখ, তা তুমি তখন বুঝ্তে পাচ্ছিলে না। এখন তবে শোন। তা শুন্লে তুমি বরং আরও আশ্চর্য্য হবে যে, কি ক'রে এখনও আমি বেঁচে আছি। আমি যে অনাথা হয়েছি, এ আমার দুঃখের কারণ নয়; আমি যে পরাধীন হ'য়েছি—সেও আমার দুঃখের কারণ নয়,—আমি যে বন্দি হ'য়েছি, তাও আমার দুঃখের কারণ নয়; আমার দুঃখের কারণ

আমার নিজেরই হৃদয়। তুমি ভাই, শুন্‌লে অবাক্ হবে যে, সেই মুসলমানদের কাল-স্বরূপ কুমার বিজয়সিংহ, যিনি আমাদের সকল দুঃখের মূল, যিনি নির্দ্দয় হ'য়ে আমাকে এখানে বন্দি ক'রে এনেছেন, যিনি বিদেশী, যিনি বিধর্ম্মী, যাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই, যাঁর নামমাত্র শুন্‌লেও আমাদের মনে ঘৃণা হওয়া উচিত, ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই——

মোনিয়া। ও কি ভাই?—বলতে বল্‌তেই যে চুপ্ ক'ল্লে?

রোষেনারা। ভাই সেই ভয়ানক শত্রুই—আমার—— প্রাণের বন্ধু—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব!

মোনিয়া। বল কি সখি! এর একটু বাস্পও তো আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পারিনি।

রোষেনারা। আমি মনে ক'রেছিলেম, এই কথাটী আমার অন্তরের মধ্যেই চিরকাল রাখবো, কিন্তু সখি, তোমার কাছে আর আমি গোপন ক'ত্তে পাল্লেম না; যা হ'ক, আর না—হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাক্।

মোনিয়া। সখি! আমাকেও ব'ল্‌তে তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্চ? এই কি তোমার ভালবাসা? সব কথা খুলে না

ব'ল্লে, আমি কিছুতেই ছা'ড়ব না। এমন শত্রুর উপর তোমার কি ক'রে ভালবাসা হ'ল, আমার জান্‌তে ভারি ইচ্ছে হ'চ্চে।

রোষেনারা। সে কথা ভাই, আর কেন জিজ্ঞাসা কর? কুমার বিজয়সিংহ কি আমার দুঃখে কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ ক'রেছিলেন? তিনি কি আমার কোন উপকার ক'রেছিলেন? তবে কেন আমি তাঁকে ভাল বাস্‌লেম?—কেন যে আমি তাঁকে ভাল বাস্‌লেম, তা ভাই আমি নিজেই জানিনে। আচ্ছা যে দিন আমি বন্দী হয়েছিলেম, সেই ভয়ানক দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

মোনিয়া। মনে পড়ে না আবার,—বেশ মনে পড়ে।

রোষেনারা। মনে আছে,—কতক্ষণ ধ'রে আমাকে সেই কারাগারের মধ্যে থাক্‌তে হ'য়েছিল?—তোমাকে ভাই ব'ল্‌ব কি, সেখানে এমনি অন্ধকার যে, মনে হচ্চিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল,—তার পর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল, তখন যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখ্‌তে পেলেম,

দুট রক্ত মাখা হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত,—দেখেই তো আমি একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লেম। তার পর ভাই, সেই হাত ক্রমে স'রে স'রে এসে আমার শেকল খুলে দিলে। সেই শক্ত, কঠোর হাত স্পর্শমাত্রই আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল,—আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।—তার পর কে যেন গম্ভীর-স্বরে আমাকে এই কথা ব'ল্লে,—"যবনদুহিতা! ওঠ।" আমি অমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠ্‌লেম; কিন্তু তখনও মুখ ফিরিয়ে ছিলেম,—তখনও তাঁর দিকে তাকাতে আমার সাহস হয়নি। তার পর যখন তিনি আমার সুমুখে এলেন,— হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোক্ প'ড়ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে সেই দেখেছিলেম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হ'ল। কোথায় আমি মনে ক'রেছিলেম, সয়তানের মত কোন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ্‌ব, না কোথায় ইসফ্ প্যায়্‌গম্বরের মত তেজস্বী পরম সুন্দর একজন যুবা পুরুষের মুখ দেখ্‌লেম। আমি কত ভৎসনা ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু সে সব যেন আমার মুখে আট্‌কে গেল। তখন ভাই মনে হ'ল যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হ'য়েছে। তখন,-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'লে সাপ যে রকম হয়, আমি

ঠিক্ সেই রকম হ'য়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেম। সেই অবধিই ভাই আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও, চিরকালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হ'য়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরোজিনী, আমাকে সখীর মত ভাল বাসেন,—বোনের মত যত্ন করেন সত্যি—কিন্তু জানেন না যে, একটা কাল-সাপিনীকে তিনি ঘরের মধ্যে পুষ্ছেন। তোমার কাছে ভাই ব'ল্‌তে কি, রাজকুমারী আমাকে হাজার ভাল বাসুন, কিন্তু আমি তাঁর ভাল কিছু-তেই দেখ্‌তে পারিনে—বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয়-সিংহের প্রেমে সুখী হবেন, এ তো ভাই আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না।

মোনিয়া। সখি! বিজয়সিংহ হ'ল হিন্দু, তুমি হ'লে মুসলমান, তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি ক'রে কর বল দিকি? তার চেয়ে বরং তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। বিজয়সিংহের সঙ্গে রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখ্‌লেই তুমি মনের আগুনে পুড়্‌বে বৈ তো নয়? সখি! কেন বল দিকি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্যে চিতোর থেকে এলে?

রোষেনারা। আমি মনে ক'রেছিলেম, এখানে

আস্‌বনা, কিন্তু কে যেন আমার অন্তরের ভিতর থেকে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল যে, "যাও,—এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত,—তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও, তোমার মত হত-ভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হবেই হবে।" আমি সেই জন্যই ভাই, এখানে এসেছি; আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যে আমি তত উৎসুক নই। যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যদি বিজয়সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হ'লে ভাই নিশ্চয় জান্‌বে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হ'য়ে এলো।

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই? তুমি কি ক'রে বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক ক'র্‌বে বল দিকি? এ কখনই সম্ভব নয়; তার চেয়ে ভাই বিজয়-সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

রোষেনারা। হা! এ জন্মে কি ভাই তাঁকে আর ভুল্‌তে পা'র্‌বো?

(অন্যমনে গীত)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

"তারে ভুলিব কেমনে?

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে;

আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি, করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।"

মোনিয়া। কে ভাই আস্‌চে।

রোবেনারা। এ কি! রাজা আর সরোজিনী যে এই দিকে আস্‌চেন, আমার গান তো শুন্‌তে পান নি?—এস ভাই আমরা ঐ গাছের আড়ালে লুকোই।

(উভয়ের বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান।)

লক্ষ্মণ সিংহ ও সরোজিনীর প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ!—আমি আর বাছার মুখের দিকে চাইতে পাচ্চিনে।

সরোজিনী। পিতঃ! মুসলমানদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ হবে?

লক্ষ্মণ। বৎসে! আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই। আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ পিতা হ'লে তোমার উপযুক্ত হ'ত।

সরোজিনী। পিতঃ! ও কি কথা? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আপনার কিসের অভাব? আপনার ন্যায় মান, মর্য্যাদা আর কোন্ রাজার আছে?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আহা! এই সরলা বালা কিছুই জানে না,—পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনও টের পাস্‌নি,—

সরোজিনী। আপনি কি ভাব্‌ছেন? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন কেন? আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি? আপনার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হ'য়েছে? তবে কেন আপনি ওরূপ ভাবে আমার দিকে চেয়ে র'য়েছেন?

লক্ষ্মণ। না বৎসে! তোমার কোন অপরাধ হয়নি। এখানে যুদ্ধ-সজ্জার জন্য নানা ভাবনা নাকি ভাব্‌তে হ'চ্চে, তাতেই বোধ হয়, তুমি আমায় অমন দেখ্‌ছ।

সরোজিনী। এতো সে রকম ভাবনা ব'লে বোধ হয় না। আপনাকে দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন অন্তরের মধ্যে আপনার কি একটা ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হ'য়েছে। পিতঃ! বলুন, কি হ'য়েছে? আমার কাছে লুকোবেন না। এ রকম ভাব তো আপনার কখনই দেখিনি।

লক্ষ্মণ। হা বৎসে!

সরোজিনী। আপনি কেন অমন ক'রে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেলুচেন ? বলুন, কি হ'য়েছে ?—আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না,—বলুন,—শীঘ্র বলুন।

লক্ষ্মণ। বৎসে!——আর কি বলব!——মুসলমানেরা——

সরো। মা চতুর্ভুজা! যাদের জন্যে পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হ'য়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষ্মণ। বৎসে! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়, তার পূর্ব্বে অনেক অশ্রুপাত কর্‌তে হবে—হৃদয়ের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক কর্‌তে হবে।

সরোজিনী। দেবী চতুর্ভুজা যদি আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন, তা হ'লে আর কিসের ভাবনা ?

লক্ষ্মণ। বৎসে! দেবী চতুর্ভুজা এখন আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় হয়েছেন।

সরোজিনী। সে কি পিতঃ—এই জন্যই কি তবে ভৈরবাচার্য্য দেবীকে প্রসন্ন কর্‌বার আশায় যজ্ঞের আয়োজন কচ্চেন ?

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে!

সরোজিনী। যজ্ঞ কি শীঘ্রই হবে ?

লক্ষ্মণ। এই যজ্ঞ যতই বিলম্বে হয়, ততই ভাল, কিন্তু ভৈরবাচার্য্য শুন্‌ছি তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌বেন না।

সরোজিনী। কেন, বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র অমঙ্গলের শান্তি হয়, ততই তো ভাল। এই যজ্ঞ দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে ক'চ্চে। পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব?

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হা!——

সরোজিনী। পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব না?

লক্ষ্মণ। (উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) পাবে। আমি এখন চল্লেম, হা!——

(লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান।)

(রোষেনারা ও মোনিয়ার অন্তরাল হইতে নির্গমন।)

সরোজিনী। এ কি? তোমরা ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

রোষিনারা। আমরা ভাই এই খানেই বেড়াচ্ছিলেম। তার পর, রাজা আস্‌ছেন দেখেই ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম।

সরোজিনী। দেখ ভাই রোষেনারা; আগে পিতা

আমাকে দেখ্‌লে কত আদর কত্তেন, আজ তা কিছুই ক'ল্লেন না ; খুসি হওয়া দূরে থাক্, আমাকে দেখে আরও যেন তাঁর মুখ ভার হ'ল, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি বল দিকি ? আমার ভাই মনে কেমন একটা ভয় হ'চ্চে। আমার উপর পিতার এরূপ তাচ্ছিল্য-ভাব আমি তো আর কখনই দেখিনি। আমার বোধ হ'চ্চে কি যেন একটা বিপদ্ শীঘ্র ঘ'ট্‌বে। মা চতুর্ভুজা ! আমার যাই হোক্, আমার পিতার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

রোষেনারা। কি ! রাজকুমারি ! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন ব'লে তুমি এত অধীর হয়েছ ? আমি যে আজন্ম কাল বাপ মা হারা হ'য়ে অনাথার মত বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্চি—আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর ক'রে থাকেন, তা হ'লে তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে তুমি সান্ত্বনা পেতে পার ; আর মা বাপ যদি দুজনেই তোমায় অনাদর করেন, কুমার রিজয়সিংহ তো আছেন——

সরোজিনী। তিনি ভাই কোথায় ? আমি এসে

অবধি তো তাঁকে এখানে একবারও দেখ্‌তে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে ক'রেছিলেম, তিনি আমাকে দেখ্‌বার জন্য না জানি কতই ব্যগ্র হ'য়েছেন, তার কি অবশেষে এই হ'ল? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন?

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজ-ম। এস বাছা, আমরা এখান থেকে এখনি চ'লে যাই, এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এখান থেকে এখনি না গেলে আমাদের আর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে আমি আশ্চর্য্য হ'য়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে কেন ভাল ক'রে কথা বার্ত্তা কননি,—কিন্তু এখন এর কারণ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ মায়ের হৃদয় না আকুল হয়? প্রথমে তো মহারাজ সুরদাসকে দে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আস্‌তে বল্লেন, কিন্তু তার পরেই যখন জান্‌তে পাল্লেম যে, বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে আমাদের আস্‌তে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র

পেয়েই তখনি এখানে চলে এসেছিলেম, এই জন্যে রামদাসের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয়নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এস বাছা, আমরা চিতোরে ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনি হয় তো অপমান হ'তে হবে। বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ ক'ত্তে চায় না।

সরোজিনী। (স্বগত) এ কি কথা শুন্‌লেম?—তিনি আর আমাকে বিবাহ ক'ত্তে চান না?—যাঁকে আমি হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করেছি, যাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও অধিক ভাল বাসি, তাঁর এইরূপ ব্যবহার? তিনি যে জানাতেন যেন আমাকে কতই ভাল বাসেন, তা কি সকলই মৌখিক? মা চতুর্ভুজা! এখনি তুমি আমাকে নেও, এ পাপ পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে চাইনে।

রোষেনারা। (স্বগত) যা শুন্‌লেম, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত বড় ভালই হ'য়েছে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম, তা তো আপনা হ'তেই ঘট্‌লো। এখন দেখি আমার কপালে কি আছে।

রাজ-ম। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক্ ছল্ ছল্ ক'চ্চে, মুখখানি যেন একেবারে নীল হ'য়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা তোমার দুঃখ না হ'য়ে আরও বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্ব্বোধ যে, সেই শঠের কথায় অনায়াসে বিশ্বাস ক'রেছিলেম! আমি কোথায় আশা ক'রেছিলেম, বিজয়সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হবে,—না শেষে কি না তার এই ফল হ'ল? সে যে এরূপ নীচ ব্যবহার ক'র্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করিনি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও, তা হ'লে এ অপমান কখনই সহ্য ক'র না। এস বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখও যেন আমাদের আর না দেখ্‌তে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ ক'রেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা কর্‌বার অপেক্ষা।

রোষেনারা। রাজমহিষি! আমার এখানে দু-এক দিন থাক্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে। এ জায়গাটী পূর্ব্বে আমি কখন দেখিনি নাকি——

রাজ-ম। থাক, তুমি থাক—তোমার আর আমা-

দের সঙ্গে আস্‌তে হবে না, আমরা চলে গেলেই তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যাও, বিজয়সিংহ তোমার জন্যে অপেক্ষা রুচ্চে, আর বিলম্ব ক'র না। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই,—আমি এখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিগে। দেখ্ বাছা সরোজিনি! তুইও ততক্ষণ ঠিক্ ঠাক্ হয়ে থাক্।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

সরোজিনী। (স্বগত) এ আবার কি?—মা রোষেনারাকে ও রকম কথা ব'ল্লেন কেন? তবে কি ওরই উপর কুমার বিজয়সিংহের মন প'ড়েছে? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই! মা তোমাকে ও রকম কথা ব'ল্লেন কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সরোজিনী। (স্বগত) কি, রোষেনারাও কিছু বুঝ্‌তে পারে নি? তবে মা ও রকম ক'রে ব'ল্লেন কেন?——বিজয়সিংহেরই বা মন হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন? আমি তো এমন কোন কাজই করিনি, যাতে তিনি আমার উপর বিমুখ হ'তে পারেন। এর কারণ এখন কি ক'রে জানা যায়? তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা ক'র্‌ব?—না—তায়

কাজ নেই, কেন না, বাস্তবিকই যদি অন্যের উপর তাঁর মন পড়ে থাকে, তা হ'লে, কেবল অপমান হ'তে হবে বৈত নয়। তার চেয়ে চিতোরে ফিরে যাওয়াই ভাল। আচ্ছা, রোষেনারা যে বড় এখানে থাক্‌তে চা'চ্চে? (প্রকাশ্যে) ভাই রোষেনারা! তুমি এক্‌লা এখানে কি ক'রে থাক্‌বে বল দিকি? তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে চল,—চিতোরে তুমি আমা ছাড়া এক দণ্ডও থাক্‌তে পাত্তে না,—আর এখন কি না সচ্ছন্দে এখানে একলা থাক্‌বে?

রোষেনারা। আমার ভাই এখানে বেশি দেরি হ'বে না, আমার একটু কাজ আছে, সেইটে সেরেই আমি যাচ্চি।

সরোজিনী। এখানে আবার তোমার কি কাজ? মা যে ব'ল্‌ছিলেন, বিজয়সিংহ তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্চেন, তবে কি তাই সত্যি?

রোষেনারা। বিজয়সিংহ—বিজয়সিংহ—তিনি আবার অপেক্ষা ক'র্‌বেন? এমন সৌভা—(স্বগত) এই! কি ব'লে ফেল্লেম? (প্রকাশ্যে) তিনি—তিনি—তিনি ভাই আমার জন্যে কেন অপেক্ষা ক'র্‌বেন?

সরোজিনী। (স্বগত) মা যা সন্দেহ ক'রেছেন, তবে তাই ঠিক্। (প্রকাশ্যে) রোষেনারা! আমার বেশ মনে হ'চ্চে যে, তোমাকে হাজার সাধ্‌লেও তুমি এখন এখান থেকে নড়্‌বে না। আশ্চর্য্য! যা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি,—তাই কি না আজ দেখ্‌তে পাচ্চি,—বুঝেছি, কুমার বিজয়সিংহকে না দেখে তুমি আর কিছুতেই এখান থেকে যেতে পাচ্চ না। রোষেনারা! কেন আর মিছে আমার কাছে লুকোও? মা যা ব'ল্‌ছিলেন, তাই ঠিক্; আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

রোষেনারা। কি!—যে আমার দেশের শত্রু,—যে আমায় বন্দী ক'রেছে,—যে বিধর্ম্মী, যাকে দেখ্‌লে আমার মনে ঘৃণা হয়, তাকে কি না আমি——

সরোজিনী। হ্যাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হ'চ্চে, তাকেই তুমি ভাল বাস। যে শত্রুর কথা ব'ল্‌চ, সেই শত্রুকে ঘৃণা করা দূরে থাক্, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়-মন্দিরে পূজা কর। আমি কোথা আরো মনে ক'রেছিলেম যে, যাতে তুমি দেশে ফিরে যেতে পার, তার জন্যে খুব চেষ্টা ক'র্‌ব—কিন্তু আমি তো ভাই

তখন জান্‌তেম না যে, এই দাসত্ব-শৃঙ্খলই তোমার এত প্রিয়। যা হোক্‌, তোমায় আমি দোষ দিইনে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্‌,—কিন্তু তুমি তাঁকে ভাল বাস; এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! তোমাকে ভাই আবার আমি কি ব'ল্‌ব? এ কি কখন সম্ভব ব'লে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহারাজ লক্ষ্মণ সিংহের গুণবতী রূপসী কন্যাকে ছেড়ে, এক জন কি না অপরিচিত ঘৃণিত যবনীকে তিনি ভাল বাস্‌বেন?

সরোজিনী। রোষেনারা! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে, তা হ'লেই হ'ল, এখন আমাকে আর উপহাস ক'রে তোমার লাভ কি? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষণ্ণ হ'য়েছিলেন, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এ কি রাজকুমারি! তুমি এখানে কখন এলে? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের

কথাতেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি এখানে এখন কি জন্য এসেছ? তবে যে মহারাজ আমাকে ব'ল্‌ছিলেন, তোমার এখানে আস্‌বার কোন কথা নাই?— এ কথা তিনি কেন ব'ল্লেন?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমি এখানে না থাক্‌লেই তো আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিক ক্ষণ থাক্‌চিনে। আপনি এখন সুখে থাকুন।

(সরোজিনীর প্রস্থান।)

বিজয়। (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন? কেন তিনি আমাকে এরূপ কথা বল্লেন?— কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন? (প্রকাশ্যে রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! বিজয়সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হবে? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

রোষেনারা। বন্দির আবার কিসের আপত্তি? আপনার হাতেই তো আমার জীবন মৃত্যু সকলি নির্ভর ক'চ্চে। রাজকুমার! যথার্থই কি আপনি আমার শত্রু?

বিজয়। তোমার শত্রু না হ'তে পারি, কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোষেনারা। আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি, কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু ব'লে মনে করিনে।

বিজয়। যে তোমার দেশের শত্রু, তাকে কি তুমি শত্রু ব'লে জ্ঞান কর না? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অনুরাগ নাই?

রোষেনারা। রাজকুমার! এমন কি কেউ থাক্‌তে পারে না, যাকে দেশের চেয়েও অধিক——

বিজয়। সে কি?—তবে কি তোমার পিতা মাতা এখনও বর্ত্তমান আছেন?

রোষেনারা। না রাজকুমার! আমার বাপ মা নাই, আমি চির-অনাথা! (স্বগত) এইবার যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে ব্যক্তি কে—তা হ'লে ব'লে ফেল্‌ব—আর গুম্‌রে গুম্‌রে থাক্‌তে পারিনে। আমার বেশ বোধ হ'চ্চে এইবার উনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন।

বিজয়। সে যা হোক্‌, ভদ্রে! আমি তোমাকে

জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম, রাজমহিষী ও রাজকুমারী সরোজিনী এখানে কেন এসেছেন তা কি তুমি জান?

রোষেনারা। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! ও কথা দেখ্ছি আর জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন না। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আপনি কি তা জানেন না?

বিজয়। সে কি! আমি যে এক মাস কাল এখানে ছিলেম না, আমি তো সবে এই মাত্র এখানে পৌঁছেছি।

রোষেনারা। আপনার সঙ্গে বিবাহ হবে ব'লেই তো মহারাজ রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন। আপনিও তো তাঁর জন্যে——

বিজয়। (স্বগত) আমিও তো এই জনরব পূর্ব্বে শুনেছিলেম। কিন্তু রাজাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তো তখন একেবারেই অমূলক ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা ক'ল্লেন?—তা কর্‌বারই বা উদ্দেশ্য কি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক্, রাজকুমারী এখন কোথায় চ'লে গেলেন বল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! তিনি বোধ হয় চিতোরে গেলেন।

বিজয়। (স্বগত) আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, আমি এখনি গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে চিতোরে সাক্ষাৎ করি। সকলি আমার কাছে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হ'চ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; মহারাজ আমাকে মুখে ব'ল্লেন এক রকম, কাজে আবার দেখ্‌ছি ঠিক্ তার বিপরীত। সকলেই যেন, কি একটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! রাজকুমারী আমাকে ওরূপ কথা ব'লে কেন চলে গেলেন ব'ল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমি যত দূর দেখ্‌ছি তাতে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি, আপনার উপর রাজ-কুমারীর মনের ভাব আর সে রকম নেই।

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হ'ল? না জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু ব'লে বোধ হ'চ্চে—কিছু পূর্ব্বে রণধীর সিংহ ও আর আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও আমার এই বিবাহের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; সকলেই যেন আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা ক'চ্চে। যা হোক্, আমাকে এখন এর তথ্য জান্‌তে হ'ল।

(বিজয় সিংহের প্রস্থান।)

রোষেনারা। (স্বগত) কৈ ?—বিজয়সিংহের মন তো কিছুই ফেরে নি—সরোজিনীর উপর তাঁর ভালবাসা যেমন তেমনিই, আছে, রাজমহিষী তবে কেন ও কথা ব'ল্লেন ? হা ! আমি যা আশা ক'রেছিলেম, তা কিছুই সফল হ'ল না। যা হোক্, সরোজিনি ! তোর সুখ আমার কখনই সহ্য হবে না,—আর, যে সকল লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হ'চ্চে,—(চিন্তা)—(পরে প্রকাশ্যে)——দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হ'চ্চে, শীঘ্রই যেন কি একটা হুল স্থূল কাণ্ড বেধে উঠ্‌বে—আমি অন্ধ নই, চারিদিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হ'চ্চে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার সুখের পথে কি একটা কণ্টক পড়েছে—আবার, মহারাজ লক্ষ্মণসিংহকেও সারাদিন বিষণ্ণ দেখ্‌তে পাচ্চি ; এই সব দেখে শুনে ভাই আমার একটু আশা হ'চ্চে,—আমার বোধ হচ্চে, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

মোনিয়া। তা ভাই কি ক'রে টের পেলে ? বিজয় সিংহের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্‌লে তো, সরোজিনীর জন্যেই তিনি ব্যাকুল, তোমার উপরে তো তাঁর আদপে মন নেই।

রোষেনারা। তা ভাই যাই হোক্, বিজয়সিংহ

আমাকে ভাল বাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে—কখনই—হা!——(অন্যমনে গান)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

"সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারি সেই জনে;
দেহে মম আছে প্রাণ, সতত তাহারই ধ্যানে।"

মোনিয়া। এ ভাই তোমার আশ্চর্য্য কথা—তিনি তোমাকে ভাল বাসেন না, আর তুমি কি না তাঁর জন্যে পাগল হ'য়েছ?

রোষেনারা। তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্চ—লোকে শুন্‌লেও আমাকে পাগল ব'ল্‌বে, কিন্তু ভাই তোমাকে আমি সত্যি কথা বল্‌চি, আমাকে যখন তিনি বন্দি করেন, সেই সময়ে আমি যে তাঁকে কি চোখে দেখেছিলেম, তা ব'ল্‌তে পারিনে; তাঁর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে যেন আঁকা র'য়েছে, তা কখনই যাবার নয়। তিনি যদি এখুনি আমাকে পায়েও ঠেলেন, তবু আমি তাঁর চরণতলে প'ড়ে থাক্‌ব,—কিন্তু তাই ব'লে, আর কেউ যে

তাঁর প্রেমে সুখী হবে, তা তো আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না। আমার বল্‌বার অধিকার থাক্ বা না থাক্, আমি ভাই সরোজিনীকে আমার সপত্নী ব'লে মনে করি। সখি! আমার সপত্নীর ভাল, আমি প্রাণ থাক্‌তে কখনই দেখ্‌তে পারব না।

মোনিয়া। না ভাই তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে—থাক্, ও সব কথা এখন থাক্, কে আবার শুন্‌তে পাবে—চল ভাই এখান থেকে এখন যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোরের রাজপথ।

ফতে উল্লার প্রবেশ।

ফতে। (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই সহর ছাড়ায়ে আরও এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আস্‌বে। অ্যাহন মুই আরও বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ বি মোর হয়্‌ছে। চাল কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লি গ্যাছেলাম, তাই খায়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাজ-রসুনির এম্‌নি গুণ, মোর বুকির ছাতি হিম্মতে যেন দশ হাত ফুলি ওঠেছে।—অ্যাহন আর মুই কোন ব্যাটা হঁ্যাদুর, তক্কা রাহি নে। মোরা বাদসার জাৎ, পরোয়া কি? মুই·বা কোন্ দিন বাদসা হই তা কে ক'তি পারে? সব নসিব্বির কাম। মুই বাদ্‌সা হ'লি তৌ আগে এই হঁ্যাদু ব্যাটাদের কুটি কুটি ক'রে জবাই করি; আর গদিতে ঠ্যাস্ মারি, খুব লম্বা চৌড়া

হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট্ ভরি খাই। আ!—তা হলি কি মজাই হয়। (হাস্য) আর তা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যহন তহন বড় মোরে মাত্তি আসেন, তহন তেনার আর সে যো থাকবে না— তহন তেনার হাত যোড় করি মোর কাছে হর্ঘড়ি দেঁড়িয়ে থাকৃতি হবে। হি হি হি হি হি—(সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ) মোর চ্যাহারাডাও অ্যাহন বাদসার লায়েক হয়্ছে— অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাক্নাই ফাটি পড়্ছে—হ্যাঁদুর চৈতন্ডা কাটি ফ্যালাইছি, অ্যাহন আবার মুসলমানির স্থুর বেরুতি সুরু কর্ছে——আর মুই চাচাজির বাৎ শোন্বো না—জান্ কবুল, তবু তেনার বাৎ শোন্বো না। ত্যানিই তো মোরে হ্যাঁদু বানাবার জো করেছ্যা- লেন। তাঁ্যানিই তো মোরে ভোগা দে এই রোজ- পুতির দ্যাশে আনি ফ্যালেছেন। তেনারে একবার স্যালাম ঠুকেই মুই দিল্লি পিয়ান দ্যাবো, চাচাজির নসিবি অ্যাহন যা থাকে তাই হবে।—দিল্লি কি মজার সহর! সেহান হ'তি আর অ্যাহন মোর বাঙ্গলা মুলুকেও যাত্তি দেল চায় না।

(তিন জন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ।)

১ম-রক্ষক। কে ও যাচ্চে ? একজন বিদেশী না ?

২য়-রক্ষক। আমাদের এখন খুব, সাবধান হওয়া উচিত। এ-ব্যক্তি মুসলমানদের কোন গুপ্ত চর হ'তে পারে।

ফত্তে। (স্বগত) অ্যাহন তো মুই হ্যাঁদু ব্যাটাদের ছাতির ওপর দে চলেচি, অ্যাহন দেহি, কোন্ ব্যাটা হ্যাঁদু মোর সাম্‌নে আগুতি পারে, তা হ'লি এক থাপ্পড়েই পুঙির পুতির চাবালিডা ওড়ায়ে দিই। মোরা হচ্চি বাদ্-সার জাৎ, মোরা কি হ্যাঁদুদের ডর রাখি ? অ্যাহন তো কোন ব্যাটারেই দেখ্‌তি পাচ্ছি না। (সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া গমন)

৩য়-রক্ষক। মুসলমান ব'লে তো আমার বোধ হ'চ্চে। ব্যাটা বুক ফুলিয়ে চলেছে দেখ না,—রোস্ জিজ্ঞাসা করা যাক্ (নিকটে যাইয়া) কে তুই ?

ফত্তে। (স্বগত) কেডাও ? তিন জন হেতিয়ের বাঁধা সিপুই—বাপ্‌পুইরে! এই বার মলাম আল্লা—(কম্পমান)

১ম-রক্ষক। কথা কোস্ নে যে—বল্ কে, না হলে এখনি দেখ্‌তে পাবি।

ফতে। মুই—মুই—মুই কেউ নই বাবা—

২য়-রক্ষক। কেউ নই তার মানে কি ? ব্যাটাকে ঘা কতক দাও তো হে।

ফতে। বল্‌চি বাবা, বল্‌চি বাবা—মের না বাবা—মুই মোসাফের লোক——

৩য়-রক্ষক। দেখ্‌চ, এত ঢাক্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে, তবু মুসলমানি কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড় ছে—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কোন চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে—মুই মসলমান নই বাবা—মুই হঁ্যাদু,—মুই হঁ্যাদু,—তোমাদেরই জাত-ভাই—

১ম-রক্ষক। ব্যাটা ব'ল্‌ছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান নই! (উচ্চ হাস্য) বেটা এখনও ঢাক্‌তে চেষ্টা কচ্চিস্‌?—আচ্ছা, তুই কি জাত বল্‌ দিকি ?

ফতে। মুই বেরাম্মন ঠাকুর, মুই—মুই—ম,—ম—ম মস্‌জিদে—-মর্‌—মন্দিরে ঘণ্টা নাড়্যে থাকি।

১ম-রক্ষক। মস্‌জিদেই বটে, আচ্ছা বল্‌ দিকি বাপের ভাইকে আমাদের ভাষায় কি বলে ?

ফতে। (অম্লানবদনে) চাচা।

১ম-রক্ষক। হাঁ ঠিক হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্ দিকি বাপের বোনের স্বামীকে কি বলে?

ফতে। ক্যান্—ফুপু।

১ম-রক্ষক। হাঁ এও ঠিক্ হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্ দিকি 'আমি হারাম খাই'।

ফতে। ও কথা ক্যান্—ওঁ কথা ক্যান্?—

১ম-রক্ষক। বল্, না হলে এখনি——

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই হারাম—

১ম-রক্ষক। ফের ন্যাকামি কচ্চিস্? বল্, না হ'লে এখনি মার খেয়ে মর্‌বি।

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই হারাম—খা—খা—খা ই—তোবা তোবা——

১ম-রক্ষক। হাঃ শালার মুসলমান! তবে নাকি তুই হিন্দু!——চল্ ভাই, শালাকে নগর-পালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক্।

(ফতেকে ধৃত করিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া।)

ফতে। মুই হ্যাঁদু—মুই হ্যাঁদু—আঃ!—মারিস্নে বাবা—মলাম বাবা—ও চাচাজি!—মলাম চাচাজি!

২য়-রক্ষক। চল শালা—দেখি তোর চাচা কেমন রক্ষ্যে করে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

(রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ।)

রাজ-ম। মহারাজ! আমরা বিজয়সিংহের উপর রাগ ক'রে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন সময়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আমাদের ফিরে আস্‌তে বিস্তর অনুরোধ ক'ল্লেন। তিনি শপৎ ক'রে ব'ল্লেন্ যে, তিনি বিবাহের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের ভাব্ একটুও পরিবর্ত্ত হয়নি। কে এই মিথ্যা জনরব রটিয়েছে, তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজকে তিনি খুঁজ্‌চেন, তিনি আরও এই কথা ব'ল্লেন যে; এইরূপ্ মিথ্যে জনরব যে রটি-য়েছে, তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

লক্ষ্মণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হ'ল, সকল সন্দেহ মন হ'তে অপসৃত হ'ল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক্। পুরোহিতের কার্য্য ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই ব্যালা মন্দিরে পাঠিয়ে দাওগে; আমি তার প্রতীক্ষায় র'ইলেম।—দেখ, আর একটা কথা ব'লে যাই,—দেখ্‌চ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ; এখানে চতুর্দ্দিকেই কেবল যুদ্ধ-সজ্জা হ'চ্চে, সুতরাং এখানে বিবাহ হ'লে, বিবাহ-স্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীদের বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্চনা বই আর কিছুই শুন্‌তে পাবে না, আর, চতুর্দ্দিকে বল্লমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না। দেখ মহিষি! এ বিবাহে স্ত্রী-নেত্র-রঞ্জন কোন দৃশ্যই থাক্‌বার কথা নেই; আমি বেশ ব'লতে পারি, এরূপ বিবাহ-স্থলে তোমার থাক্‌তে কখনই ভাল লাগ্‌বে না—আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষতঃ সে একটা সামান্য মন্দির, সেখানে উপযুক্ত স্থান নাই, আর তুমি সামান্যভাবে সেখানে থাক্‌লে সৈন্যগণই বা কি মনে ক'র্‌বে? তোমার

সখিগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক্, আর তুমি এই শিবিরেই থাক। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

রাজ-ম। কি ব'ল্লেন মহারাজ? আমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই? আমি অন্যের হাতে আমার মেয়েকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্ব? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্যে এখানে আন্‌লেম, আর আমি কি না তার বিবাহ দেখ্‌তে পাব না?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে, তুমি এখন চিতোরের রাজ-প্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্য-শিবিরের মধ্যে র'য়েছ।

রাজ-ম। মহারাজ! আমি জানি, এখন আমি সৈন্য-শিবিরের মধ্যেই র'য়েছি; আর, এও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার মহিষী ব'লে আমার জন্য আপনি কোন শিবির-নিয়মের অন্যথা করেন। এখানে একজন সামান্য সৈনিকের যে অধিকার, তার চেয়ে কিছুমাত্র অধিক আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করিনে। কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সেনাপতি হ'তে এক জন সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই বিবাহ-স্থলে উপস্থিত থাক্‌তে পাবে, সকলেই এই উৎসবে মত্ত হবে, তখন

কি না যার কন্যার বিবাহ, সে সেখানে থাক্‌তে পাবে না? আর মহারাজ যে ব'ল্‌চিলেন, সে সামান্য মন্দির, সেখানে বস্‌বার উপযুক্ত স্থান নেই,—কিন্তু যেখানে সূর্য্য-বংশাবতংস মেওয়ারের অধীশ্বর থাক্‌তে পারেন, সেখানে কি তাঁর মহিষী থাক্‌তে পারে না?

লক্ষ্মণ। দেবি! তোমায় আমি মিনতি কচ্চি, তুমি আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর। আমি যে তোমাকে এইরূপ অনুরোধ কচ্চি, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে।

রাজ-ম। নাথ! যা আমার চিরকালের সাধ, তাতে আমাকে নিরাশ ক'র্‌বেন না। আমি সেখানে থাক্‌লে আপনাকে কিছুমাত্র লজ্জিত হ'তে হবে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা কর্‌বেন্ না।

লক্ষ্মণ। আমি পূর্ব্বে মনে করেছিলেম, আমি বল্‌বামাত্রেই তুমি সম্মত হবে; কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পাল্লেম না,—আমার অনুরোধ মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হ'ল, তখন তোমাকে এখন আদেশ ক'ত্তে বাধ্য হ'লেম,—তুমি

সেখানে কখনই উপস্থিত থাক্‌তে পাবে না। মহিষি! তোমাকে পুনর্ব্বার ব'ল্‌চি, এই আমার ইচ্ছা—এই আমার আদেশ—এই আদেশানুযায়ী এখন কার্য্য কর।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

রাজ-ম। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাক্‌তে নিষেধ ক'ল্লেন? বাস্তবিকই কি আমি সেখানে থাক্‌লে আমার মানের লাঘব হবে? যাই হোক্, তিনি যখন আদেশ ক'ল্লেন, তখন কাজেই তা আমাকে পালন ক'ত্তে হবে। এখন এই মাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাধ ছিল, তা পূর্ণ হ'ল না। যাই হোক্, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে—তা হ'লেই হ'ল। আমার এখন অন্য কিছু ভাব্‌বার দরকার নাই, তার সুখেই আমার সুখ।—এই যে, বিজয়সিংহ এই দিকে আস্‌চেন।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। দেবি! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই ব'ল্লেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হ'য়েছিলেন, এখন তাঁর মন হ'তে সকল সংশয় দূর হ'য়েছে। তিনি অধিক কথা না ক'য়েই আমায় গাঢ়

আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ক’র্ত্তে তখনই আদেশ ক’ল্লেন। রাজমহিষি! আর একটী সুসংবাদ কি শুনেছেন? দেবী চতুর্ভুজাকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে একটী মহা যজ্ঞের আয়োজন হ’চ্চে, শত-সহস্র ছাগ আজ্ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হবে, তার পরেই আমরা সকলে যুদ্ধ-যাত্রা ক’র্‌ব।

রাজ-ম। যুদ্ধে যেন জয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। বাছা! তোমাকে আমি পর ব’লে ভাবিনে, তোমাকে ছেলেব্যালা থেকেই আমি দেখ্‌ছি, তুমি তখন সর্ব্বদাই আমাদের প্রাসাদে আস্‌তে,—মহারাজ তোমাকে আমার নিকট অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিতেন,—তোমাকে কত মিষ্টান্ন খেতে দিতেম,—তোমাকে কত খেলেনা দিতেম, সরোজিনীর সঙ্গে তুমি কত খেলা কত্তে,——মনে পড়ে বাছা? তখনই আমি মনে মনে কত্তেম যে, আহা! যদি এই দুটী ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয়, তা হ’লে বেশ দেখ্‌তে হয়; তা বাছা! বিধাতা এখন আমার সেই সাধ এত দিনের পর পূর্ণ ক’ল্লেন। বাছা, তুমি এখানে একটু থাক, আমি সরোজিনীকে ডেকে নিয়ে আসি।

বিজয়। যে আজ্ঞে !

রাজ-ম। (স্বগত) দুই জনকে একত্র দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হ'চ্চে। আমি তো বিবাহে উপস্থিত থাক্‌তে পাব না, এই বেলা আমার মনের সাধ মিটিয়ে নিই।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

(সরোজিনী ও রোষেনারার প্রবেশ।)

বিজয় সিংহ। (স্বগত) এই যে রাজকুমারী আপনা হতেই এসেছেন,—(প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! এখন তো সকল সন্দেহ দূর হয়েছে? আমার নামে কেন যে এরূপ জনরব উঠেছিল, তা ব'ল্‌তে পারিনে। আশ্চর্য্য! মহারাজ, রাজমহিষী, সকলেই এই জনরবে বিশ্বাস করেছিলেন।

সরোজিনী। (স্বগত) আহা! রোষেনারার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়; ওর ভাব দেখে বোধ হয়, যেন ওর দাসত্ব অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

বিজয়সিংহ। রাজকুমারি! চুপ ক'রে রইলে যে—এখনও কি সন্দেহ যায় নি?

সরোজিনী। না রাজকুমার! আর আমার কোন সন্দেহ নেই, এখন কেবল আমার একটী প্রার্থনা—

বিজয়। প্রার্থনা?—কি প্রার্থনা বল। বিজয়সিংহের নিকট এমন কি বস্তু থাকতে পারে, যা রাজকুমারী সরোজিনীকে অদেয়?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার প্রার্থনাটী অতি সামান্য—এই যুবতী যবন-কন্যাকে আপনিই বন্দী ক'রে আনেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত উনি আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখ্‌তে পাননি,—ওঁর ভাব দেখে বোধ হয়, সেই জন্যই উনি অত্যন্ত মন-কষ্টে আছেন। আর আমিও একটু পূর্ব্বে কোন বিষয়ে মিথ্যা সন্দেহ ক'রে ওঁকে যার পর নাই তিরস্কার করেছি—তাতেও উনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তা আর যেন উনি দুঃখ না পান, এই আমার প্রার্থনা। রাজকুমার! ইনি আপনারই বন্দী, আপনার অনুমতি হ'লেই এখন দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন।

রোষেনারা। (স্বগত) এ শৃঙ্খল মোচন ক'ল্লে কি হবে? যে শৃঙ্খলে আমার হৃদয় বাঁধা,—সরোজিনি! তোর সাধ্য নেই যে, তা হ'তে তুই আমায় মুক্ত করিস্।

বিজয়। (রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! তুমি কি এখানে কষ্ট পাচ্চ?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমার শারীরিক কোন কষ্ট নেই,—আমার কষ্ট মনের; আপনি আমাকে বন্দি করেছেন;—আপনিই আমার সকল দুঃখের মূল। (গদ্গদস্বরে) রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেলে, আর যেন আপ্‌নাকে আমায় না দেখ্‌তে হয়; আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বিজয়। ভদ্রে! নিশ্চিন্ত হও, শত্রুর মুখ তোমাকে আর বেশি দিন দেখ্‌তে হবে না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই অবসান হবে—তুমি আমাদের সঙ্গে চল,—যখন আমাদের বিবাহ হ'বে, সেই শুভক্ষণেই আমি তোমার দাসত্ব মোচন ক'রে দেব। (সরোজিনীরপ্রতি) রাজকুমারি! এ অতি সামান্য কথা,—এর জন্যতুমি এত ভাবিত হয়েছিলে?

রোষেনারা। (স্বগত) হা! আমার দুঃখ কেউই বুঝ্‌লে না। বুঝ্‌বেই বা কি ক'রে? যার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ, তার জন্যে আমার মন কেন যে এরূপ হ'ল, তা আমি নিজেই বুঝিনে—তো অন্যে কি বুঝ্‌বে? সরোজিনি! আমি এখান থেকে গেলেই বুঝি তুই বাঁচিস্? না হ'লে আমার দাসত্ব মোচন কর্‌বার জন্যে তোর এত

মাথা-ব্যথা কেন ? আর, আমি দাসত্ব-দুঃখ ভোগ কচ্চি, এই মনে ক'রে যদি বাস্তবিকই আমার জন্যে বিজয়-সিংহের দুঃখ হ'ত, তা হ'লেও আমি খুসি হ'তেম,—কিন্তু তা তো নয়—সরোজিনীর মন রাখ্‌বার জন্যেই উনি আমার দাসত্ব মোচন ক'ত্তে চাচ্চেন। হা! আমার আশা ভরসা আর কিছুই নেই।'

(রাজমহিষীর প্রবেশ।)

রাজমহিষী। (সরোজিনীর প্রতি) এই যে, এই খানেই এসেছ দেখ্‌ছি—আমি এতক্ষণ বাছা তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেম।

(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ।)

রাম। মহারাণী! মহারাজ যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাজ-কুমারীকে প্রতীক্ষা কচ্চেন, আর, তাঁকে সেখানে শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন—(অধোমুখে) কিন্তু—কিন্তু যেন—

রাজমহিষী। কিন্তু আবার কি রামদাস? এখনি তুমি বাছাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না।

রামদাস। না, তা নয়,—বলি—রাজমহিষি! সেখানে যদি রাজকুমারীকে এখন না পাঠান হয় তো—ভাল হয়।

রাজমহিষী। সে কি রামদাস?—মহারাজ ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন, একটু পরেই বিবাহ হবে,—আর আমি ওকে এখন পাঠাব না? এ তোমার কি রকম কথা?

রাম। রাজমহিষি! আমি আপনাকে ব'ল্‌ছি, রাজকুমারীকে সেখানে কখনই যেতে দেবেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) আপনিও দেখ্‌বেন, যেন রাজকুমারীকে সেখানে পাঠান না হয়। আপনি বই আর কেউ নেই যে ওঁকে রক্ষা করে।

বিজয়। কি!—রক্ষা?—রক্ষা আবার কি? কার অত্যাচার হ'তে রক্ষা ক'ত্তে হবে?

রাজমহিষী। এ কি কথা রামদাস? তোর কথা শুনে আমার গা কাঁপ্‌চে,—বল্‌ রামদাস! পষ্ট ক'রে বল্‌।

রামদাস। রাজকুমার! যাঁর অত্যাচার হ'তে রক্ষা কত্তে হবে, তাঁর নাম ক'ত্তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে—আমি যতক্ষণ পেরেছি, তাঁর গোপনীয় কথা প্রকাশ করি নি—কিন্তু এখন অসি, রজ্জু, অগ্নিকুণ্ড, হাড়কাঠ, সকলি প্রস্তুত দেখে, আর আমি প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পাচ্চি নে।—

বিজয়। যেই হোক্ না, শীঘ্র তার নাম কর, রাম-দাস তাতে কিছুমাত্র ভয় ক'র না। আজ যজ্ঞে শত সহস্র ছাগ বলিদান হবে ব'লেই তো ছাড়কাট প্রভৃতি প্রস্তুত হ'য়েছে, তাতে তোমার ভয়ের কারণ কি?

রামদাস। কি ব'ল্লেন?—শত সহস্র ছাগ বলিদান?—সে যাই হোক্, রাজকুমার! আপনি রাজকুমারীর ভাবী পতি; আর রাজমহিষি তাঁর জননী; আমি আপনাদের দুজনকেই এই কথা ব'লে যাচ্চি—সাবধান! রাজকুমারীকে মহারাজের কাছে কখনই যেতে দেবেন না।

রাজমহিষী। ও কি কথা রামদাস? মহারাজকে আবার ভয় কি?

বিজয়। রামদাস! সমস্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বল, বল্‌তে কিছুমাত্র ভয় ক'র না।

রামদাস। কি আর ব'ল্‌ব?—আর কত স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌ব?—আজ তো শত সহস্র ছাগ বলিদান হবে না—আজ—মহারাজ—রাজকুমারীকেই——

বিজয়। কি! মহারাজ রাজকুমারীকেই?——

সরোজিনী। কি! আমার পিতা?——

রাজমহিষী। কি ব'ল্লে?—মহারাজ তাঁর আপনার

কন্যাকে?—আমার সরোজিনীকে—আমার হৃদয়-রত্নকে আমার—ওঃ—মা—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সরোজিনী। এ কি হ'ল ?—এ কি হ'ল ?—মায়ের আমার কি হ'ল ?—মা ! এ কি হ'ল মা ?—ওঠ মা !—একি হ'ল ?—রামদাসের কথা সব মিথ্যে, পিতা আমায় মার্‌বেন কেন মা ? আমি তো কোন দোষ করিনি—ওঠ মা ! আমি তোমায় ব'ল্‌চি রামদাসের কথা কখনই সত্যি না। (বিজয়ের প্রতি) রাজকুমার ! কি হবে ? এখনি পিতাকে খবর দিন,—আমার বড় ভয় হচ্চে। (ব্যজন)

বিজয়। রাজকুমারি ! ভয় নাই, এখনি চেতন হবে। রোষেনারা ! তুমিও ঐ দিক্ থেকে বাতাস দাও তো—(স্বগত) একি বিভ্রাট !——

রোষেনারা। (ব্যজন করিতে করিতে স্বগত) আ ! আমার কি সৌভাগ্য ! বিজয়সিংহ আমাকে আজ্ নাম ধ'রে ডেকেছেন, ভাগ্যি এই বিপদ হ'য়েছিল্। প্রণয় ! তুই আমার হৃদয়ে কি ভয়ানক বিষ ঢেলে দিয়েচিস্ ; যখন আর সকলেই এই বিপদে কাঁদ্‌চে, তখন কি না আমিই মনে মনে হাস্‌চি—জানিনে সরোজিনীর দুঃখে কেন আমি এত সুখী হই !

বিজয়। রামদাস! তুমি কেন বল দিকি একটা মিথ্যা কথা ব'লে এই বিভ্রাট উপস্থিত ক'ল্লে? এ কি কখন সম্ভব? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

রামদাস। রাজকুমার, আমি জান্‌তেম যে, এই ভয়ানক সংবাদ দিলেই একটা বিভ্রাট উপস্থিত হবে—কিন্তু কি করি?—এ কথা না বল্লেও দেখ্‌লেম রাজকুমারীর রক্ষার উপায় হয় না—তাই আমি ব'ল্লেম—রাজকুমার! আমি মিথ্যা কথা বলি নি, আমি ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেম যদি এ বিষয়ে একটু সন্দেহও থাক্‌তো। ভৈরবাচার্য্য বলেচেন যে, চতুর্ভুজা দেবী আর কোন বলি গ্রহণ কর্‌বেন না।

বিজয়। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য কথা, আর কোন বলি তিনি গ্রহণ ক'র্‌বেন না? (প্রকাশ্যে) এই যে—এইবার রাজমহিষীর চেতন হ'য়েছে।

সরোজিনী। (স্বগত) আ!—আমি এখন বাঁচ্‌লেম।

রাজমহিষী। (চেতন পাইয়া) কৈ?—আমার সরোজিনী কৈ?—তাকে তো নিয়ে যায়নি?

সরোজিনী। এই যে মা! আমি এই খানেই আছি।

রাজমহিষী। রামদাস! ঠিক্ ক'রে বল্—তুই যা

বল্লি তা কি সত্যি? মহারাজ কি সত্যি সত্যিই এইরূপ আদেশ ক'রেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! আমি একটুও মিথ্যা কথা বলিনি, কিন্তু এতে অধীর না হ'য়ে যাতে এখন রাজকুমারীকে রক্ষা ক'ত্তে পারেন, তারই উপায় দেখুন, আর সময় নেই।

রাজমহিষী। (স্বগত) রামদাস তো মিথ্যা বল্‌বার লোক নয়, এখন তবে বাছাকে বাঁচাবার উপায় কি করি?—একলা বিজয়সিংহ কি রক্ষা ক'ত্তে পার্‌বেন?

বিজয়। (স্বগত) ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌চে। আমাকে এইরূপ প্রতারণা? পিতা হ'য়ে কন্যার প্রতি এইরূপ ব্যবহার? কোথায় শুভ-বিবাহ—না কোথায় এই দারুণ হত্যা?—তিনি রাজাই হ'ন্‌, আর যেই হ'ন্‌,—তাঁকে এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না।

সরোজিনী। (স্বগত) পিতা আমাকে এত ভাল বাসেন, তিনি কি এরূপ ক'র্‌বেন?

রাজমহিষী। রামদাস! মহারাজ কি স্বয়ং এরূপ আদেশ ক'রেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! তিনি না আদেশ ক'ল্লে কি কোন কাজ হ'তে পারে?

রাজমহিষী। তাঁর সৈন্য সেনাপতিরাও কি এতে মত দিয়েছে?

রামদাস। রাজমহিষি! দুঃখের কথা ব'ল্‌ব কি, তারা সকলেই এর জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে।

রাজমহিষী। (স্বগত) মহারাজ যে আমাকে মন্দিরে উপস্থিত থাক্‌তে নিষেধ ক'রেছিলেন, তার অর্থ আমি এখন্ বুঝ্‌তে পাচ্চি। ওঃ!—তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এখন কি ক'রে বাছাকে রক্ষা করি? যে তার প্রকৃত রক্ষক,—যে তার পিতা, সেই যখন তার হন্তারক, তখন আর কে রক্ষা কর্‌বে? এখন তার আর কে আছে,—এখন আর সে কার মুখের পানে চাবে? আমি স্ত্রীলোক,—আমার সাধ্য কি? (প্রকাশ্যে) রামদাস! সৈন্যদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই বিপদে রক্ষা করে?

রামদাস। না রাজমহিষি! সেরূপ কেউই নেই।

রাজমহিষী। (দুই জন রক্ষক আসিতেছে দেখিয়া) ঐ আবার বুঝি মহারাজ লোক পাঠিয়েছেন। এইবার

বোধ হয়, বাছাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা শীঘ্র এই দিকে আয়। (সরোজিনীকে লইয়া বিজয়সিংহের পার্শ্বে সত্বর গমন) এইখানে দাঁড়া, এমন নিরাপদ স্থান আর কোথাও পাবিনে। (বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! এই অসহায় অনাথা বালাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'ল্লেম। এর আর কেউ নেই—পিতা থাকতেও এ পিতৃহীন,—সহায় থাক্তেও অসহায়—এখন তুমিই বাছা এর একমাত্র ভরষা—তুমিই এর সুহৃৎ, সহায়, সর্ব্বস্ব। তুমি না রক্ষা ক'ল্লে আর উপায় নেই—ঐ আস্‌চে—বাছা! তুমি রক্ষা কর।

বিজয়। (অসি নিষ্কোশিত করিয়া) রাজমহিষি! আপনার কোন ভয় নেই। আমি থাক্তে কারও সাধ্য নেই যে, রাজকুমারীকে এখান থেকে বল পূর্ব্বক নিয়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

(দুই জন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাণীর জয় হোক্! মন্দিরে রাজকুমারীকে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হ'চ্চে তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

রাজমহিষী। (স্বগত) তাঁর কি একটু বিলম্বও সহ্য হ'চ্চে না? কি ভয়ানক! তিনি কি আর সে মানুষ নেই? তাঁর হৃদয় হ'তে সেই কোমল দয়ার্দ্র ভাব কি একেবারেই চ'লে গেছে?—তিনি হঠাৎ কি কোন রক্ত-পিপাসু পিশাচের মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন? আচ্ছা! এখনি আমি তাঁর কাছে যাচ্চি—দেখি তাঁর কিরূপ ভাব হয়েছে—দেখি কেমন ক'রে তিনি আমার কাছে মুখ দ্যাখান (প্রকাশ্যে বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল—আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসি। (রক্ষকদ্বয়ের প্রতি) চল্ আমি তোদের সঙ্গে যাচ্চি—মন্দিরে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হ'চ্চে; আমি নিজে গিয়েই তাঁকে ব'ল্‌চি।

(রক্ষকদ্বয়ের সহিত রাজমহিষীর প্রস্থান।)

বিজয়। রাজকুমারি! আমি বেঁচে থাক্‌তে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়? যত-ক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌বে ততক্ষণ তোমার আর কোন ভয় নেই। রাজকুমারি! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে ক'র্‌ব তা নয়—আরও, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা

ক'রেছে, তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনই নিরস্ত হ'ব না। দেখ দিকি সে কি পাষণ্ড! বিবাহের নাম ক'রে আপনার ঔরসজাত কন্যাকে কি না সে অনায়াসে অম্লানবদনে বলিদান দেবে!—এ অপেক্ষা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম আর কি হতে পারে? আবার তার উপর কি না আমাকে প্রতারণা? রাজকুমারি! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসি হস্তে এখনি আমি চ'ল্লেম, দেখি, তিনি কেমন ——(গমনোদ্যত।)

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—আমার কথা শুনুন—যাবেন না,—যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। কি! রাজকুমারি—তিনি আমার এই রূপ অবমাননা করবেন, আর আমি তাঁকে কিছু ব'লব না? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ ক'রেছি, তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হ'ল?—আমি তাঁর নিকট পুরস্কার স্বরূপ তোমা বই আর কিছুই প্রত্যাশা করি নি—তা দূরে থাক্, তিনি কি না স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুতার বন্ধন

সকলি ছিন্ন ক'রে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, যার পর নাই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন? আর, তুমিই মনে করে দেখ দিকি, আমি যদি আর একদিন পরে আসতেম, তা হ'লে কি হত? তা হ'লে তো আর তোমার সঙ্গে ইহ জন্মে দেখা হ'ত না।

সরোজিনী। (ক্রন্দন) হাঁ রাজকুমার! তা হ'লে আর আপনাকে এ জন্মে দেখতে পেতেম না।

বিজয়। বিবাহ-স্থলে আমাকে দেখ্‌তে পাবে মনে ক'রে তুমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'ত্তে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখ্‌তে পেতে না। তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার প্রতীক্ষা ক'ত্তে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত, তখন নিশ্চয় তুমি এই মনে ক'ত্তে যে, নিষ্ঠুর বিজয়সিংহই আমাকে প্রতারণা ক'রেছে—সেই আমার হন্তারক। এখন আমি সকল রাজপুতদিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে এক বার এই কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা ক'ল্লে? সেই রক্ত-পিপাসু পিশাচ জানুক্ যে, আমাকে প্রতারণা ক'ল্লে কি ফল হয়।

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ ব'ল্‌বেন না। তিনি কখনই রক্ত-পিপাসু পিশাচ নন, তিনি আমার স্নেহময় পিতা।

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর স্নেহের কথা ব'ল্‌চ?—এখনও তাঁকে তোমার পিতা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়? না—এখন আর তিনি তোমার স্নেহময় পিতা নন, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

সরোজিনী। না—রাজকুমার! এখনও তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভাল বাসি, তাঁকে আমি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি,—তিনিও আমাকে ভাল বাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার! তাঁকে কিছু ব'ল্‌বেন না। তাঁকে কোন রূঢ় কথা ব'ল্লে আমার হৃদয়ে যেন শত-শেল বিদ্ধ হয়।

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম, তাতে তোমার হৃদয়ে কি একটী শেলও বিদ্ধ হ'ল না? এই কি তোমার অনুরাগের পরিচয়?

সরোজিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমার! আমাকে কেন এরূপ নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌চেন? অনুরাগের পরিচয় কি এখনও পান নি? এখনও কি তার পরিচয়

দিতে হবে? হা!—আমার সম্মুখে আমার পিতার কত দুর্নাম ক'ল্লেন, তাঁকে কত তিরস্কার ক'ল্লেন, কত ভৎ'সনা ক'ল্লেন,—অন্য হলে যা আমি কখনই সহ্য কত্তেম না,—কিন্তু কুমার বিজয়সিংহের মুখ থেকে বেরুচ্চে ব'লে তাও আমি সহ্য ক'ল্লেম,—এতেও কি আমার অনুরাগের পরিচয় পান নি? আমি বলিদানের কথা যখন প্রথম শুন্‌লেম, তখন একটুও বিচলিত হই নি, কিন্তু যখন আমি শুনেছিলেম, আমার প্রতি আপনার অনুরাগ নেই, তখন আমি কতদূর কাতর হয়েছিলেম, তা কি আপনি জানেন না? তাতেও কি আমার অনুরাগের পরিচয় পান নি?

বিজয়। না—রাজকুমারি! আমি সে কথা বল্‌চিনে,—তুমি কেঁদ না। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই—যে ব্যক্তি এরূপ নিষ্ঠুর কাজ ক'ত্তে পারে, সে কি পিতা নামের যোগ্য?—যে আমাকে এইরূপ প্রতারণা ক'ল্লে, তাকে কি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি ভক্তি ক'ত্তে পারি?

সরোজিনী। রাজকুমার! এ কথা কতদূর সত্যি তা না জেনেই কি তাঁকে একেবারে দোষী করা উচিত? একে তো নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁর হৃদয় জর্জ্জরিত

হ'চ্চে, তাতে, আবার যদি তিনি জান্‌তে পারেন যে, আপনি তাঁকে অকারণে ঘৃণা করেন, তা হ'লে কি আর তাঁর দুঃখ রাখবার স্থান থাক্‌বে? রাজকুমার! আমি বল্‌চি, তিনি কখনই আপনাকে প্রতারণা করেন নি। বরং এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, লোকের কথায় হঠাৎ কখনই বিশ্বাস কর্‌বেন না।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!—রাজকুমারি! রামদাসের কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না?

(রাজমহিষী ও তাঁহার সহচরী
অমলার প্রবেশ।)

মহিষী। সর্ব্বনাশ হয়েছে!—সর্ব্বনাশ হয়েছে!—রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়; বিজয়সিংহ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচালে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না—মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সব অস্ত্রধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমায় মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত

এখনি সাক্ষাৎ কচ্চি—দেখি তারা আমাকে কেমন ক'রে আট্‌কায়। (অসি খুলিয়া গমনোদ্যত)

সরোজিনী। রাজকুমার! যাবেন না, যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। (ফিরিয়া আসিয়া) রাজকুমারি! আমাকে নিবারণ ক'র না—এরূপ অন্যায় অনুরোধ করা তোমার অনুচিত।

মহিষী। বাছা, তুই বলিস্ কি? তোর কি একটুও প্রাণের ভয় নেই? এখন কি অপেক্ষা কর্‌বার আর সময় আছে? (বিজয়সিংহের প্রতি) না বাছা তুমি এখনি যাও, ওর কথা শুনো না।

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—মা! আমার কথা শোন, রাজকুমারকে সেখানে কখনই যেতে দিও না। পিতার উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা বিপদ ঘ'ট্‌বে; আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর কথা কখনই সহ্য ক'ত্তে পার্‌বেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) রাজকুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব হ'লে আপনা

হ'লেই তিনি এখানে আস্‌বেন—এসে যখন দেখ্‌বেন, মা কাঁদ্‌চেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না ?

বিজয়। কি রাজকুমারি ! এখনও তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস ক'রে আছ ? (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি ! আপনি রাজকুমারীকে সুপরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারও মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য ব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করা বৃথা, আমি চল্লেম; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত।

মহিষী। যাও বাছা তুমি এখনি যাও—ও ছেলে মানুষের কথায় কান দিও না।

বিজয়সিংহ। দেবি ! আমি রাজকুমারীর জীবন রক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করিগে, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন—আপনার কোন ভয় নেই ; এ আপনি বেশ জান্‌বেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ দেবতারাও যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তাও ব্যর্থ হবে। আমি চল্লেম।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

সরোজিনী। মা ! তুমি কেন রাজকুমারকে

যেতে দিলে?—পিতাকে যদি তিনি কিছু বলেন, তা হ'লে——

মহিষী। আয় বাছা আয়, (যাইতে যাইতে) সে পাষণ্ডের কথা আর আমার কাছে ব'লিস্ নে।

সরোজিনী। কি—মা!—তুমিও তাঁকে পাষণ্ড ব'লচ?——

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির সন্নিহিত উদ্যান।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

মোনিয়া। সখি! তুমি যে তখন বল্‌ছিলে যে, সরোজিনীর শীঘ্রই একটা বিপদ হবে, তা দেখ্‌চি সত্যই ঘট্‌ল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুন্‌চি তার বলিদান হবে।

রোষেনারা। তুমি কি ভাই মনে ক'চ্চ, তার মৃত্যু ঘ'ট্‌বে? বলিদানের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সখি! এখনও বিশ্বাস নেই। যখন রাজমহিষী বৎস-হারা গাভীর মত বিহ্বলা হয়ে চীৎকার কত্তে থাক্‌বেন, যখন সরোজিনী আর্ত্তস্বরে কাঁদ্‌তে থাক্‌বে,—যখন বিজয়সিংহ ক্রোধে গর্জ্জন ক'ত্তে থাক্‌বেন, তখন কি ভাই, লক্ষ্মণসিংহের মন বিচলিত হবে না? না

সখি! বিধাতা সরোজিনীর কপালে, মৃত্যু লেখেন নি—সে আশা বৃথা। আমার কেবল যন্ত্রণাই সার—আর কারও অদৃষ্ট মন্দ নয়—কেবল বিধাতা আমাকেই হতভাগিনী করেছেন।

মোনিয়া। আচ্ছা ভাই,—সরোজিনী ম'লে তোমার লাভ কি?—তা হ'লে কি বিজয়সিংহের ভালবাসা পাবে মনে ক'চ্চ?

রোষেনারা। আর আমি এখন কারও ভালবাসা চাই নে—যাকে আমি হৃদয় মন সকলি দিয়েছিলেম, সে আমার পানে একবার ফিরেও চাইলে না। সখি! আর নয়—আমার ঘুমের ঘোর এখন ভেঙ্গেছে। কিন্তু তাই বলে সরোজিনীর সুখ কখনই আমার সহ্য হবে না। আমি তো তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম যে, হয় সে ম'র্‌বে—নয় আমি ম'র্‌ব,—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। সৈন্যদের মধ্যে যারা এখনও দৈববাণীর কথা শোনে নি, তাদের এখনি ব'লে দিই গে। এ কথা শুন্‌লে, তারা সরোজিনীর রক্তের জন্যে নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। আমাকে এখানে তো কেউ জানে না, আমার বেশ দেখ্‌লেও মুসলমানি ব'লে কেউ বুঝতে পার্‌বে না।

মোনিয়া। তা ক'রে ভাই কি দর্‌কার?

রোষেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝ না,—এতে আমাদের দেশেরও ভাল হবে। রাজপুত সৈন্যেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাদের মধ্যে বিজয়সিংহের মত না থাকে, তা হ'লে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগ্‌ড়া বেধে উঠ্‌বে,—কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে,—না হ'যে ওরা আপনা আপনিই কাটাকাটি ক'রে মর্‌বে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দি করে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ কথা মনে ক'ল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল।

(নেপথ্যে——পদশব্দ)——

মোনিয়া। সখি! কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি। বোধ ক'রি, কে আস্‌চে—এই যে রাজমহিষী এই দিকে আস্‌চেন। এখানে আর না,—এস ভাই, আমরা ঐ বাঘিনীর সমুখ থেকে পালাই।

রোষেনারা। হ্যাঁ, চল এখান থেকে যাওয়া যাক্।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান)

(রাজমহিষী ও অমলার প্রবেশ।)

রাজ্-ম। দেখ্‌লি তো অমলা,—আমার মেয়ের রকমটা দেখ্‌লি তো। কোথায় সে আপনার প্রাণের দায়ে কাঁদ্‌বে,—না সে কি 'না আরও উল্‌টে তার বাপের হয়ে কত কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। সে তাঁকে এত ভাল বাসে, আর তিনি কিনা কতক্ষণে তার গলায় ছুরি বসাবেন, এই চিন্তাতেই আছেন। আমি তাঁরই অপেক্ষায় এখানে আছি,—দেখি তিনি কতক্ষণে আসেন। এখনি তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা ক'ত্তে আস্‌বেন যে, সরোজিনীকে এখনও কেন মন্দিরের মধ্যে পাঠান হয় নি? তিনি মনে ক'চ্চেন, তাঁর মনের ভাব এখনও আমার কাছে গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারবেন!—এই যে তিনি আস্‌চেন—আমি যে ওঁর অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছি, এ কথা প্রথম প্রকাশ ক'র্‌ব না,—দেখি উনি আপনার মনের ভাব কতক্ষণ গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারেন।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মহিষি! এখানে কি ক'চ্চ? সরোজিনী

কোথায় ? তাকে যে বড় এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে ? আমি যে তাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বার বার লোক পাঠালেম, তা কি তোমার গ্রাহ্য হ'ল না ?—আমার আদেশের অবহেলা ? তুমি কি এই মনে ক'রেছ,—তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখন সেখানে পাঠিয়ে দেবে' না ?——চুপ্‌ ক'রে রইলে যে ?—উত্তর দাও।

মহিষী। সরোজিনী যাবার জন্যে তো প্রস্তুতই রয়েছে—একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনিই যাবে—তার জন্য চিন্তা কি ? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলার্দ্ধ বিলম্বও সহ্য হচ্চে না ?

লক্ষ্মণ। বিলম্ব কিসের ?——

মহিষী। বলি, আপনার উদ্যোগ ও যত্নে সকলই কি এঁর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে ?

লক্ষ্মণ। দেবি ! ভৈরবাচার্য্য প্রস্তুত হয়েছেন—বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি সকলি করেছি। যজ্ঞেরও সমস্ত আয়োজন—

মহিষী। যজ্ঞে যে বলিদান হবার কথা ছিল, তাও কি সব ঠিক্‌ হ'য়েছে ?

লক্ষ্মণ। কি!—বলিদান?—ও কথা যে জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—বলিদান হবে তোমায় কে বল্লে?——ও!—বলিদানের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ শত সহস্র ছাগের বলিদান হবে বটে।

মহিষী। শুধু কি ছাগের বলিদানেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

লক্ষ্মণ। সে কি?—ও কি কথা ব'ল্চ?—আবার কিসের বলিদান?

মহিষী। তবে সরোজিনীকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ? সরোজিনী?—তার বলিদান?—তোমায় কে বল্লে?

মহিষী। আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি, তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি? বলিদানের কথা কি আমি বল্‌চি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ?—নিয়ে যাবার প্রয়োজন—প্রয়োজন কি—তাই জিজ্ঞাসা কচ্চ?—ও!—তা—তা—

(সরোজিনীর প্রবেশ।)

মহিষী। এস বাছা, এস—তোমার জন্যেই মহারাজ প্রতীক্ষা কচ্চেন। তোমার বাপকে প্রণাম কর—এমন

বাপ তো আর কারও হবে না; উনি তোমাকে এমনি ভাল বাসেন যে, তোমায় হাড়কাটে নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এখানে এসেছেন। (ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। এ সব কি?—এ কিরূপ কথা? (সরোজিনীর প্রতি) বৎসে! তুমি কাঁদ্‌চ কেন?—একি! দুজনেই কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে?—হয়েছে কি বল না,—মহিষি!

মহিষী। কি হয়েছে যেন উনি কিছুই জানেন না। কি আশ্চর্য্য! এখনও আপনি গোপন ক'ত্তে চেষ্টা কচ্চেন?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) রামদাস!——হতভাগা রামদাস! তুই দেখ্‌ছি সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছিস্‌—তুই আমার সর্ব্বনাশ করেচিস্‌।

মহিষী। চুপ ক'রে রইলেন যে?

লক্ষ্মণ। হা! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি ব্যাকুল হবেন না, আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, তাই আমি এখনি পালন কর্‌ব। আপনা হতেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন, এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি; আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছে ফিরে নিতে

পারেন,—আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। পিতঃ! আপনি একটুও চিন্তা কর্‌বেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌ব না—আমার শরীরের যে রক্ত, তাও আপনারই—এখনি তা ফিরে নিন।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! এঁর প্রত্যেক কথা যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদ কচ্চে।—আর সহ্য হয় না। না,—দেবী চতুর্ভুজার কথা আমি কখনই শুন্‌ব না—ভৈরবাচার্য্য, রণধীর—কারও কথা শুন্‌ব না—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আমার যে সকল মনের সাধ ছিল, যে সকল সুখের আশা ছিল, তা এ জীবনে আর পূর্ণ হল না সত্যি, কিন্তু তার জন্যে আমি তত ভাবি নে; আমার অবর্ত্তমানে আমার মা যে কত শোক পাবেন, মাকে যে আর আমি জন্মের মত দেখ্‌তে পাব না, এই মনে করেই আমার——— (ক্রন্দন)

মহিষী। (সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক) বাছা! ও কথা আর বলিস্‌নে, আমার আর সহ্য হয় না; বাছা তুই আমাকে ছেড়ে কখনই যেতে পার্‌বি নে, তোর

পাষণ্ড পিতার সাধ্য নেই যে সে আমার কাছ থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মণ। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আমি জান্‌তেম না যে বিধাতা এর মধ্যেই আমার জীবন শেষ কর্‌বেন; যে অসি যবনদের জন্যে শাণিত হ'চ্ছিল, আমার উপরেই যে তার প্রথম পরীক্ষা হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। পিতঃ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বল্‌চি নে— আমি ভীরুতা প্রকাশ ক'রে কখনই বাপ্‌পারাওর বংশে কলঙ্ক দেব না; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে—আমার দেশের কাজে আসে, তা হলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু পিতঃ! (সরোদনে) যদি না জেনে শুনে আপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'য়ে থাকি, আর সেই জন্যেই যদি আমার এই দণ্ড হয়, তা হ'লে মার্জ্জনা চাই——

মহিষী। বাছা! তোকে আমি কখনই ছাড়্‌ব না— আমার প্রাণ-বধ না ক'রে তোকে কখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ কি বিষম শঙ্কট! একদিকে

স্নেহ-মমতা, আর একদিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি ক'রে নিরস্ত হই ? আর তা হ'লে রণধীরের কাছেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব ? সৈন্যগণই বা কি বল্‌বে ? রাজত্বই বা কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব ?

সরোজিনী। পিতঃ ! আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি ?

লক্ষ্মণ। হা—বৎসে !—তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন গুরুতর পাপ ক'রেছিলেম, তাই দেবী চতুর্ভুজা আমাকে এই কঠোর শাস্তি দিচ্চেন। নচেৎ কেন তিনি এই রূপ বলি প্রার্থনা ক'র্‌বেন ? বৎসে ! তিনি দৈববাণী ক'রেছেন যে, তোমাকে তাঁর চরণে উৎসর্গ না ক'ল্লে চিতোরপুরী কখনই রক্ষা হবে না। তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এর জন্য, আমার প্রধান সেনাপতি রণধীরসিংহের সঙ্গে কত বিরোধ করেছি। প্রথমে আমি কিছুতেই সম্মত হই নি ; এমন কি, আমার পূর্ব্ব আদেশের অন্যথা ক'রেও, সেনাপতিদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, যাতে তোমাদের এখানে আসা না ঘটে

এই জন্য রামদাসকে পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু দৈবের নিবন্ধন কে খণ্ডন কত্তে পারে? রামদাসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'ল না—তোমরাও এসে উপস্থিত হলে। বৎসে! দৈবের সঙ্গে বিরোধ ক'রে কে জয়লাভ ক'ত্তে পারে? তোমার হতভাগ্য পিতা তোমাকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা কল্লে, কিন্তু দৈববলে তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন যদি আমি দৈববাণী অবহেলা করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে? রণোন্মত্ত, যবন-দ্বেষী, রাজপুত-সেনাপতিগণ আমাকে এখনি অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড ক'রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাজকুমারকে রাজত্বে বরণ করবে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তো সেই অবসর খুঁজ্‌চে। বৎসে! আর কোন আপত্তি ক'র না—তোমার আসন্ন বিপদ নিশ্চয় জেনে, মনকে দৃঢ় কর।

মহিষী। মহারাজ! আপনি পিতা হয়ে এইরূপ কথা ব'ল্‌তে পাল্লেন?—আপনার হৃদয় কি একেবারেই পাষাণ হ'য়ে গেছে?—আপনার কি দয়া মায়া কিছুই নেই? ওঃ!——

সরোজিনী। পিতঃ! আপনার অনিষ্ট প্রাণ থাকৃতে কখনই আমি দেখ্‌তে পারব না—আমার জীবন রক্ষা

ক'রে যে আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত ক'র্‌ব, তা আপনি কখনই মনে ক'র্‌বেন না; (মহিষীর প্রতি) মা! তুমি পিতাকে তিরস্কার ক'র না—ওঁর দোষ কি? যখন দেবী চতুর্ভুজা এই রূপ আদেশ ক'রেছেন, তখন উনি——

মহিষী। বাছা! তুইও ঐ কথায় মত দিচ্চিস্‌? দেবী চতুর্ভুজা কি এরূপ আদেশ ক'রেছেন?—কখনই না। ওঁর সেনাপতিরাই ওঁকে এই পরামর্শ দিয়েছে,—আর পাছে ওঁর রাজ্য তারা কেড়ে ন্যায়, এই ভয়েই উনি এখন কাঁপ্‌চেন।

লক্ষ্মণ। দেখ বৎসে! কোন্‌ বংশে তোমার জন্ম, এই সময়ে তার পরিচয় দেও; যে দেবতারা নির্দ্দয় হয়ে তোমার মৃত্যু আদেশ করেছেন, অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁদের লজ্জা দেও; যে রাজপুতগণ তোমার বলিদানের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছে, তারাও জানুক্‌ যে বাপ্‌পারাওর বীর-রক্ত তোমারও শিরে বহমান আছে।

মহিষী। মহারাজ! আপনি এই নিষ্ঠুর আচরণে সেই পরমপূজনীয় বাপপারাও-বংশের উপযুক্ত পরি-

চয়ই দিচ্চেন বটে! দুহিতা-ঘাতী পাষণ্ড! তোমার আর কিছুই বাকি নেই—তোমার আর কিছুই অসাধ্য নেই,—এখন কেবল আমাকে বধ ক'ল্লেই তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নৃশংস! নিষ্ঠুর! এই কি তোমার শুভ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান? এই কি সেই বিবাহের উদ্যোগ?—কি! যখন তুমি আমার বাছাকে যমের হাতে সমর্পণ কর্‌বে মনে ক'রে, মিথ্যা বিবাহের কথা আমায় লিখেছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি? লেখনী কি একটুও কাঁপেনি? কেমন ক'রে তুমি আমায় এইরূপ মিথ্যা কথা লিখ্‌তে পাল্লে?—আশ্চর্য্য!—এখন আর আমি তোমার কথায় ভুলি নে। এই মাত্র তুমি না ব'ল্লে যে, ওকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছ, অনেকের সহিত বিবাদ করেছ?—বিবাদ তো কেমন! বিবাদ ক'রে, যুদ্ধ ক'রে, নাকি রক্তধারায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছ!—মৃতশরীরে নাকি রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হ'য়ে গেছে! আবার কি না ব'ল্‌ছিলে, যদি তুমি দৈববাণী অবহেলা কর, তা হ'লে তোমার প্রতি-দ্বন্দ্বীরা অবসর পেয়ে তোমার সিংহাসন কেড়ে নেবে—ধিক্‌ তোমায়! ও কথা বল্‌তে কি তোমার একটুও লজ্জা

হ'ল না ? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড় হল ? কি আশ্চর্য্য ! পিতা যে আপনার নির্দোষী কন্যাকে বধ করে, এ তো আমি কখনই শুনি নি ; তুমি কোন্ প্রাণে যে এ কাজ কর্‌বে, তাতো আমি একবারও মনেও আন্‌তে পাচ্চি নে।—ধিক্‌ ! ধিক্‌ ! তোমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়েছি। কি ! তোমার চোখের সাম্‌নে তোমার কন্যার বলিদান হবে—আর তুমি কিনা তাই অম্লান-বদনে দেখ্‌বে ? তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না ? আর, আমি কোথায় তার বিবাহ দিতে এসেছিলেম, না এখন কিনা তাকে বলি দিয়ে—সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে ফিরে যাব ? না মহারাজ ! সরোজিনীকে আমি তার পিতার হাতেই সমর্পণ করেছিলেম—যমের হাতে দিই নি। যদি তাকে বলি দিতে চান, তবে আগে আমায় বলি দিন। আপনি আমাকে হাজার ভয় দেখান, হাজার যন্ত্রণা দিন, আমি কখনই বাছাকে ছেড়ে দেব না ; আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে না ফেল্লে কখনই ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বেন না।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি ! আমাকে তিরস্কার করা বৃথা।

বিধাতার নিবন্ধন খণ্ডন করে এমন কারও সাধ্য নাই। ঘটনা-স্রোত এখন এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছে, যে আর আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে। বাধা দিলেও কোন ফল হবে না। এখনি হয় তো উন্মত্ত সৈন্যেরা এসে বলপূর্ব্বক——

মহিষী। নিষ্ঠুর স্বামিন্! সরোজিনীর পাষণ্ড পিতা! এস দেখি কেমন তুমি সিংহিনীর কাছ থেকে শাবককে কেড়ে নিয়ে যেতে পার? তোমার একলার কর্ম্ম নয়, ডাক—তোমার উন্মত্ত সৈন্যদের ডাক—তোমার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদের ডাক—দেখি তাদেরও কতদূর সাধ্য!—যদি তোমার ন্যায় তাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন না হয়, তা হলে শোক-বিহ্বলা জননীর ক্রন্দনে নিশ্চয় তাদেরও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার সঙ্গে আয়—দেখি, কে আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যায়!

সরোজিনী। মা! পিতাকে কেন তিরস্কার ক'চ্চ? ওঁর কি দোষ?

মহিষী। আয় বাছা আয়, উনি আর এখন তোর পিতা নন। (সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক রাজমহিষীর প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। ঐ সিংহিনীর তীব্র ভর্ৎসনা ও হৃদয়-বিদারক আর্ত্ত-নাদই আমি এতক্ষণ ভয় কচ্ছিলেম। আমি তো একেই উন্মত্ত-প্রায় হয়েছি, তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনা ও সরোজিনীর অটল ভক্তি;—ওঃ——আর সহ্য হয় না—মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কঠোর আদেশ প্রদান ক'রে এখনও কেন আমাতে পিতার কোমল হৃদয় রেখেছ? আমা দ্বারা যদি তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবার ইচ্ছা থাকে—তা হলে এরূপ হৃদয়-আমার দেহ হ'তে এখনি উৎপাটিত,—উন্মূলিত ক'রে ফ্যাল।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। মহারাজ! আজ একটী অদ্ভুত জনশ্রুতি আমার কর্ণ-গোচর হ'ল। সে কথা এত ভয়ানক যে তা ব'লতেও আমার আপাদ-মস্তক কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ছে। আপনার অনুমতিক্রমে—আজ নাকি—সরোজিনীর—বলিদান হ'বে? আপনি নাকি আজ স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়ে বলিদানের জন্য ভৈরবাচার্য্যের হস্তে তাকে সমর্পণ কত্তে যাচ্চেন? আমার সহিত বিবাহ হবে এই ছল ক'রে না কি আজ তাকে

মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাবেন ?—এ কথা কি সত্য ?—এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য কি ?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ ! আমার কি সংকল্প—আমার কি মনোগত অভিপ্রায়, তা আমি সকল সময় সকলের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমার আদেশ কি, সরোজিনী এখনও তা জানে না ; যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে, তখন আমি তাকে জ্ঞাপন করব ; তখন তুমিও জান্‌তে পারবে, সমস্ত সৈন্যগণও জান্‌তে পার্‌বে।

বিজয়। আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, তা আমার জান্‌তে বড় বাকি নাই।

লক্ষ্মণ। যদি জান্‌তেই পেরেছ, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চ ?

বিজয়। কেন আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি ?—আপনি কি মনে করেন, আপনার এই জঘন্য সঙ্কল্পের অনুমোদন ক'রে, আমার চক্ষের উপর সরোজিনীকে আমি বলি দিতে দেব ? না—তা কখনই মনে কর্‌বেন না। আপনি বেশ জান্‌বেন, আমার অনুরাগ—আমার প্রেম, অক্ষয় কবচ হয়ে তাকে চিরদিন রক্ষা কর্‌বে।

লক্ষ্মণ। দেখ, বিজয়! তোমার কথার ভাবে বোধ হ'চ্চে, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা ক'চ্চ—জান কার সঙ্গে তুমি কথা ক'চ্চ?

বিজয়। আপনি জানেন কার প্রাণ বধ কত্তে আপনি উদ্যত হয়েছেন?

লক্ষ্মণ। আমার পরিবারের মধ্যে কি হ'চ্চে না হ'চ্চে, তাতে তোমার হস্তক্ষেপ কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্যার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার কোন অধিকার নাই।

বিজয়। না মহারাজ, এখন আর সরোজিনী আপনার নয়। আপনি যখন তার প্রতি এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার ক'ত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন—সন্তানের উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার—তা হ'তে আপনি বিচ্যুত হয়েছেন। এখন সরোজিনী আমার। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত থাক্‌বে, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে আপনি তাকে কখনই বিচ্ছিন্ন কত্তে পার্‌বেন না। আপনার স্মরণ হয়, আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন ব'লে আপনি

প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—এখন সেই অঙ্গীকার-সূত্রেই, সরোজিনীর প্রতি আমার ন্যায্য অধিকার। রাজমহিষীও কিছু পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের হস্ত একত্র সম্মিলিত ক'রে দিয়েছিলেন—আর আপনিও তো আমার সহিত বিবাহের নাম ক'রে ছল পূর্ব্বক তাকে এখানে আহ্বান করেছেন। সে যাই হোক্, কেন আপনি এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলুন দিকি ?

লক্ষ্মণ। যে দেবতা সরোজিনীর প্রার্থী হয়েছেন, তুমি সেই দেবতাকে ভৎর্সনা কর—ভৈরবাচার্য্যকে ভৎর্সনা কর—রণধীরসিংহকে ভৎর্সনা কর—সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীকে ভৎর্সনা কর, অবশেষে তুমি আপনাকে ভৎর্সনা কর।

বিজয়। কি!—আমি!—আমিও ভৎর্সনার পাত্র ?

লক্ষ্মণ। হাঁ, তুমিও। তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ। আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নাই, তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত কল্লে—তা কি তোমার মনে নাই ? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে "মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ?" সরোজিনীর রক্ষার জন্য আমি একটী

পথ খুলে দিয়েছিলেম, কিন্তু তুমি সে পথে গেলে না—মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হ'লে না—সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পথ রোধ ক'ত্তে আমি তখন কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌লে না,—এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর গে—এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে।

বিজয়। ওঃ! কি ভয়ানক কথা আমাকে শুন্‌তে হ'চ্চে! শুদ্ধ অত্যাচার নয়—অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলেম? আর শুন্‌লেও কি তাতে আমি অনুমোদন ক'ত্তেম?—কখনই না। আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্য অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই ব'লে এক জন নির্দ্দোষী অবলার প্রাণবধে আমি কখনই সম্মত হ'তে পারিনে। আর, দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ ক'র্‌বেন, তাও আমি কখন বিশ্বাস ক'ত্তে পারিনে। যে, এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা ক'রে,—সেই দেব-নিন্দুকের কথা আমি শুনি নে।

লক্ষ্মণ। কি! তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা যে, তুমি আমাকে দেব-নিন্দুক বল? তুমি যাও—আমি তোমাকে চাই নে,—যাও—তোমার দেশে তুমি ফিরে যাও—তুমি যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আমার কাছে বদ্ধ ছিলে, তা হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম; তোমার মত সহায় আমি অনেক পাব, অনেকেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হবে; তুমি যে আমাকে অবজ্ঞা কর, তা তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। যাও!—আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হও। যে সমস্ত বন্ধনে তুমি এতদিন আমার সহিত বদ্ধ ছিলে, আজ হ'তে সে সমস্ত বন্ধন আমি ছিন্ন ক'রে দিলেম—যাও।

বিজয়। যে বন্ধন এখনও আমার ক্রোধকে রোধ ক'রে রেখেছে, আপনি অগ্রে তাকে ধন্যবাদ দিন। সেই বন্ধনের বলেই আপনি এবার রক্ষা পেলেন। আপনি সরোজিনীর পিতা, এই জন্যই আপনার মর্য্যাদা রাখ্‌লেম; নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হ'লেও আমার এই অসি হ'তে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন না। আর, আমি আপনাকে এই কথা ব'লে যাচ্চি যে,—সরোজিনীর জীবন আমি রক্ষা কর্‌বই—আমার বিন্দুমাত্র শোণিত

থাক্‌তে,—আপনি কি আপনার সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী একত্র হ'লেও, সরোজিনীর প্রাণ-বিনাশে কখনই সমর্থ হবে না।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা!—বিধাতা দেখ্‌ছি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ হয়েছেন। সকল ঘটনাই সরোজিনীর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্চে। আমি কোথায় ভাব্‌ছিলেম যে, এখনও যদি কোন উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারি;—না—আবার কি না একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হ'ল। বিজয়-সিংহের গর্ব্বিত স্পর্দ্ধা-বাক্যে সরোজিনীর মৃত্যু অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌ল। এখন যদি স্নেহবশতঃ সরোজিনীর বলিদান নিবারণ করি, তা হ'লে বিজয়-সিংহ মনে ক'র্‌বে, আমি তার ভয়ে এরূপ কাজ ক'ল্লেম—না,—তা কখনই হবে না। কে আছে ওখানে?—প্রহরী!—

(প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রবেশ।)

সুরদাস। মহারাজ!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আমি কি ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি! এই নিষ্ঠুর আদেশ এদের এখন কি ক'রে দিই?—বাতুলবৎ আপনার পদে আপনিই যে আমি

কুঠারাঘাত ক'চ্চি!—সে নির্দ্দোষী সরলা বালার কি দোষ?—বিজয়-সিংহই আমাকে ভয় প্রদর্শন ক'চ্চে, বিজয়-সিংহই আমাকে অবজ্ঞা ক'চ্চে, সরোজিনীর প্রতি আমি কেমন ক'রে নির্দ্দয় হব?—না—তা আমি কখনই পার্'ব না, দেবী-বাক্য আমি কখনই শুন্‌ব না; এতে আমার যা হবার তাই হবে।—কিন্তু কি!—আমার মর্য্যাদার প্রতি কি আমি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত ক'র্‌ব না? বিজয়-সিংহের প্রতিজ্ঞাই কি রক্ষা হবে? সে তা হ'লে নিশ্চয় মনে কর্‌বে, আমি তার ভয়েই এরূপ ক'চ্চি, তা হ'লে তার স্পর্দ্ধার আর ইয়ত্তা থাক্‌বে না।—আচ্ছা,—আর কোন উপায়ে কি তার দর্প চূর্ণ হ'তে পারে না? সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসে; বিজয়-সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্য যদি আর কোন পাত্র মনোনীত করি, তা হ'লেই তো তার সমুচিত শাস্তি হ'তে পারে। হাঁ—সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) সুরদাস! তুমি রাজমহিষী ও সরোজিনীকে এখানে নিয়ে এস; তাঁদের বল যে, আর কোন ভয় নাই।

সুরদাস। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি কি আমার কন্যার রক্তের জন্য নিতান্তই লালায়িত হয়েছ?—তা যদি হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার সাধ্য নাই যে, আমি তাকে রক্ষা করি—কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, তাকে রক্ষা করে; যাই হোক্, আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।

(রাজমহিষী, সরোজিনী, মোনিয়া, রোষেনারা, রামদাস, সুরদাস ও প্রহরীগণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। (মহিষীর প্রতি) এই লও দেবি! সরোজিনীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম; ওকে নিয়ে এই দয়া-শূন্য কঠোর স্থান হ'তে এখনি পলায়ন কর। কিন্তু দেখ দেবি! এর পরিবর্ত্তে আমার একটী কথা তোমায় শুন্‌তে হবে। সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়-সিংহের কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না, সে আজ আমার অবমাননা ক'রেছে। (সরোজিনীর প্রতি) দেখ বৎসে! তুমি যদি আমার কন্যা হও, তা হ'লে বিজয়-সিংহকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! আমি যা ভয় ক'চ্ছি-লেম, তাই দেখ্‌ছি ঘ'ট্‌ল।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি! রামদাস, সুরদাস ও এই প্রহরীগণ তোমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু দেখ, এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়। অতি গোপনে ও অবিলম্বে এখান হ'তে প্রস্থান কর। রণধীর-সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য যেন এ কথা কিছুমাত্র জান্‌তে না পারে; আর দেখ মহিষি! সরোজিনীকে বেশ ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্যেরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্চ—পলাও, পলাও, আর বিলম্ব ক'র না—রক্ষকগণ! মহিষীর অনুগামী হও।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

মহিষী। মহারাজ! আপনার এই আদেশে পুনর্ব্বার আমার দেহে যেন প্রাণ এল। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা! আমরা এখান থেকে এখনি পলায়ন করি।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! এখন আর আমার বেঁচে থেকে সুখ কি? যাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিস্মৃত

হ'তে পারিনে, তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হ'তে পিতা আমায় আদেশ ক'চ্চেন! এখন প্রাণ থাক্‌তে কি ক'রে তাঁকে বিস্মৃত হই? পিতৃ-আজ্ঞাই বা কি ক'রে পালন ক'রি? আবার দেবী চতুর্ভুজা আমার জীবন চাচ্চেন, আমার বলিদানের উপর চিতোরের কল্যাণ নির্ভর ক'চ্চে, এ জেনে শুনেও বা কি ক'রে এখান থেকে পলায়ন করি? আমার বলিদান হ'লেই এখন সকল দিক্ রক্ষা হয়,—কিন্তু পিতা সে পথও বন্ধ ক'রে দিচ্চেন। হা!——

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য না টের পেতে পেতে তোমরা পলায়ন কর, আমি তার কাছে গিয়ে যাতে আজ্‌কের দিন যজ্ঞ বন্ধ থাকে তার প্রস্তাব করি, তা হ'লে তোমরাও পলাতে বেশ অবসর পাবে।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনিই তো তখন ব'ল্‌ছিলেন যে, আমাকে বলি দেবার জন্যে দেবী চতুর্ভুজা আদেশ ক'রেছেন, এখন তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'ল্লে কি মঙ্গল হবে?

মহিষী। আয় বাছা আয়, তোর আর সে সব ভাব্‌তে হবে না।

লক্ষ্মণ। বৎসে! তোমার কিসে মঙ্গল, আর কিসে অমঙ্গল, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিষী। আয় বাছা—আয়—আর বিলম্ব করিস্ নে।

(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক মহিষীর প্রস্থান—
রোষেনারা মোনিয়া ও রক্ষকগণ প্রভৃতির প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! বিনীত-ভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা কচ্চি, তুমি ওদের নিষ্কৃতি দাও—আর ওদের এখানে ফিরিয়ে এন না, আমি অন্য কোন উৎকৃষ্ট বলি দিয়ে তোমার তুষ্টি সাধন ক'র্ব। তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ক'র না।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-সমীপস্থ গ্রাম্য পথ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ)

রোষেনারা। আমার সঙ্গে আয় মোনিয়া—উদিকে—আমাদের পথ নয়।

মোনিয়া। সখি! আমাদের এখানে থেকে আর কি হবে? চল না—আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।

রোষেনারা। না ভাই! আমাদের একটু অপেক্ষা ক'ত্তে হবে, আমার এখন এই প্রতিজ্ঞা, হয় আমি মর্‌ব, নয় সরোজিনী মর্‌বে। আয় ভাই, ওদের পালাবার কথা ভৈরবাচার্য্যের কাছে প্রকাশ ক'রে দিই গে। এই যে! ভৈরবাচার্য্যই যে এই দিকে আস্‌চেন—তবে বেশ সুবিধে হ'ল।

(ভৈরবাচার্য্য নামধারী মহম্মদ আলির ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

মহম্মদ। সরোজিনীকে এখনও যে মহারাজ মন্দিরে পাঠিয়ে দিচ্চেন না, তার মানে কি?

রণধীর। তাই তো মহাশয়, আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে! তবে বুঝি মহারাজের আবার মন ফিরে গেছে। তিনি যে রূপ অস্থির-চিত্ত লোক, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। ভাল, ঐ স্ত্রীলোক দুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ দিকি, ওরা বোধ হয় রাজকুমারীর সহচরী হবে। ওগো! তোমরা কি মহারাজের অন্তঃপুরে থাক?

রোষেনারা। হাঁ মহাশয়!—আমরা রাজকুমারীর সহচরী।

রণধীর। তোমরা বাছা বল্‌তে পার, রাজকুমারী এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরে আস্‌চেন না কেন?

রোষেনারা। তাঁরা যে এই মাত্র চিতোরে যাত্রা ক'ল্লেন।

রণধীর। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি?

মহম্মদ। অ্যাঁ?—তাঁরা চ'লে গেছেন?

রণধীর। তুমি ঠিক্ ব'ল্‌ছ বাছা?

রোষেনারা। আমি ঠিক বল্‌ছি নে তো কি; এই মাত্র যে তাঁরা রওনা হয়েছেন, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গেছেন, এখনও বোধ হয়, বন ছাড়াতে পারেন নি।

রণধীর। তবে দেখ্‌ছি মহারাজ আমাদের প্রতারণা করেছেন; আর আমি তাঁর কথা শুনি নে; দেশের স্বার্থ আগে আমাদের দেখ্‌তে হবে; তিনি যখন সেই স্বার্থের বিপরীত কাজ ক'চ্চেন, তখন তাঁকে আর রাজা ব'লে মান্‌তে পারিনে।—আসুন, মহাশয়! আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে এখনি ব'লে দিই যে, তারা তাঁদের গতি-রোধ করে।

মহম্মদ। (রোষেনারার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করত স্বগত) এ স্ত্রীলোকটী কে? কিছু কিছু যেন তার মতন আদল

আস্‌চে না? কিন্তু তা কি কখন সম্ভব—ও হ'ল হিন্দু—

রণধীর। মহাশয়! আপনি ওদিকে কেন তাকিয়ে রয়েছেন?—কি ভাব্‌চেন?—চলুন, এখন অন্য কোন চিন্তার সময় নয়; চলুন——

মহম্মদ। এই যে যাই।—আপনি অগ্রসর হোন্ না। (যাইতে যাইতে পশ্চাতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) সেই চিহ্নটা যদি থাকে——

(রণধীর ও মহম্মদের প্রস্থান।)

রোষেনারা। সখি! আমার কাজ তো শেষ হ'ল—এখন দেখা যাক্, বিধাতা কি করেন।

মোনিয়া। দেখ্ ভাই রোষেনারা! তোর পানে ঐ পুরুত মিন্‌সে এত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল কেন বল্ দিকি?

রোষেনারা। বোধ করি, আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমি সত্যি রাজকুমারীর সহচরী কি না তাই বোধ হয় ঠাউরে দেখ্‌ছিল।

মোনিয়া। হ্যাঁ ভাই—তাই হবে। আমরা যে মুসলমানী, তা তো আর আমাদের গায়ে লেখা নেই যে ওরা

টের পাবে। এখানে বিজয়-সিংহ, আর হদ্দ তার দুই চার জন সেনাই যা আমাদের চেনে, আর তো কেউ চেনে না।

নেপথ্যে।———বলবন্তসিংহ! তুমি দক্ষিণ দিকে যাও—বীরবল! তুমি উত্তরে—আর তোমরা পূর্ব্ব-পশ্চিম রক্ষা কর—দেখ, যেন কিছুতেই তারা পালাতে না পারে, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ! সেনা-নায়ক-গণ! সকলে সতর্ক হও।

রোষেনারা। ঐ দ্যাখ,—সৈন্যরা চারি দিকে ছুটেছে,—আয় ভাই, আমরা এখন এখান থেকে যাই।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-সমীপস্থ বন।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

রাজমহিষী। সুরদাস! সরোজিনী, রামদাস ওরা কি শীঘ্র বন ছাড়াতে পারবে?

সুরদাস। দেবি! তাঁরা যে পথ দিয়ে গেছেন, তাতে বোধ হয় এতক্ষণ বন ছাড়িয়েছেন। দুই দল পৃথক্ হ'য়ে যাওয়াতে পালাবার বেশ সুবিধা হয়েছে। আর বিশেষ, রাজকুমারী যে গুপ্ত পথ দিয়ে গেছেন, তাতে ধরা পড়্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই।

মহিষী। (স্বগত) আহা, বাছা এই কাঁটা বন দিয়ে অত পথ কি ক'রে হেঁটে যাবে? আমাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমি হ'চ্চি সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বরী—আমায় কিনা এখন চোরের মতন বন বাদাড় দিয়ে যেতে হ'চ্চে! যাই হোক এখন যদি আমার সরোজিনী রক্ষা পায় তা হ'লেই সকল কষ্ট সার্থক হবে।

(নেপথ্যে——এই দিকে—এই দিকে)——

(প্রকাশ্যে) ঐ—কিসের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি—সুরদাস! সতর্ক হও! বোধ করি, সৈন্যগণ আমাদের ধ'ত্তে আস্‌চে;——এ কি! আমাদের চারি দিক্ যে একেবারে ঘিরে ফেলেছে,—কি হবে?

(চারিদিক্ বেষ্টন করত উলঙ্গ অসি হস্তে সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সেনা-নায়ক। রাজমহিষি!—মেওয়ারের অধীশ্বরি!—জননি!—আমাদের সেনাপতি রণধীর-সিংহের

আদেশক্রমে আমরা আপনার পথ-রোধ ক’ত্তে বাধ্য হলেম।

মহিষী। কি! রণধীর-সিংহের আদেশ ক্রমে?—রণধীর-সিংহ, যে আমাদের অধীনস্থ করপ্রদ এক জন ক্ষুদ্র রাজা, তার আদেশ-ক্রমে?

সেনা-নায়ক। রাজমহিষি! আমরা এখন তাঁরই অব্যবহিত অধীন, তিনি আমাদের সেনাপতি।

মহিষী। আমি মনে ক’রেছিলেম, মহারাজের আদেশ; রণধীর-সিংহের আদেশ আজ আমাকে পালন ক’ত্তে হবে?—পথ খুলে দাও, আমি যাব—পথ খুলে দাও, আমি বল্‌চি।

সেনা-নায়ক। দেবি! মার্জ্জনা ক’র্‌বেন, আমাদের আদেশ নাই।

মহিষী। আদেশ নাই?—কার আদেশ নাই? মেওয়ারের অধীশ্বরী আদেশ ক’চ্চেন, তোমরা পথ খুলে দাও।

সেনা-নায়ক। দেবি! আমাদের মার্জনা ক’র্‌বেন।

মহিষী। কি!—সুরদাস্‌! রক্ষকগণ! তোম্‌রা থাক্‌তে আমার এই অবমাননা?

সুরদাস। মহাশয়! রাজমহিষীর আদেশ শুন্‌ছেন না? পথ পরিষ্কার করুন—নচেৎ—

সেনা-নায়ক। আপনি চুপ্‌ করুন না মহাশয়।

মহিষী। সুরদাস!—ভীরু!—এখনও তুমি সহ্য ক'রে আছ? তোমার তলবার কি কোষের মধ্যে বদ্ধ থাক্‌বার জন্যই হয়েছে?

সুরদাস। দেবি! শুদ্ধ আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেম। রক্ষকগণ! পথ পরিষ্কার কর।

(নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক।

—•◎•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-সমীপস্থ বনের অপর প্রান্ত।

(সরোজিনী ও অমলার প্রবেশ।)

সরো। না অমলা, আমাকে আর তুমি বাধা দিও না—আমার রক্ত না দিলে আর কিছুতেই দেবীর ক্রোধ শান্তি হবে না। দেবতাদের বঞ্চনা ক'র্ত্তে গিয়ে দেখ আমরা কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। দেখ আমাদের গতি রোধ কর্‌বার জন্য সৈন্যরা এই বনের চারিদিক্ ঘিরে ফেলেছে। এখন আর পালাবার কোন উপায় নেই। আমি এখন মন্দিরেই যাই। দেখ অমলা—আমি যে সেখানে যাচ্চি, মা যেন তা কিছুতেই টের না পান। পিতা যে আমাকে আবার মন্দিরে যাবার জন্যে ব'লে পাঠিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি শুন্‌তে না পান—তা শুন্‌লে তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন।

অমলা। মা রাজকুমারি! তোমার মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। মহারাজ তো এখন পাগলের মত হয়েছেন, একবার পালাতে ব'ল্‌ছেন, আবার ডেকে পাঠাচ্চেন, তাঁর কথা কি এখন শুন্‌তে আছে? এখন এখান থেকে পালাতে পাল্লেই ভাল, তুমি সেখানে যেওনা—কেন বল দিকি আমাদের দুঃখ দেও—ম'ত্তে কি তোমার এতই সাধ?

সরোজিনী। পিতা আমাকে আর একটী যে আদেশ ক'রেছেন, তা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়; দেখ্ অমলা আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নেই।

অমলা। রাজকুমারি। মহারাজ আবার কি আদেশ করেছেন?

সরোজিনী। কুমার বিজয়-সিংহের সঙ্গে বোধ হয় পিতার কি একটা মনান্তর উপস্থিত হয়েছে; রাজকুমারের উপর তাঁর এখন বিষ-দৃষ্টি। আর, পিতা আমাকেও এইরূপ আদেশ ক'রেছেন, যেন আমিও তাঁকে জন্মের মত বিস্মৃত হই। অমলা, দেখ দিকি এর চাইতে কি আমার মরণ ভাল না? (ক্রন্দন) আমি বেঁচে থাক্‌তে কুমার বিজয়-সিংহকে কখনই বিস্মৃত হ'তে

পার্‌ব না। আমি রাম-দাসকে কত বারণ কল্লেম, কিন্তু সে কিছুতেই শুন্‌লে না,—সে আমার বলিদান রহিত কর্‌বার জন্যে আবার পিতার কাছে গেছে;—কিন্তু দেখ অমলা আমার বাঁচ্‌তে আর সাধ নেই, এখন আমার মরণ হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হয়।

অমলা। ওমা! কি সর্ব্বনাশের কথা! এত দূর হয়েছে তাতো আমি জানি নে।

সরোজিনী। দেখ্‌ অমলা! দেবতারা সদয় হয়েই আমার মৃত্যু আদেশ ক'রেছেন—এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি আমার উপর তাঁদের কত কৃপা!——ও কে আস্‌চে? একি! কুমার বিজয়-সিংহই যে এইদিকে আস্‌চেন!

অমলা। রাজকুমারি! আমি তবে এখন যাই।

(অমলার প্রস্থান।)

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। রাজকুমারি! এস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস, এই বনের চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক একত্র হয়ে উন্মত্তবৎ চীৎকার ক'চ্চে—তাদের চীৎকারে কিছুমাত্র

ভীত হ'য়ো না। আমার এই ভীষণ অসির আঘাতে লোকের জনতা ভঙ্গ হয়ে এখনি পথ পরিষ্কৃত হবে। যে সকল সৈন্য আমার অধীন, তারা এখনি আমার সঙ্গে যোগ দেবে। দেখি, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে? কি, রাজকুমারি! তুমি যে চুপ্ ক'রে রয়েছ? তোমার চোক্ দিয়ে জল পড়্‌ছে কেন? তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব, তা কি তোমার এখনও বিশ্বাস হ'চ্চে না? এখন ক্রন্দনে কোন ফল নাই; ক্রন্দনে যদি কোন ফল হবার সম্ভাবনা থাক্‌ত, তা হ'লে এতক্ষণে তা হ'ত। তোমার পিতার কাছে তো তুমি অনেক কেঁদেছ!

সরোজিনী। না রাজকুমার,—তা নয়, আপনার সঙ্গে যে আজ আমার এই শেষ দেখা, এই মনে ক'রেই আমার————(ক্রন্দন)

বিজয়। কি! শেষ দেখা?—তুমি কি তবে মনে ক'চ্চ আমি তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার জীবন রক্ষা হ'লে, আপনি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না।

বিজয়। ও কি কথা রাজকুমারি?—আমি তা হ'লে সুখী হব না?—তুমি বেশ জেনো, যে তোমারি জীবনের উপর বিজয়-সিংহের সুখ-শান্তি সমস্তই নির্ভর ক'চ্চে।

সরোজিনী। না রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি। সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা!—তাঁর বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হ'লে আপনি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না। মনে ক'রে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্‌লে আপনার কত গৌরব বৃদ্ধি হবে। আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত না হ'লে, সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র কখনই ফলবান্ হবে না। তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নেই। সমস্ত রাজ-পুত-সৈন্যও এই জন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌বেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজ-স্থানকে আপনি উদ্ধার ক'র্‌বেন ব'লে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন—তাই এখন পালন করুন।

রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌বে—অমনি আল্লাউদ্দিনের বিজয়-লক্ষ্মী ম্লান হবে—তার জয়-পতাকা দিল্লির প্রাসাদ-শিখর হ'তে ভূমিতলে স্খলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে—শত্রু-শিবিরে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠ্‌বে—যবন নারীগণ বিধবা হয়ে, আমার মৃত্যুই তাদের সর্ব্বনাশের কারণ ব'লে হাহাকার ক'ত্তে থাক্‌বে। রাজকুমার! এই আশায় আমার মন উৎফুল্ল হয়েছে—এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ ক'ত্তে পার্‌ব; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয়-কীর্ত্তির সোপান হয়,—দেশ উদ্ধারের উপায় হয়, তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দিন—

বিজয়। না, রাজকুমারি, আমি কখনই পার্‌ব না। কে তোমায় ব'ল্লে যে, চতুর্ভুজা দেবী এই রূপ দৈববাণী ক'রেছেন? এ কথা যে বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে। দেবতারা কি কখন

নির্দ্দোষী অবলার রক্তে পরিতৃপ্ত হন? এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। আমরা যদি দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করি, তা হ'লেই দেবতারা পরিতুষ্ট হবেন; সে জন্য তুমি ভেবো না। এখন, আমার এই বাহু-যুগল যদি তোমার জীবন রক্ষা ক'ত্তে পারে, তা হ'লেই আমি মনে ক'র্‌ব, আমার সকল গৌরব লাভ হ'ল—আমার সকল কামনা সিদ্ধ হ'ল। এস রাজকুমারি—আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুবর্ত্তিনী হও।

সরোজিনী। রাজকুমার! আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, কি ক'রে আমি পিতার অবাধ্য হব? আমি যে তাঁর নিকট মহা ঋণে বদ্ধ আছি,—তাঁর আজ্ঞা পালন ভিন্ন সে ঋণ হ'তে কি ক'রে মুক্ত হব?

বিজয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য, তা কি তিনি ক'চ্চেন যে তুমি তাঁর আদেশ পালনে এত ব্যগ্র হয়েছ?—রাজকুমারি! আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুরোধ শোন।

সরো। রাজকুমার! পুনর্ব্বার বল্‌চি আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার জীবন অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম কি

আপনার চক্ষে অধিক মূল্যবান্ বোধ হয় না ?—এ দুঃখিনীকে আপনি মার্জ্জনা করুন, কেমন ক'রে আমি পিতার কথা লঙ্ঘন ক'র্‌ব ?

বিজয়। আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোন কথা কবার প্রয়োজন নাই। তোমার পিতারই আদেশ তবে এখন পালন কর। মৃত্যু যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তুমি তাকে আলিঙ্গন কর ; আমি আর তাতে বাধা দেব না। রাজকুমারি ! যাও আর বিলম্ব ক'র না, আমিও সেখানে এখনি যাচ্চি। যদি চতুর্ভুজা দেবী শোণিতের জন্য বাস্তবিকই লালায়িত হয়ে থাকেন, তা হ'লে শীঘ্রই তাঁর শোণিত-পিপাসা নিবৃত্ত হ'বে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন রক্ত-পাত আর কেউ কখন দেখে নি। আমার অন্ধ-প্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম্ম ব'লে বোধ হবে না। প্রথমেই তো পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত কর্‌তে হ'বে—তার পরে, আর যে সকল পাষণ্ড ঘাতক তার সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি যজ্ঞবেদী ধৌত ক'র্‌ব। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির আঘাতে তোমার পিতারও কোন অনিষ্ট হয়, তা

হ'লেও আমি দায়ী নই—সেও জান্‌বে তোমার এই অতি-পিতৃ-ভক্তির ফল !

(বিজয়সিংহের প্রস্থানোদ্যম।)

সরোজিনী। রাজকুমার !—একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাচ্চি—আমি——

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

(স্বগত) হা ! কুমার বিজয়সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন !—প্রাণের উপর আমার যে একটুকু মমতা এখনও পর্য্যন্ত ছিল, এইবার তা একেবারে চলে গেল—এখন আর আমার বাঁচতে একটুকুও সাধ নেই——এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে মনে হ'চ্চে। মা চতুর্ভুজা ! এখনি আমাকে গ্রহণ কর, আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও রক্ষকগণের প্রবেশ)

মহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া সরোজিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) একি ! আমার বাছাকে একা ফেলে সকলে চলে গেছে ? রামদাস কোন কাজের নয়—তোমাকে নিয়ে এখনও পালাতে পারে নি ? তারা সব কোথায় গেল ? অমলা কোথায় ?

সরোজিনী। মা—তারা নিকটেই আছে।

মহিষী। আহা! বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। আহা! ছেলে মানুষ, ওর্ কি এ সব ক্লেশ সহ্য হয়?

মহিষী। (দূরে সৈন্যদের আগমন লক্ষ্য করিয়া) আবার ঐ রক্ত-পিপাসুরা এখানে কেন আস্‌চে? (সুরদাসের প্রতি) ভীরু! তোরা কি বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে আমাদের শত্রু-হস্তে সমর্পণ ক'র্‌বি ব'লে মনে ক'রেচিস্?

সুরদাস। দেবি! ও কথা মনেও স্থান দেবেন না। যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্ত-বিন্দু থাক্‌বে, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হব না—তার পরেই আপনার চরণ-তলে প্রাণ বিসর্জন কর্‌ব। কিন্তু আমাদের এই দুই চারি জন দ্বারা আর কত আশা ক'ত্তে পারেন? এক জন নয়, দুই জন নয়, শিবিরের সমস্ত সৈন্যই এই নিষ্ঠুর উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কোথাও আর দয়ার লেশমাত্র নাই। এখন ভৈরবাচার্য্যই সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে প্রভুত্ব ক'চ্চেন। তিনি বলিদানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। মহারাজও পাছে তাঁর প্রভুত্ব ও রাজত্ব যায়, এই ভয়ে তাদের মতেই মত দিয়েছেন। কুমার

বিজয়সিংহ, যাকে সকলেই ভয় করে, তিনিও যে এর কিছু প্রতিবিধান ক'র্ত্তে পারবেন, তা আমার বোধ হয় না। তাঁরই বা দোষ কি? যে সৈন্য-তরঙ্গ চারিদিক্ ঘিরে রয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজমহিষী। ওরা আসুক্ না; দেখি কেমন করে বাছাকে আমার কাছ্ থেকে নিয়ে যেতে পারে, আমায় না মেরে ফেল্লে তো আর নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

সরো। মা! এই অভাগিনীকে কি কুক্ষণেই গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে! আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে তুমি মা আমাকে কি ক'রে বাঁচাবে? মানুষ ও দৈব সকলেই আমার প্রতিকূল, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা—শিবিরের সকল সৈন্যই পিতার বিদ্রোহী হয়েছে——মা! তাঁরও এতে কিছু দোষ নেই।

রাজমহিষী। বাছা! তুমি তো কিছুতেই তাঁর দোষ দেখ্‌তে পাওনা; তাঁর এতে মত না থাক্‌লে কি এ সব কিছু হ'তে পার্‌তো?

সরোজিনী। মা! তিনি আমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন।

মহিষী। বাঁচাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন বৈ কি!—সে কেবল তাঁর প্রবঞ্চনা—চাতুরী।

সরোজিনী। দেবতাদের হ'তেই তাঁর সকল সুখ-সৌভাগ্য—কেমন ক'রে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ্য ক'র্বেন?—মা! আমার মৃত্যুর জন্যে কেন তুমি এত ভাব্‌চ?—আমি গেলেও তো আমার বার জন ভাই থাক্‌বেন, মা! তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে।

মহিষী। বাছা! তুইও কি নিষ্ঠুর হলি? কোন্ প্রাণে তুই আমায় ছেড়ে যাবি বল্ দিকি? বাছা! আমায় ছেড়ে গেলেই কি তুই সুখী হোস্? হা—একি!—ঐ পিশাচেরা যে এই দিকেই আস্‌চে। এইবার দেখ্‌চি আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।

(সেনা-নায়কের সহিত কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।)

সেনা-নায়ক। (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি! আপনাকে মন্দিরে লয়ে যাবার জন্য মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সরোজিনী। মা! আমি তবে চল্লেম্, এইবার

অভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় দাও—মা! এইবার শেষ দেখা—এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবে না। (ক্রন্দন)

(সৈন্যগণের সহিত সরোজিনীর গমনোদ্যম)

মহিষী। বাছা আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? আমি তোকে কখনই ছাড়্ব না, আমিও সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভুজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি,—মহারাজ আমায় বলি দিন।

সরোজিনী। মা! ও কথা ব'ল না, চতুর্ভুজা দেবী আমার রক্ত ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না। মা! আমার জন্যে তুমি কেন ভাব্‌চ? আমার মর্‌তে একটুও দুঃখ হবে না। আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব। কেবল তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখ্‌তে পাব না, এই জন্যেই আমার—(ক্রন্দন)

সেনা-নায়ক। রাজকুমারি! আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই। মহারাজ আপনার কাছে এই কথা ব'ল্‌তে ব'লে দিয়েছেন যে, যদি পিতার অবাধ্য হ'তে আপনার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

সরোজিনী। মা! আমি তবে চল্লেম। আর কি ব'ল্‌ব?—আমার এখন একটী কথা রেখো, আমার মৃত্যুর জন্যে যেন পিতাকে তিরস্কার ক'র না। এই আমারি শেষ অনুরোধ। এখন আমি জন্মের মত বিদায় হ'লেম। আর একটী অনুরোধ, যত দিন রোষেনারা এখানে থাক্‌বে, সে যেন কোন কষ্ট না পায়।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনীর প্রস্থান ও রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

সেনা-নায়ক। (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনাকে সঙ্গে যেতে মহারাজ নিষেধ করেছেন।

রাজমহিষী। কি! আমায় যেতে নিষেধ?—আমি নিষেধ মানিনে; বাছা আমার যেখানে যাবে, আমিও সেই খানে যাব—দেখি আমায় কে আট্‌কায়?—ছাড়্‌ পথ বল্‌চি। আমার কথা শুন্‌চিস্‌ নে—রাজমহিষীর কথা শুন্‌চিস্‌ নে? সুরদাস!—তোমরা এখানে কি কচ্চে আছ?

সুরদাস। দেখি! এবার মহারাজের আদেশ, এবার কি ক'রে—

রাজমহিষী। ভীরু! দে তোর তলবার! (সুরদাসের নিকট হইতে তলবার কাড়িয়া লইয়া সেনা-নায়কের প্রতি) পথ ছেড়ে দে—না হলে এখনি তোর——

সেনা-নায়ক। (স্বগত) রাজমহিষীর গাত্র কি ক'রে স্পর্শ করি? পথ ছাড়্তে হল।

(সেনাগণের পথ ছাড়িয়া দেওন—ও রাজমহিষীর বেগে প্রস্থান পরে সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরের নিকটস্থ একটী বিজন স্থান।

(ভৈরবাচার্য্য-নামধারী মহম্মদের প্রবেশ।)

মহম্মদ। (সংক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এখনই তো হিন্দুদের মধ্যে বেশ ঝগ্‌ড়া বেধে উঠেছে, বলিদানের সময় দেখ্ছি আরও তুমুল হয়ে উঠ্‌বে। চিতোরপুরী তো এখন এক প্রকার অরক্ষিত ব'ল্লেও হয়; সেখান থেকে প্রায় সমস্ত সৈন্যই এখানে পূজা দেবার জন্যে চ'লে এসেছে; এই ঠিক্ আক্রমণের সময়। এদিকে

হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে কলহ ক'রে সময় অতিবাহিত ক'র্‌বে—ওদিকে আল্লাউদ্দিন চিতোরপুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন। যদিও চিতোর এখান থেকে দূর নয়, তবুও হিন্দুদের প্রস্তুত হয়ে যথাকালে সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা। আর, এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্বন্ধে, দুই এক দিনের অগ্র-পশ্চাতই সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এবার আমাদের নিশ্চয়ই জয় হবে; আর, শুদ্ধ জয় নয়, আমি যে ফন্দি ক'রেছি, তাতে চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্য আমাদের অধিকৃত হবে। লক্ষ্মণসিংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাক্‌তে আমাদের সে আশা কখনই পূর্ণ হবার নয়, কিন্তু তারও এক উপায় ক'রেছি। আমি যে মিথ্যা দৈববাণী ক'রেছিলেম যে,—

"———————— বাপ্পা-বংশ জাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজ ছত্র-ধারী.
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজ-লক্ষ্মী আর!"

এই কথা সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ লক্ষ্মণসিংহ দৈববাণী ব'লে বিশ্বাস ক'রেছে, আর সে যে এই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ ক'রবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আর,

তা হ'লেই আমার যা মৎলব্ তা সিদ্ধ হবে; লক্ষ্মণ-সিংহ একেবারে নির্ব্বংশ হবে, তার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে; আর, তার পুত্রগণ, ম'লেই আমরা নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে চিতোর-রাজ্য ভোগ ক'ত্তে পারব।——এখন কিন্তু আমাদের বাদ্সাকে কি ক'রে সংবাদ দি? সেই ফতেউল্লা ব্যাটা ছিল—বোকাই হোক্ আর যাই হোক্, অনেক সময় আমার কাজে আস্ত; সে ব্যাটা যে—সেই গ্যাছে—আর ফিরে আস্বার নামও করে না। এখন কি করি? ব্যাটা এখন এলে যে বাঁচি; কেমন মজা করে দিল্লিতে বসে আছে দেখ না। ও কে?—এই যে! সেই ব্যাটাই তো আস্ছে দেখ্ছি—নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই, এসে উপস্থিত। দেখনা, কেমন হাস্তে হাস্তে আস্চে! বা! বা! ভার খুঁসি যে

(ফতেউল্লার প্রবেশ।)

ফতে। চাচাজি! মুই আয়েছি, স্যালাম।

মহম্মদ। তুমি এসেছ—আমাকে কৃতার্থ ক'রেছ আর কি? হারামজাদা, আমি তোকে এত ক'রে

শিখিয়ে দিলেম—এর মধ্যেই সব জলপান ক'রে ব'সে আছিস্ ?

ফতে। (মহম্মদের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া) কি মোরে শেখায়েছ ?

মহম্মদ। আমি যে তোকে ব'লে দিয়েছিলেম যে, আমাকে কখন এখানে সেলাম কর্‌বি নে—আমাকে হিন্দুদের মতন প্রণাম কর্‌বি, তা এই বুঝি ?

ফতে। চাচাজি! ওডা মোর ভুল হয়েছে—এই আবার প্যান্নাম করি—(প্রণাম করণ) এই—স্যালামও যা, প্যান্নামও তা ; কথাডা অ্যাহি, তবে কি না এডা হ্যাঁদুর কায়্‌দা—ওডা মোসলমানির কায়্‌দা—

মহম্মদ। আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই—ঢের হয়েছে।

ফতে। চাচাজি! ওডা যে ভুল হয়েছে, তাতো মুই স্বীকেরই কচ্চি—আবার ধম্‌কাও ক্যান্ ?

মহম্মদ। আবার ব্যাটা আমাকে চাচাজি ব'লে ডাক্‌চিস্ ? তোকে আমি হাজার বার ব'লে-দিয়েছি, আমাকে ভৈরবাচার্য্য মশায় ব'লে ডাক্‌বি, তবু তোর চাচাজি কথা এখনও ঘুচলো না ? কোন্ দিন

দেখ্‌ছি তোর জন্যে আমাকে মুসলমান ব'লে ধরা পড়্‌তে হবে।

ফতে। মুই কি বল্‌চি?—মুইও তো ঐ বল্‌চি—তবে কি না অত বড় বাৎটা মোর মুয়ে আসে না—তাই ছোট করে লয়েছি—

মহম্মদ। ভাল, না হয়, আচার্য্যিই বল্—চাচাজি কিরে ব্যাটা?

ফতে। এই দ্যাহ!—মুই আর বল্‌চি কি? মুইও তো তাই বল্‌চি।

মহম্মদ। তুই কি ব'ল্‌চিস্? আচ্ছা বল্‌দিকি আচার্য্যি।

ফতে। চাচাজি;—তুমি যা বল্‌চ মুইও তো তাই বল্‌চি।

মহম্মদ। হাঁ তা ঠিকই বলিচিস্!—(স্বগত) দূর্ কর—ব্যাটার সঙ্গে আর বোক্‌তে পারা যায় না—(প্রকাশ্যে) ভাল সে কথা যাক্, তুই আস্‌তে এত দেরি কল্লি কেন বল্ দিকি?

ফতে। দের্ কল্লাম ক্যান্?—মোর্ যে কি হাল্ হয়ছ্যাল, তা তো তুমি একবারও পুছ্ কর্‌বা না

চাচাজি?—খালি দের্ কল্লি ক্যান্?—দের্ কল্লি ক্যান্? (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন) মুই যে কি নাকাল হয়েছি—তা খোদাই জানে—আর কি কব।

মহম্মদ।—চুপ্ চুপ্ চুপ্!—অমন ক'রে চ্যাঁচাস্ নে—(স্বগত) এ ব্যাটা আমাকে মজালে দেখ্‌চি, ভাগ্যি এ স্থানটী নির্জন ছিল, তাই রক্ষে।—আঃ—এ ব্যাটাকে নিয়ে পারাও যায় না।—আবার এ না হ'লেও আমার চলে না। ভাল মুস্কিলেই পড়েছি। (প্রকাশ্যে) তোর কি হয়েছিল বল্ দিকি;—আস্তে আস্তে বল্, অত চ্যাঁচাস্ নে।

ফতে। (মৃদুস্বরে) আর দুক্ষের কথা কব কি চাচাজি; মুই এহানে আস্‌ছেলাম—পথের মদ্দি হঁ্যাদু ব্যাটারা মোরে চোর বলি ধর্ পাকড় করি কয়েদ কল্লে, আর কত যে বেইজ্জৎ কল্লে তা তোমার সাক্ষাতি আর কব কি——স্যাশে যহন টাহা কড়ি কিছু পালে না, তহন মোর কাপড় চোপড় কাড়ি লয়ে এক গালে চুণ আর এক গালে কালি দে হাঁকায়ে দেলে। মোর আবস্থার কথা তোমার কাছে আর কি কব চাচাজি।

মহম্মদ। আর কোন কথা তো তুই প্রকাশ করিস্‌নি ?—তা হলেই সর্ব্বনাশ।

ফতে। মোর প্যাটের কথা কেউ জান্‌তি পার্‌বে ?——এমন বোকা মোরে পাউনি। মোর জান্ যাবে, তবু প্যাটের কথা কেউ জান্‌তি পার্‌বে না।

মহম্মদ। ভাল, তোর প্যাটের কথাই যেন কেউ না জান্‌তে পাল্লে, কিন্তু তোর কাছে যে আমার চিটির নকল্‌গুল ছিল, সে সব তো ফেলে আসিস্‌নি ?

ফতে। ঐ যাঃ!—চাচাজি! সে গুল মোর বুচ্‌কির মদ্দি ছ্যাল চাচাজি!

মহম্মদ। (সচকিতভাবে) অঁ্যা ?—ব্যাটা করিচিস্‌ কি ?—সর্ব্বনাশ করিচিস্‌ ?

ফতে। মোর কাপড় চোপড় কাড়ি ন্যালে তো মুই কর্‌ব কি ?—মুই যে জান্ লয়ে পেলিয়ে এস্‌তে পারেছি এই মোর বাপ্পোর ভাগ্যি।

মহম্মদ। (স্বগত) তবেই তো সর্ব্বনাশ!—এখন কি করা যায় ?—তবে কি না চিটিগুল ফার্সিতে লেখা, তাই রক্ষে। হিন্দু ব্যাটাদের সাধ্যি নেই যে, সে লেখা বোঝে। না—সে বিষয়ে কোন ভয় নেই। (প্রকাশ্যে)

দেখ্, তোকে ফের দিল্লি যেতে হ'চ্চে। এই চিটিটা বাদ-সার কাছে নিয়ে যা—পারবি তো ?

ফতে। পার্ব না ক্যান্? মুই এহনি নিয়ে যাচ্চি। এহান হ'তি মুইতো যাতি পাল্লিই বাঁচি।

মহম্মদ। তবে এই নে (পত্র প্রদান) দেখিস্, এবার খুব সাবধানে নিয়ে যাস্।

ফতে। মোরে আর বল্‌তি হবে না—মুই চল্লাম—স্যালাম চাচাজি।

(ফতেউল্লার প্রস্থান।)

মহম্মদ। যাই—দেখিগে, মন্দির-প্রাঙ্গণে বলিদানের কিরূপ উদ্যোগ হ'চ্চে। বোধ হয় এতক্ষণে সব প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।

(মহম্মদের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ।

ধূপধূনা প্রভৃতি বলিদানের সজ্জা—সরোজিনী যজ্ঞবেদীর সম্মুখে উপবিষ্টা—লক্ষ্মণসিংহ ম্লানভাবে দণ্ডায়মান—পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য আসনে উপবিষ্ট—লক্ষ্মণ-সিংহের নিকট রণধীর দণ্ডায়মান—চতুঃপার্শ্বে সৈন্যগণ।

ভৈরবাচার্য্য। মহারাজ। আর বিলম্ব নাই, বলি-দানের সময় হয়ে এসেছে, এইবার অনুমতি দিন।

লক্ষ্মণ। আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করা যা,—আর ঐ প্রাচীরকে জিজ্ঞাসা করাও তা—আমার অনুমতিতে তোমাদের এখন কি কাজ হবে?——এখন ঐ রক্ত-পিপাসু রণধীর-সিংহকে জিজ্ঞাসা কর—এই উন্মত্ত রাজ-পুত সৈন্যদের জিজ্ঞাসা কর—আমার কথা এখন কে শুনবে?—আমার কর্ত্তৃত্ব এখন কে মানবে?

রণধীর। মহারাজ! দৈবের প্রতিকূলে সঙ্গ্রাম করা নিষ্ফল।

ভৈরব। মহারাজ! শুভ ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা যায় না।

সৈন্যগণ। (কলরব করত) মহারাজ শীঘ্র আদেশ দিন—আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না—এ কি কথা?—শেষ-কালে কি মুসলমান্‌দের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে? তা হ'লে আমাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের গতি কি হবে বলুন দিকি?

সরোজিনী। পিতঃ! অনুমতি দিন, আর বিলম্বে ফল কি? দেখুন, আমার রক্তের জন্যে সকলেই লালা-য়িত হয়েছে, এই বেলা কার্য্য শেষ হয়ে যাক্, আপ-নার এই হতভাগিনী দুহিতাকে জন্মের মত বিদায় দিন।

লক্ষ্মণ। (ক্রন্দন) না মা, আমি তোমাকে কিছু-তেই বিদায় দিতে পার্‌ব না। বৎসে! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই, তবুও বৎসে, মনে ক'র না আমার হৃদয় একেবারেই পাষাণে নির্ম্মিত। রণধীর! তুই তো আমার সর্ব্বনাশের মূল, কি কুক্ষণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম!—কতবার আমি মন পরিবর্ত্তন ক'রেছি—আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে এনিছিস্।

না—আমি এ কাজে কখনই অনুমোদন ক'রব না, রণধীর!—না, আমার এতে মত নেই—আমার রাজত্বেরই লোপ হোক্, আর মুসলমান্‌দেরই জয় হোক্, বা দেশই উৎসন্ন হ'য়ে যাক্, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

সৈন্যগণ। অমন কথা ব'ল্‌বেন না মহারাজ—অমন কথা ব'ল্‌বেন না। বাপ্পারাওর বংশে ওরূপ কথা শোভা পায় না।

সরোজিনী। পিতঃ! আমার জন্যে আপনি কেন এত কাতর হ'চ্চেন? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবনহস্ত হ'তে নিস্তার পায়, তা হ'লেই আমার এই জীবন সার্থক হবে। পিতঃ! রাজপুত-কন্যা মৃত্যুকে ভয় করে না। সে জন্য আপনি কেন চিন্তিত হ'চ্চেন?

সৈন্যগণ। ধন্য বীরাঙ্গনা!—ধন্য বীরাঙ্গনা!—আচার্য্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন?

লক্ষ্মণ। না মা, তোমার কথা আমি শুন্‌বো না—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! আপনি এখান থেকে উঠুন—উঠুন ব'ল্‌চি—এ সব সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করুন—আমি

থাক্‌তে এ কাজ কখনই হবে না।——যাও রণধীর! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনি প্রস্থান কর, আমি থাক্‌তে তোমার কর্ত্তৃত্ব কিসের?—আমি রাজা, তা কি তুমি জান না?

রণধীর। মহারাজ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হ'চ্চেন? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। এ কথা যেন কেউ না ব'ল্‌তে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'ল,—বাপ্পারাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হ'ল; বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।

লক্ষ্মণ। না মা, লোকে আমায় যাই বলুক, আমি কখনই তোমাকে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না। তোমার ও সুকুমার দেহে পুষ্পের আঘাতও সহ্য হয় না—তুমি এখন বাছা কি ক'রে—কি ক'রে—ওঃ—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! যান্—আপনাকে আর প্রয়োজন নাই;—যান্ বলচি। এখনি এখান থেকে প্রস্থান করুন।

ভৈরব। (রণধীরসিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ কি আদেশ ক'চ্চেন শুনচেন তো? এখন কি কর্ত্তব্য বলুন।

রণধীর। মহারাজ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা? এই কি আপনার দেশানুরাগ? এই কি আপনার দেব-ভক্তি? এইরূপে কি আপনি সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ ব'লে পরিচয় দেবেন? আর, চতুর্ভুজা দেবীর এই পবিত্র মন্দিরে দণ্ডায়মান হয়ে, তাঁর সমক্ষেই আপনি তাঁর অবমাননা ক'ত্তে সাহসী হ'চ্চেন?

লক্ষ্মণ। কি! দেবীর অবমাননা? না রণধীর, আমা হ'তে তা কখনই হবে না। তোমাদের যা কর্ত্তব্য তা কর, আমি চল্লেম। (গমনোদ্যম)

ভৈরব। ওকি মহারাজ! কোথায় যান? আপনি গেলে উৎসর্গ ক'র্‌বে কে? তা কখনই হ'তে পারে না।

লক্ষ্মণ। (ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর আমি দেখ্‌তে পারি নে।

রণধীর। না! মহারাজ, আপনাকে এ দৃশ্য আর দেখ্‌তে হবে না; আমি তার উপায় কচ্চি। মহারাজ! আপনি এখন শিশুর ন্যায় হয়েছেন, শিশুকে যেরূপে ঔষধ খাওয়াতে হয়, আমাদের এখন সেইরূপ উপায় অবলম্বন

ক'ত্তে হবে। আসুন, এই বস্ত্র দিয়ে আপনার চক্ষু বন্ধন ক'রে দি—তা হ'লে আর আপনার কষ্ট হবে না।

লক্ষ্মণ। *তোমাদের যথা অভিরুচি কর। আমার নিজের উপর এখন কোন কর্ত্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন যা বল্‌বে, তাই ক'র্‌ব; দাও, আমার চক্ষু বন্ধন ক'রে দাও।

(রণধীর কর্ত্তৃক বস্ত্র দ্বারা রাজার চক্ষু বন্ধন।)

লক্ষ্মণ। রণধীর! আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে।

রণধীর। আমি আপনার হাত ধর্‌চি,—আমার স্কন্ধের উপর আপনি শরীরের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করুন। (ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অনুষ্ঠান সংক্ষেপে সার্‌তে হবে—মহারাজ অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌চেন।

ভৈরব। সে জন্য চিন্তা নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমি সমস্ত শেষ কচ্চি। (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া) শ্মশানালয়-বাসিন্যৈ চতুর্ভুজাদেব্যৈ নমঃ। (খড়্গ লইয়া)

"খড়্গায় খরধারায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর।
বলিশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গ-নাথ নমোঽস্তু তে॥"

অদ্য কৃষ্ণে পক্ষে, অমাবস্যায়াং তিথৌ, সূর্য্যবংশীয়স্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসিংহস্য বিজয়কামনয়া, ইমাং বলিরূপিণীং কুমারীং সরোজিনীমহং ঘাতয়িষ্যামি। (সরোজিনীর প্রতি) মা! অধীর হয়ো না।

সরোজিনী। (স্বগত) চন্দ্র! সূর্য্য! গ্রহ! নক্ষত্র! পৃথিবি! তোমাদের সবার নিকট এইবার আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম, একটু পরে আর এ চক্ষু তোমাদের শোভা দেখ্‌তে পাবে না। কিন্তু তাতেও আমি তত কাতর নই। তোমাদের আমি অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারি; কিন্তু পিতাকে, মাকে, বিজয়সিংহকে ছেড়ে কেমন ক'রে আমি—ওঃ!—(ক্রন্দন) মা তুমি কোথায়?—তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না?—আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিন্ত আছ? কুমার বিজয়সিংহ! তুমিও কি জন্মের মত আমায় বিস্মৃত হ'লে? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তো মার্জ্জনা কর, এই সময়ে একটীবার আমাকে দ্যাখা দাও—আর আমি কিছু চাই নে। (ক্রন্দন)

ভৈরব। চতুর্ভুজার উদ্দেশে এই খানে প্রণাম কর। আর ক্রন্দন ক'র না। (সরোজিনীর প্রণত হওন) (ভৈরব খড়্গ হস্তে উত্থান করিয়া) জয় মা চতুর্ভুজে!——

লক্ষ্মণ। (ব্যাকুল ভাবে) এমন কাজ করিস্ নে—করিস্ নে—পাষণ্ড! ক্ষান্ত হ!—ছেড়ে দে আমাকে—রণধীর! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে মিনতি কচ্চি ছেড়ে দাও——

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। (পুনর্ব্বার খড়্গ উঠাইয়া)——

"জয় দেবি ভয়ঙ্করী! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা! দিগম্বর-বুকে দু-পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল স্থল-রসাতল, পদ-ভরে টল-মল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল, বিদ্যুতরে তরবাল,
সিংহনাদ পলকে পলকে!
রক্তে-রক্ত মহা-মহী! রক্ত ঝরে অসি বহি!
রক্তময় খাঁড়া লক্-লকে!
লোল-জিহ্বা রক্ত-ভুখে, ক্ষত-অঙ্গ শত-মুখে,
রক্ত নখে ঝলকে ঝলকে!
উর' কালি কপালিনী! উর' দেবি করালিনী!
নর-বলি ধর উপহার!
উর' জলধর-নিভা! উর' লক-লক-জিভা!
পুর' বাঞ্ছা সাধক-জনার!"

জয় মা চতুর্ভুজে!——(আঘাত করিবার উদ্যম)

(সসৈন্য বিজয়সিংহের দ্রুতবেগে প্রবেশ ও ভৈরবাচার্য্যের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লওন।)

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অমন নিষ্ঠুর কাজ ক'র্‌বেন না—ক'র্‌বেন না—আমার কথা শুনুন——

বিজয়। কি ভয়ানক!—মহারাজের আজ্ঞার বিপরীতে এই দারুণ হত্যাকাণ্ড হ'তে যাচ্ছিল? (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) নিষ্ঠুর! পাষণ্ড! তোর এই কাজ?

লক্ষ্মণ। না জানি কোন্ দেবতা এসে আমার সহায় হয়েছেন—তুমি যেই হও, আমার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দাও—আমি একবার দেখি, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে কি না।

বিজয়। মহারাজ! আপনার আর কোন ভয় নাই, আমি থাক্‌তে আর কারও সাধ্য নাই যে রাজকুমারীর গাত্র স্পর্শ করে। আমি এখনি আপনার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্চি।

লক্ষ্মণ। কে?—বিজয়সিংহের কণ্ঠ-স্বর না?—আঃ বাঁচলেম! এইবার জান্‌লেম আমার সরোজিনী নিরাপদ হ'ল।

বিজয়। দেখ রণধীরসিংহ! যদি তুমি ভাল চাও তো মহারাজের চক্ষের বন্ধন মোচন কর।

রণধীর। দেখ বিজয়সিংহ! তুমি এক পদ অগ্রসর হয়েছ কি, এই অসি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ ক'র্‌বে।

বিজয়। (ভৈরবাচার্য্যকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! দেখ দেখ, ঐ পাষণ্ড পুরো-

হিত পালাবার উদ্যোগ ক'চ্চে—তোমরা ওকে ঐখানে ধ'রে রাখ—আগে রণধীরের রণ-সাধ মেটাই, তার পর ওরও মুণ্ডপাত কচ্চি। (সৈন্যগণের ভৈরবকে ধৃত করণ)

ভৈরব। (সকম্পে স্বগত) তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! হা! অবশেষে আমার কপালে কি এই ছিল? এত দিনের পর দেখ্‌ছি আমায় পাপের শাস্তি পেতে হ'ল! এখন বাঁচ্‌বার উপায় কি? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমার এতে কোন দোষ নাই—দেবতার আজ্ঞা কি ক'রে বলুন দেখি——

বিজয়। আমি ওসব কিছু শুন্‌তে চাই নে।

ভৈরব। মহাশয়! তবে স্পষ্ট কথা বলি, আমার বড়ই সন্দেহ হ'চ্চে। যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়্‌চে, তখন বোধ হয়, এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়; আমার গণনায় হয় তো কোন ভুল হয়ে থাক্‌বে। মহাশয়! কিছুই বিচিত্র নয়, মুনিরও মতিভ্রম হ'তে পারে। যদি অনুমতি হয় তো আর একবার আমি গণনা ক'রে দেখি।

বিজয়। আচ্ছা, আমি আপনাকে গণনার সময় দিলেম। সৈন্যগণ! এখন ওঁকে ছেড়ে দাও। (ভৈরবাচার্য্যের গণনার ভানে মাটিতে আঁক পাড়া) (পরে বিজয়সিংহ

রণধীরের নিকটে আসিয়া) এখন রণধীরসিংহ ! এস দিকি, দেখা যাক্, কে কারে শমন-সদনে পাঠায়।

রণধীর। এস—স্বচ্ছন্দে——

(উভয়ের কিয়ৎকাল অসি-যুদ্ধ।)

ভৈরব। মহাশয়রা একটু ক্ষান্ত হোন্, বাস্তবিকই দেখ্‌চি আমার গণনায় ভুল হ'য়েছিল।

রণধীর। কি ! গণনায় ভুল ? (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া) মহাশয় ! আমি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'ল্লেম।

বিজয়। কি !—এর মধ্যেই ?——

রণধীর। আর আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই।

বিজয়। সে কি মহাশয় ?

রণধীর। আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস ক'রে, কেবল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় ও কর্ত্তব্য-বোধে এতদূর পর্য্যন্ত ক'রেছিলেম, একটী অবলা বালাকে নিরপরাধে বলি দিয়ে, আর একটু হ'লেই সমস্ত রাজ-পরিবারকে শোক-সাগরে নিমগ্ন ক'চ্ছিলেম—এমন কি, রাজদ্রোহী হ'য়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার,—কত অন্যায় ব্যবহারই ক'রেছি,—সেই গণনায় বিশ্বাস ক'রেই আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম। সেই গণনাই যখন ভুল হ'ল, তখন

তো আমার সকলই ভুল। কি আশ্চর্য্য!—দেখুন দিকি আচার্য্য মহাশয়! আপনার এক ভুলে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হ'য়েছে; আপনারা দেখ্‌ছি সকলই ক'ত্তে পারেন! আপনাকে আর কি ব'ল্‌ব—আপনি ব্রাহ্মণ—নচেৎ—

ভৈরব। মহাশয়! শাস্ত্রেই আছে—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যখন মহারাজ বলিদানের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন, আমার তখনই মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, যখন এতে একটা বাধা পড়্‌ল, তখন অবশ্য এ বলি দেবতার অভিপ্রেত নয়; আমার গণনার কোন না কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাকবে। সেই জন্য আমিও একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিলেম। তা যদি আমার মনে না হ'ত, তা হ'লে তো আমি কোন্ কালে কার্য্য শেষ ক'রে ফেল্‌তেম। তার পর যখন আবার কুমার বিজয়সিংহ এসে প্রতিবন্ধকতাচরণ কল্লেন, তখন আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল—তখন মহাশয় গুণে দেখি যে, যা আমি সন্দেহ ক'রেছিলেম তাই ঠিক্!

রণধীর। কি আশ্চর্য্য! শত্রুরা আমাদের গৃহদ্বারে; কোথায় আমরা সকলে একপ্রাণ হ'য়ে তাদের দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব, না—কোথায় আমাদেরই মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হ'য়েছে। মহারাজ!

আপনার চরণে আমার এই অসি রাখ্‌লেম, আপনি এখন বিচার ক'রে আমার প্রতি যে দণ্ড আদেশ ক'র্‌বেন, আমি তাই শিরোধার্য্য ক'র্‌ব। মহারাজ! আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও যদি কিছু অধিক শাস্তি থাকে, আমি তারও উপযুক্ত।

লক্ষ্মণ। সেনাপতি রণধীর! তোমার অসি তুমি পুনর্গ্রহণ কর। তোমার লক্ষ্য যেরূপ উচ্চ ছিল, তাতে তোমার সকল দোষই মার্জ্জনীয়। আমার সরোজিনী রক্ষা পেয়েছে, এই আমি যথেষ্ট মনে করি। বৎস বিজয়সিংহ! তোমার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হ'লেম।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! এখন গণনায় কিরূপ দেখ্‌লেন? কি প্রকার বলি এখন আয়োজন ক'র্‌তে হবে বলুন। কেন না, যতই আমরা সময় নষ্ট ক'র্‌ব, ততই মুসলমানেরা সুযোগ পাবে।

লক্ষ্মণ। রণধীরসিংহ ঠিক্‌ই বলেছেন, এই বেলা কার্য্য শেষ ক'রে ফেলুন। বৎস বিজয়সিংহ! এই লও—সরোজিনীকে তোমার হস্তে সমর্পণ ক'র্লেম,

তুমি এখন ওকে মহিষীর নিকট ল'য়ে যাও। তিনি দেখ্‌বার জন্য বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রাজকুমারি! আমার অনুগামী হও।

(বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর প্রস্থান।)

ভৈরব। (স্বগত) আমার মৎলব সম্পূর্ণ না হোক্, কতকটা হাসিল হ'তে পারে। এরা যখন বিবাদ বিসম্বাদে মত্ত ছিল, তখনই আমি বাদসাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। বোধ হয়; মুসলমানেরা এতক্ষণে চিতোরের দিকে রওনা হ'য়েছে। এখন বলিদানের বিষয় কি বলা যায়?—যা হয় তো একটা ব'লে দিই—(প্রকাশ্যে মহা গম্ভীর ভাবে) রাজপুতগণ! কিরূপ বলি চতুর্ভুজা দেবীর অভিপ্রেত, তা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দৈববাণীতে যে উক্ত হয়েছে—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে;
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী——

এস্থলে "তব ঘরে" এই বাক্যের অর্থ—তব রাজ্যে, আর "সরোজ-কুসুম-সম"—এর অর্থ হ'চ্চে—পদ্মপুষ্প সদৃশ লাবণ্যবতী ; এই দুই একটী কথার অর্থ-বৈপরীত্য হেতু সমস্ত গণনাই ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, আর এখন আমি বুঝ্তে পাচ্চি, কেন ভুল হ'য়েছিল্। গণনাটা শনিবার রজনীর শেষ যামার্দ্ধে হ'য়েছিল, এই হেতু গণনায় কাল-রাত্রি দোষ বর্ত্তেছে। আমাদের জ্যোতিঃ-শাস্ত্রেই আছে যে,—

"রবৌ রসার্দ্ধী সিতগৌ হয়ার্দ্ধী
ঋয়ং মহীজে বিধুজে শরাশ্বৌ।
গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়া
শনৌ রসাদ্যন্তমিতি ক্ষপায়াম্॥"

মহাশয়! আপনারা জান্বেন যে, এই দোষ গণনার পক্ষে বড় বিঘ্নকারী, গণনা যদি ঠিক্‌ও হয়, তবু এই কাল-বেলা-দোষে অর্থ বিপরীত হ'য়ে পড়ে। এখন গণনায় যেরূপ সিদ্ধান্ত হ'য়েছে, তা আপনাদের বলি, সেইরূপ আপ-নারা এখন কার্য্য করুন্।

সৈন্যগণ। বলুন মহাশয়, শীঘ্র বলুন—এখনি আমরা সেইরূপ ক'চ্চি।

ভৈরব। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন এখনি যাত্রা কর, এই মন্দির-প্রাঙ্গণ-সীমার অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোন রূপসী তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হবে, সেই জান্‌বে, বলিদানের যথার্থ পাত্র।

একজন সৈনিক। আচার্য্য মহাশয়! আমি তার অন্বেষণে এখনি চল্লেম।

রণধীর। যাও—শীঘ্র যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি, আবার কোন্ অভাগিনীর কপালে বিধাতা মৃত্যু লিখেছেন।

(রোষেনারাকে লইয়া সৈনিকের পুনঃ-প্রবেশ।)

সৈনিক। মহাশয়! আমি এই মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই এই যুবতীকে দেখ্‌তে পেলেম।

ভৈরব। (স্বগত) এ কি! এই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গেই না আমাদের সে দিন পথে দেখা হ'য়েছিল? আহা! ওর মুখ খানি দেখ্‌লে বড় মায়া হয়। আমার কন্যাই হোক্, আর যাই হোক্, এর মুখে যেন আমার সেই কন্যার একটু একটু আদল আসে। কিন্তু এ

কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার এখানে আস্‌বার তো কোন সম্ভাবনা নাই ।

রোষেনারা । (স্বগত) হায় ! অবশেষে আমাকেই কি ম'র্‌তে হ'ল ?——হ্যাঁ, আমার পক্ষে মরণই ভাল। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বিজয়সিংহ তো আমার কথনই হবে না । (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) পুরোহিত মহাশয় ! আর কেন বিলম্ব ক'চ্চেন, এথনি আমার প্রাণবধ করুন । কেবল আপনার নিকট একটী আমার প্রার্থনা আছে । এই অন্তিম কালের প্রার্থনাটী অগ্রাহ্য ক'র্‌বেন না । পুরোহিত মহাশয় ! আমি চির-দুঃখিনী, আমি অনাথা, জন্মাবধি আমি জানিনে যে, আমার মা বাপ কে ; সূতিকা-গৃহেই আমার মার মৃত্যু হয় ; আমার বাপ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন । শুন্‌তে পাই, আপনি গণনায় সুনিপুণ, যদি গণনা ক'রে ব'লে দিতে পারেন, আমার মা বাপ কে, তা হ'লে আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'র্‌তে পারি ।

ভৈরব । (স্বগত) আমার কন্যার অবস্থার সঙ্গে তো খানিক্‌টা মিল্‌চে——কিন্তু একি অসম্ভব কথা ।—আমি পাগল হয়েছি না কি ? কেন বৃথা সন্দেহ কচ্চি,——তা

যদি হ'ত তো সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মত জড়ুল চিহ্নটী তো ওর গ্রীবা দেশে থাক্‌ত—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বদ্‌লাতে পারে, কিন্তু সে চিহ্নটী তো আর যাবার নয়।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ স্ত্রীলোকটীকে যেন আমি কোথায় দেখিছি মনে হ'চ্চে। একবার মনে আস্‌চে, আবার আস্‌চে না।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে ওরূপ চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন? কার্য্য শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলুন। আর দেখুন, হৃদয়ের রক্তে দেবীর অধিক পরিতোষ হ'তে পারে—অতএব তার প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন কার্য্য করা হয়।

ভৈরব। (স্বগত) না—কেন মিথ্যা আর সন্দেহ কচ্চি। (প্রকাশ্যে) আর বিলম্ব নাই—এইবার শেষ কচ্চি—আপনি হৃদয়ের রক্তের কথা বল্‌ছিলেন—আচ্ছা তাই হবে। মা! এইখানে স্থির হয়ে ব'স। জয় মা চতুর্ভুজে!—এই শেষ ক'ল্লেম।

(ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করণ—ও রোষেনারার ভূমিতলে পতন।)

লক্ষ্মণ। কি ক'ল্লেন মহাশয়? কি ক'ল্লেন মহাশয়?

আমার এবার মনে হয়েছে—যে মুসলমান-কন্যাকে বিজয়-সিংহ বন্দি ক'রে এনেছিল, ঐ যে সেই দেখ্‌ছি।

সৈন্যগণ। কি! মুসলমান?

রণধীর। কি! মুসলমান?

ভৈরব। (স্বগত) কি! মুসলমান? তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ!—কৈ?—সেই চিহ্নটা তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে; (গ্রীবাদেশ নিরীক্ষণ ও সেই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া) এই যে সেই চিহ্ন—তবে আর কোন সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হায়! কি সর্ব্বনাশ করেছি!——হায়! আমি কাকে মাল্লেম, আমার কপালে কি শেষে এই ছিল?

সৈন্যগণ। আচার্য্য মহাশয়! অমন ক'চ্চেন কেন? এত দুঃখ কেন? এ কি রকম?

লক্ষ্মণ। তাই তো একি?

রণধীর। আপনি ওরূপ প্রলাপ-বাক্য ব'ল্‌চেন কেন?—বোধ করি বলিদান দেওয়ার অভ্যাস নাই—তাই হত্যা ক'রে পাগলের মতন হয়েছেন।

ভৈরব। মা! তুই কোথায় গেলি মা? একবার কথা ক মা——আমিই তোর হতভাগ্য পিতা মা——

রোষেনারা। অঁ্যা !—কে ?—আপনি—পিতা—কি ——অপরাধে ?——(মৃত্যু)

ভৈরব। অঁ্যা ? কি ব'ল্লে মা ?—অপরাধ !—অপরাধ !—কি অপরাধ !—ওঃ !—ওঃ !—ওঃ ! (মুহূর্ত্তকাল একদৃষ্টে শবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে ?—কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে ?—তোদেরই এই কাজ তোরাই আমার সর্ব্বনাশ করেচিস্ !—মার্ মার্, সব ভেঙ্গে ফ্যাল্, দূর হ দূর হ দূর হ, তোরা সব দূর হ।

(ছুরিকা আস্ফালন করত বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত উপাদান সমস্ত পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ)

রণধীর। সৈন্যগণ ! আচার্য্য মহাশয় পাগল হয়ে গেছেন—ওঁকে ধ'রে ওঁর ছুরিকা শীঘ্র হাত থেকে কেড়ে লও।

(ভৈরবের হস্ত হইতে সৈন্যগণের ছুরিকা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

ভৈরব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে——সব গেল সব গেল সব গেল——ছাড় আমাকে বল্‌চি, (হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান।)

রণধীর। একি ব্যাপার ? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। সকলি ভোজ-বাজির মত বোধ

হ'চ্চে। ও হ'ল যবন-কন্যা, ভৈরবাচার্য্য ওর পিতা হ'ল কি ক'রে?

লক্ষ্মণ। তাই তো আমারো বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্চে। বোধ হয় হত্যা ক'রে পাগল হয়েছেন, না হ'লে তো আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

রণধীর। আর, অবশেষে এই অস্পৃশ্যা যবন-কন্যার রক্তই কি দেবীর প্রার্থনীয় হল?

লক্ষ্মণ। যবনদের উপর যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা এই বলিদানেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমাদেরও তাই মনে হ'চ্চে।

রণধীর। সৈন্যগণ! চল,—এখন এই বলির রক্ত লয়ে দেবীকে উপহার দেওয়া যাক্।

(শিবিরের পট-ক্ষেপণ ও সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

(অমলা ও রাজমহিষীর প্রবেশ।)

অমলা। জানেন দেবি, এই বিপদের মূল কে? জানেন, আমাদের রাজকুমারী কোন্ কাল-সাপিনীকে হৃদয়ের মধ্যে পুষেছিলেন? সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী রোষে-নারা, যাকে রাজকুমারী এত আদর ক'রে তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, সেইই আমাদের পালাবার সমস্ত কথা রাজপুত সৈন্যদের ব'লে দিয়েছিল।

রাজমহিষী। সেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে! বিধাতা কি তার পাপের শাস্তি দেবেন্ না?—(কিয়ৎক্ষণ পরে) হা! না জানি এতক্ষণে আমার বাছার অদৃষ্টে কি হয়েছে। অমলা! আমি আর একবার যাই, দেখি এবার আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি কি না, আমাকে তুমি আর বাধা দিও না।

অমলা। দেবি! এখনও আপনি ঐ কথা ব'লচেন্?

গেলে যদি কোন কাজ হ'ত, তা হ'লে আপনাকে আমি কখনই বারণ ক'র্ত্তেম না। আপনি তিন তিন বার মন্দি-রের মধ্যে যেতে চেষ্টা ক'ল্লেন—তিনবারই দেখুন আপ-নার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। একে আহার নেই, নিদ্রা নেই, শরীরে বল নেই, তাতে আবার যখন তখন মূর্চ্ছা যাচ্চেন, এই অবস্থায় কি এখন যাওয়া ভাল? আর, সে জন্যে আপনি ভাব্‌চেন কেন?—সেখানে যখন মহারাজ আছেন, তখন আর কোন ভয় নেই—বাপ কি কখন আপনার চখের সাম্‌নে আপনার মেয়েকে মার্‌তে দেখ্‌তে পারে?

রাজমহিষী। অমলা! তুই তবে এখনও তাঁকে চিনিস্ নি; তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই; না অমলা, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—আমি আর এখানে থাক্‌তে পাচ্চি নে—যাই মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে আর একবার চেষ্টা করি গে—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। দেবী চতুর্ভুজা তো আমার প্রতি একেবারে নির্দ্দয় হয়েছেন, এখন দেখি যদি অপর কোন দেবতা আমার উপরে সদয় হন! (গমনোদ্যত।)

(রামদাসের প্রবেশ।)

রামদাস। দেবি! আর একজন দেবতা যে আপ-

নার পরে সদয় হয়েছেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্ত্তে উদ্যত হয়েছেন। তিনি সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছেন। আমি দেখে এসেছি—চতুর্দ্দিকে মার্ মার্ শব্দ উঠেছে—কেউ পালাচ্চে—কেউ দৌড়চ্চে—রাজকুমারের অসি হ'তে মুহুর্মুহু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্চে—আর, মহা হুলস্থুল বেধে গেছে। তিনি আমাকে দেখে কেবল এই কথা ব'লে দিলেন যে, "যাও রামদাস, রাজমহিষীকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এস—আমি এখনি সরোজিনীকে উদ্ধার ক'রে তাঁর হস্তে সমর্পণ কচ্চি।" আমি তাই দেবি, আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি আর কিছু ভয় ক'র্বেন না—মহারাজের সৈন্যেরা সব পালিয়ে গেছে।

রাজমহিষী। চল রামদাস চল—তুমি যে সংবাদ দিলে, তাতে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। রামদাস, তুমি বেশ জান্বে, এখন আর কোন বিপদই আমাকে ভয় দেখাতে পারে না। যেখানে তুমি যেতে ব'ল্বে, আমি সেই খানেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একি?—বিজয়সিংহ না এইখানে আস্‌চেন? হাঁ তিনিই তো; তবে

দেখ্‌ছি আমার বাছা আর নেই—রামদাস! বোধ হ'চ্চে সব শেষ হ'য়ে গেছে, আর তবে কেন বৃথা যাওয়া।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। না দেবি! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, শান্ত হোন্, আপনার কন্যা বেঁচে আছেন। এখনি তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন।

রাজমহিষী। কি ব'ল্লে বাছা—আমার সরোজিনী বেঁচে আছে? কোন্ দেবতা তাকে উদ্ধার কল্লেন? কার কৃপায় আবার আমি দেহে প্রাণ পেলেম? বল বাছা বল, শীঘ্র বল।

বিজয়। দেবি! স্থির হয়ে শ্রবণ করুন, রাজ-পুতানা এমন ভয়ানক দিন আর কখনও দ্যাখে নি। সমস্ত শিবিরের মধ্যেই অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা; সকল রাজপুতেরাই রাজকুমারীর বলিদানের জন্য ভয়া-নক ব্যগ্র, মন্দিরের চারি দিকে অসংখ্য সৈন্য উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান, কাহাকেও প্রবেশ করতে দিচ্চে না, এমন সময় আমি কতিপয় সৈন্য লয়ে তাদের সমক্ষে উপস্থিত হলেম ও অসির আঘাতে তাদের মধ্য দিয়ে পথ উন্মুক্ত ক'ল্লেম। তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হ'ল,

রক্তের নদী বইতে লাগ্‌ল, মৃতে ও আহতে রণস্থল একবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এইরূপ যুদ্ধ হ'তে হ'তে শত্রুদিগের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। তখন তারা প্রাণ-ভয়ে যে কে কোথা পালাতে লাগ্‌ল, তার কিছুই ঠিকানা রইল না। এইরূপে আমি বলপূর্ব্বক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লেম। প্রবেশ ক'রে দেখি,—মহারাজ 'মের না মের না' ব'লে চীৎকার ক'চ্চেন—আর ভৈরবাচার্য্য অসি উঠিয়ে আঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছে—ঐ যেমন আঘাত ক'র্‌বে, অমনি আমি তার হাতটা ধরে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লেম; এমন সময় সে ব'ল্লে যে, যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়্‌ছে, তখন বোধ হয় গণনার কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাক্‌বে। এই ব'লে পুনর্ব্বার গণনায় প্রবৃত্ত হ'ল; তার পর গণনা ক'রে ব'ল্লে যে, তার পূর্ব্ব গণনায় বাস্তবিকই ভুল হয়েছিল,—এ বলি, দেবীর অভিপ্রেত নয়। তখন সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন, ও মহারাজ আহ্লাদিত হয়ে রাজকুমারীকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেন। পরে রাজকুমারীকে ল'য়ে আমি মন্দির হ'তে চ'লে এলেম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছেন ব'লে,

আমি শিবিরের অপর প্রান্তে তাঁকে রেখে, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি। তাঁকে এখনি আমি নিয়ে আস্‌চি, আপনার আর কোন চিন্তা নাই।

রাজমহিষী। আ বাঁচ্‌লেম! বাছা তুমি চিরজীবী হও। আর তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে না—আমিই সেখানে যাচ্চি। বাছা তোমাকে আমি এখন কি দেব?—কি মূল্য দিয়ে—কি উপহার দিয়ে এখন যে তোমার উপকারের প্রতিশোধ ক'র্‌ব—তা ভেবে পাচ্চি নে——

বিজয়। আমি আর কিছুই চাই নে, আপনার আশীর্ব্বাদই আমার যথেষ্ট।' দেবি! আর যেতে হবে না, রাজকুমারী স্বয়ংই এইখানে আস্‌চেন। এই যে, মহারাজও যে এই দিকে আস্‌চেন।

রাজমহিষী। কৈ?—কৈ?—আমার সরোজিনী কোথায়?

(লক্ষ্মণসিংহ ও রাজকুমারীর প্রবেশ।)

রাজকুমারী। কৈ?—মা কোথা?

রাজমহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন) এস বাছা আমার হৃদয়-রত্ন এস! (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে ও বাষ্পাকুল-লোচনে অবস্থান।)

লক্ষ্মণসিংহ। এস, বৎস বিজয়সিংহ! (আলিঙ্গন) তোমারি প্রসাদে পুনর্ব্বার আমরা সুখী হলেম।

রাজমহিষী। (রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ! এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন; আমি আপনাকে অনেক কটুবাক্য ব'লেছি—অনেক তিরস্কার ক'রেছি, আমার গুরুতর পাপ হ'য়েছে।

লক্ষ্মণ। না দেবি! তাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি যেরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, তাতে আমি তিরস্কারেরই যোগ্য। মহিষি! যেমন পতঙ্গ অনলে আপনা হ'তেই পতিত হয়, তেমনি আমি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান ক'রেছিলেম।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া রণধীর-
সিংহের প্রবেশ।)

রণধীর। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

লক্ষ্মণ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বিজয়। মুসলমানদের কিছু সংবাদ পেয়েছেন না কি?

রণধীর। এ যে-সে সংবাদ নয়, তারা চিতোরপুরীর

অতি নিকটবর্ত্তী হয়েছে—এমন কি, আর একটু পরেই চিতোর পুরীতে প্রবেশ ক'র্‌বে।

লক্ষ্মণ। কি সর্ব্বনাশ! চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত, আমার দ্বাদশ পুত্র মাত্র সেখানে আছে—আর তো প্রায় সকল সৈন্যই এখানে চ'লে এসেছে। এখন সরোজিনী ও মহিষীকে কি ক'রে প্রাসাদে নির্ব্বিঘ্নে লয়ে যাওয়া যায়?

বিজয়। মহারাজ! আমি সে ভার নিলেম। আমি সসৈন্যে অগ্রে এঁদের প্রাসাদে পৌঁছে দেব, তার পরেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

রণধীর। চলুন তবে, আর বিলম্ব নয়, আমাদের সৈন্যেরা সকলেই প্রস্তুত।

রাজমহিষী। (স্বগত) এ আবার কি বিপদ্!

লক্ষ্মণ। এস! সকলে আমার অনুগামী হও।

সৈন্যগণ। জয়! রাজা লক্ষ্মণসিংহের জয়—জয় মহারাজের জয়!

(লক্ষ্মণসিংহ ও সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চিতোর পুরী।

চিতোর-প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত—ধূপ ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সজ্জিত।

(গৈরিক্-বস্ত্র পরিহিতা সরোজিনী ও রাজমহিষীর প্রবেশ।)

রাজমহিষী। বাছা!—তোর কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি। এক বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ না হ'তে হ'তেই আর এক বিপদ উপস্থিত,—এ বিপদ আরও ভয়ানক! যদি মুসলমানেরা জয়ী হ'য়ে এখানে প্রবেশ করে, তা হ'লে আমাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হবে। তখন এই অগ্নি-দেবের শরণ ভিন্ন রাজপুত-মহিলার আর অন্য উপায় নেই।

সরোজিনী। মা! যখন কুমার বিজয়সিংহ আমাদের সহায় আছেন, তখন কি মুসলমানেরা জয়ী হ'তে পারবে?

রাজমহিষী। বাছা! যুদ্ধের কথা কিছুই বলা যায় না। সকলই দেবতার অনুগ্রহ। যা হোক্ আমরা যে দেবগ্রাম হ'তে নিরাপদে এখানে পৌঁছিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি।)

ঐ শোন্, কিসের শব্দ হচ্চে। আমার বোধ হয়, শত্রুরা নগর-তোরণের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। না জানি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে; আয় বাছা, এই ব্যালা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের এখানে আর কেহই সহায় নাই, এখন সকলেই যুদ্ধে মত্ত।

সরোজিনী। মা! একটু অপেক্ষা কর, আমার বোধ হ'চ্চে, কুমার বিজয়সিংহ এখনি জয়ের সংবাদ আমাদের নিকট আন্‌বেন।

(পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কোলাহল।)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্—ঐ শোন্, ক্রমেই যেন শব্দটা নিকট হ'য়ে আস্‌চে। আয় বাছা! আর বিলম্ব না, দুরাত্মা যবনেরা এখনি হয়তো এসে পড়্‌বে। ঐ দেখ, কে আস্‌চে, এইবার বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল!

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মহিষি! আর রক্ষা নেই। মুসলমানেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ, আপনি?—আমি মনে ক'রেছিলেম, আর কে; আ! আপনাকে দেখে যেন আবার দেহে প্রাণ পেলেম। আপনি আমাদের কাছে থাকুন, তা হ'লে আমাদের আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

লক্ষ্মণ। মহিষি! আমি তোমাদের কাছে কি ক'রে থাকুব? আমার দ্বাদশ পুত্র সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারা এতক্ষণে জীবিত আছে কি না, তাও আমি জানি নে। পূর্ব্বে এই রূপ দৈববাণী হ'য়েছিল যে, বাপ্পা-বংশোদ্ভব দ্বাদশ কুমার একে একে রাজ্যাভিষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে না। আমি মন্ত্রীকে ব'লে এসেছি, যেন এই দৈববাণীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হয়।

রাজমহিষী। মহারাজ! আমাকে কি তবে একেবারেই পুত্রহীন কর্‌বেন?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তুমি রাজপুত-মহিলা হ'য়ে ওরূপ

কথা কেন বল্‌চ? যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম।

রাজমহিষী। আচ্ছা, মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিলে আপনার ঘরে রাজ-লক্ষ্মীই বা কি ক'রে থাক্‌বে? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। তা হ'লে তো আপনার বংশ একেবারে লোপ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ। মহিষি! দেবতাদের কার্য্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। যখন এইরূপ দৈববাণী হ'য়েছে, তখন আর তাতে আমাদের কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ।)

রামদাস। মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এগার-জন রীতিমত অভিষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখন কেবল আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ। কি! এখন কেবল একমাত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট?—হা!——

রাজমহিষী। মহারাজ! আমার অজয়কে আর যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমি ওকে আপনার নিকট

ভিক্ষা চাচ্চি। মহারাজ! এই অনুরোধটী আমার রক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ। মহিষি, তা কি কখন হ'তে পারে? দৈববাণীর বিপরীত কার্য্য ক'ল্লে আমাদের কখনই মঙ্গল হবে না।

(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুরদাসের প্রবেশ।)

সুরদাস। মহারাজ! মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এরূপ ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র কেও কখন স্বপ্নেও মনে ক'র্ত্তে পারে না। কুমার বিজয়সিংহ এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্যে আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'তে পাঠিয়ে দিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্র আর একটু আগে প্রকাশ হলেই সকল দিক্ রক্ষা হ'ত।

লক্ষ্মণ। সে কি সুরদাস?—মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র?

রামদাস। সে কি?

সুরদাস। মহারাজ, ভৈরবাচার্য্য, যাকে আমরা এতদিন ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, সে এক জন ছদ্মবেশী মুসলমান।

লক্ষ্মণ। আঁ্যা?—সে মুসলমান?—সে কি সুরদাস?

সুরদাস। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, সে মুসলমান।

রামদাস। সে কি কথা ?

লক্ষ্মণ। সে মুসলমান!—তবে কি সেই যবন-কুমারী বাস্তবিকই তারি কন্যা ?—ওঃ এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তা সম্ভব বটে। কি আশ্চর্য্য! এত দিন সে ধূর্ত্ত যবন আমাদের প্রতারণা ক'রে এসেছে? আমরা কি সকলেই অন্ধ হ'য়ে ছিলেম ?

সুরদাস। মহারাজ! তার মত ধূর্ত্ত আর জগতে নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হ'য়েছে। চতুর্ভুজা-দেবীর মন্দিরের পূর্ব্ব পুরোহিত সোমাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাহ্মণের পুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে, তাঁর ছাত্র হ'য়েছিল। পরে তাঁর এমনি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, যে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত ক'রে যান। মহারাজ! দৈববাণী প্রভৃতি সকলি মিথ্যা, সমস্তই তারি কৌশল। বলিদানের সময় যখন আপ-নাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় চিতোর আক্রমণ করবার জন্যে সে যবন-রাজকে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। মহারাজ! কুমার অজয়-সিংহের আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নাই, তিনি চিতোর হ'তে প্রস্থান করুন, তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিলেই আপনি নির্ব্বংশ

হবেন, আর, তা হ'লেই ধূর্ত্ত যবনদের সকল মনস্কামনাই পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য্য! আমারা কি নির্ব্বোধ, এত দিন আমরা এর বিন্দু-বিসর্গও টের পাই নি! সুরদাস! এ সমস্ত এখন কি ক'রে প্রকাশ হ'ল?

সুরদাস। মহারাজ! ফতেউল্লা ব'লে তার এক জন চ্যালা ছিল, সেও ছদ্মবেশে মন্দিরে থাক্‌ত; সে এক দিন এই নগর দিয়ে যাচ্ছিল, এখানকার প্রহরীরা তাকে চোর মনে ক'রে ধরে, তার পর তাকে ছেড়ে দেয়; সেই একটা কাপড়ের বুচ্‌কি ফেলে যায়,—সেই বুচ্‌কির মধ্যে কতকগুলি পত্র ছিল, সেই পত্রের সূত্র ধ'রে এই সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মণ।—ওঃ—কি শঠতা! কি ধূর্ত্ততা! চল, আর না—ঐ ধূর্ত্ত যবনদের এখনি সমুচিত শাস্তি দিতে হবে—অজয়-সিংহকে নগর হ'তে এখনি প্রস্থান করতে বল—সেই আমার বংশ রক্ষা ক'র্‌বে। আমি এখন যুদ্ধে চল্লেম। এই হস্তে যদি শত-সহস্র যবনের মুণ্ডপাত ক'র্ত্তে পারি, তাহলেও এখন, কতকটা আমার ক্রোধের শান্তি হয়। ওঃ!—কি চাতুরি! কি প্রতারণা!—

কি শঠতা! মহিষি! আমি বিদায় হ'লেম; যদি যুদ্ধে জয় লাভ ক'ত্তে পারি,—চিতোরের গৌরব রক্ষা ক'ত্তে পারি, তা হলেই পুনর্ব্বার দেখা হবে, নচেৎ—এই শেষ দেখা।

রাজমহিষী। (গদগদস্বরে) যান্ মহারাজ! বিজয়-লক্ষ্মী যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা দেবী যেন আপনাকে রক্ষা করেন, আর আমি কি ব'ল্‌ব।

লক্ষ্মণ। বৎসে সরোজিনি! আশীর্ব্বাদ করি, এখ-নও তুমি সুখী হও। সৈন্যগণ! চল, আর না।

(রামদাস ও সুরদাসের সহিত সসৈন্য লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

নেপথ্যে। রে পাপিষ্ঠ যবনগণ! প্রাণ থাক্‌তে বিজয়-সিংহ, তোদের কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে দেবেনা।

নেপথ্যে। নির্ব্বোধ রাজপুত! এখনও তুই জয়ের আশা করিস্। (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্, এইবার সর্ব্বনাশ! আর রক্ষা নেই—(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আয়, এই ব্যালা আমরা অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করি, আয়।

সরোজিনী। মা যাচ্চি, একটু অপেক্ষা কর—আমি

কুমার বিজয়সিংহের স্বর শুন্‌তে পেয়েছি—আমি একটী-বার তাঁকে দেখ্‌ব।

(পুনর্ব্বার কোলাহল ও দ্বারদেশে আঘাত)

রাজমহিষী। বাছা! আর এখন দেখ্‌বার সময় নাই—আমার কথা শোন্—তোর সোণার দেহ পুড়ে যদি ছাই হয়, তাও আমি দেখ্‌তে পার্‌ব, কিন্তু তোর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমি কখনই সহ্য ক'র্ত্তে পার্‌ব না। আয়্ বাছা—আমার বোধ হ'চ্চে মুসলমানেরা একেবারে দ্বারের নিকট এসেছে—আর বিলম্ব করিস্ নে,—আয়্ আমি বল্‌ছি এই ব্যালা আয়—

সরোজিনী। মা! কুমার বিজয়সিংহ নিকটে এসেছেন, তাঁর স্বর আমি শুন্‌তে পেয়েছি, তিনি বোধ হয় এখনি আস্‌বেন।—

রাজমহিষী। (অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া যোড়হস্তে স্বগত) হে অগ্নিদেব! তোমার নাম পাবক, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কলঙ্ক কখন স্পর্শ ক'র্ত্তে পারে না, তোমার হস্তে আমার সরোজিনীকে সমর্পণ ক'ল্লেম, তুমিই তার সহায় হ'য়ো।

নেপথ্যে। হা! এইবার আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল!

মহারাজ ধরাশায়ী হ'লেন—চিতোরের সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্ত হ'ল। (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। ও কি!—ও কি! হা!—কি শুন্‌লেম—মহারাজ ধরাশায়ী! বাছা! আমি চল্লেম,——অগ্নিদেব! আমাকে গ্রহণ কর।

(অগ্নিকুণ্ডে পতন।)

সরোজিনী। মা! যেও না মা,——আমাকে ফেলে যেও না। মা! আমি কি দোষ করেছি? আমাকে ফেলে কোথা গেলে মা! হা! এর মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে গেছে,——কাকে আর ব'ল্‌চি। আমিও যাই——আর কার জন্যে থাকব——কুমার বিজয়-সিংহের সঙ্গে এ জন্মে বুঝি আর দেখা হ'ল না। (অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যম।)

নেপথ্যে। রে পাষণ্ডগণ! তোরা কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'ত্তে পার্‌বি নে।

সরোজিনী। ঐ—আবার তাঁর গলার শব্দ শুন্‌তে পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করি, এইবার বোধ হয়, তিনি আস্‌চেন।

নেপথ্যে। দুর্ম্মতি! নরাধম! যতক্ষণ আমার

দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনই ছাড়্‌ব না। (যুদ্ধ-কোলাহল)

সরোজিনী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আসচেন।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল)

(আহত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। (সরোজিনীকে দেখিয়া) হা! সরোজিনি—

(পতন ও মৃত্যু।)

সরোজিনী। (দৌড়িয়া আসিয়া বিজয়সিংহের নিকট পতন) হা! এ কি হ'ল?—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! নাথ! কেন তুমি ডাকচ?—আর কথা কও না কেন?— নাথ! একটী বার চেয়ে দেখ, একটী বার কথা কও। যুদ্ধের শ্রমে কি ক্লান্ত হয়েছ? তা হ'লে এ কঠিন ভূমিতলে কেন?—এস, আমাদের প্রাসাদের কোমল শয্যায় তোমাকে নিয়ে যাই। আমি যে তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে মার কথা পর্য্যন্ত শুন্‌লেম না—তা কি তোমার এইরূপ মলিন শুষ্ক মুখ দেখ্‌বার জন্যে?—মা গেলেন, বাপ গেলেন—আমি যে কেবল তোমার উপর নির্ভর ক'রে ছিলেম,—হা! এখন তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?—নাথ! তুমি গেলে যবন-হস্ত হতে আমাকে কে

রক্ষা করবে? প্রাণেশ্বর! ওঠ—ওঠ—আমার কথার উত্তর দাও,—একটী কথা কও—নাথ!—হৃদয়-বল্লভ!—স্বামিন্!—আর একবার সরোজিনী ব'লে ডাক,—আর আমি তোমাকে ত্যক্ত করব না—কি!—এখনও উত্তর নাই?—হা জগদীশ্বর! দারুণ কষ্ট ভোগের জন্যেই কি আমি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেম? (ক্রন্দন)

(আল্লাউদ্দিন ও মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ।)

আল্লা। এই কি সেই দুঃসাহসিক রাজপুত বীর, যে এই অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষার জন্যে আমাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধ ক'চ্ছিল? (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী বেগম?—কি চমৎকার রূপ! কেশ আলুলায়িত—পদ্ম-নেত্র হ'তে মুক্তা-ফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু-বিন্দু পড়্‌চে, তাতে যেন সৌন্দর্য্য আরও দ্বিগুণতর হ'য়েচে। (প্রকাশ্যে) বেগম! তুমি কেন বৃথা রোদন ক'চ্চ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চল, তোমাকে আমার প্রধান বেগম ক'র্‌ব, তোমার নাম কি পদ্মিনী? তোমার জন্যেই আমি চিতোর আক্রমণ ক'রেছি। যে অবধি একটী দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-পথে পতিত হয়

সেই অবধিই আমি তোমার জন্যে উন্মত্ত হ'য়েছি। ওঠ—অমন কোমল দেহ কি কঠোর মৃত্তিকা-তলে থাক্‌বার উপযুক্ত?—ওঠ! (হস্ত ধারণ করিবার উদ্যম)

সরোজিনী। (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া) অস্পৃশ্য যবন! আমাকে স্পর্শ করিস্‌ নে।

আল্লা। বেগম! তুমি আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হ'ও না, এস—আমার কাছে এস,—তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু ব'ল্‌ব না। (নিকটে অগ্রসর)

সরোজিনী। নরাধম! ঐখানে দাঁড়া, আর এক পাও অগ্রসর হোস্‌ নে——

আল্লা। বেগম! তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার এখানে কেহই সহায় নেই, আমি মনে ক'ল্লে কি বল-পূর্ব্বক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নে?

সরোজিনী। তোর সাধ্য নেই।

আল্লা। দেখ বেগম, সাবধান হ'য়ে কথা কও,—আমার ক্রোধ একবার উত্তেজিত হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

সরোজিনী। রাজপুত-মহিলা তোর মত কাপুরুষের ক্রোধকে ভয় করে না।

আল্লা। দেখ বেগম, এখনও আমি তোমাকে সময়

দিচ্চি, একটু স্থির হ'য়ে বিবেচনা কর, যদি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তা হ'লে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী ক'র্ব, নচেৎ——

সরোজিনী। যবন-দস্যু! তোর ও কথা ব'লতে লজ্জা হ'ল না? সূর্য্যবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসিংহের দুহিতাকে তুই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাতে আসিস্?

আল্লা। বেগম! তুমি অতি নির্ব্বোধের মত কথা ক'চ্চ। আমি পুনর্ব্বার ব'লচি, আমার ক্রোধকে উত্তেজিত ক'র না। তুমি কি সাহসে ওরূপ কথা ব'লচ বল দিকি? আমি বল-প্রকাশ ক'ল্লে, কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

সরোজিনী। জানিস্ নরাধম, অসহায়া রাজপুত-মহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়।

আল্লা। তবে আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই। অনুনয় মিনতি দেখ্‌ছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে—দেখ্‌ব কে তোমার সহায় হয়? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ্, নরাধম! আমার সহায় কে?

(অগ্নিকুণ্ডে পতন)

আল্লা। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনায়াসে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লে?—এতে কিছুমাত্র ভয় হ'ল না? হা!—আমি যার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এলেম, শেষকালে কি তার এই হ'ল?

এক জন সৈনিক। জাহাঁপনা! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও বেগমের নাম পদ্মিনী নয়।

আল্লা। তবে পদ্মিনী বেগম কোথায়?

সৈনিক। হজরৎ! ভীমসিংহ ও পদ্মিনী বেগম স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকেন।

আল্লা। আমাকে তবে সেই খানে নিয়ে চল্।

সৈনিক। জাহাঁপনা! সেখানে এখন যাওয়া বৃথা। পদ্মিনী বেগমও এই রকম আগুনে পুড়ে মরেচেন।

আল্লা। একি আশ্চর্য্য কথা! এ রকম তো আমি কখনও শুনিনি।

সৈনিক। হজুর! আপনাকে আর কি বল্‌ব, আমার সঙ্গে চলুন, আপনি দেখবেন, ঘরে ঘরে এই রকম চিতা জ্বল্‌চে, এ নগরে আর একটীও স্ত্রীলোক নেই।

আল্লা। আচ্ছা, চল দিকি যাই।

(এক দিক্ দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্য দিক্ দিয়া পুনঃ প্রবেশ।)

(পট পরিবর্ত্তন।)

চিতাধূমাচ্ছন্ন চিতোরের রাজপথ।

আল্লা। তাই তো!—এ কি!—সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটা জ্বলন্ত চিতা ব'লে বোধ হ'চ্চে! পথ ঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বল্‌চে—ওঃ!—কি ভয়ানক দৃশ্য!—ও কি আবার?—ওদিকে আগুন লেগেছে নাকি?

সৈনিক। জাহাঁপনা! ওদিকে কতকগুলি বাড়ি পুড়্‌চে, কোন কোন রাজপুত গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহ শুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে ম'র্‌চে।

আল্লা। কি আশ্চর্য্য!

নেপথ্যে। জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,—

আল্লা। ও কিও? (সকলের কর্ণপাত)

নেপথ্যে। (কতকগুলি রাজপুতমহিলা সমস্বরে)—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।

জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা। কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর না? চতুর্দ্দিকে এতক্ষণ গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব ক'চ্ছিল, হঠাৎ আবার এরূপ শব্দ কোথা থেকে এল?——তবে দেখ্‌ছি এখনও এ নগরে স্ত্রীলোক আছে।

সৈনিক। রাজপুতরা পরাজিত হ'লে তাদের স্ত্রীরা চিতা-প্রবেশের পূর্ব্বে 'জহর' ব'লে যে অনুষ্ঠান করে, আমার বোধ হয় তাই হ'চ্চে। হজুর! আমি বেশ ক'রে দেখে এসেছি, নগরে স্ত্রীলোক আর অধিক নাই। আমার বোধ হয়, যে কজন স্ত্রীলোক এখনও ছিল, এইবার তারা পুড়ে মর্‌ছে।

নেপথ্যে। (এক দিক্ হইতে একজন রাজপুত-মহিলা)

পরাণে আহুতি দিয়া সমর-অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চ'লে,

এখন কি সুখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি সুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নির্ব্বাণ।
দূর হ! দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;
কবরি! তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়,
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
ল'য়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায়,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুণ
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন! শোন্ রে তোরা!
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

আল্লা। একি? আবার কোন্ দিক্ থেকে এ শব্দ আস্‌চে?

নেপথ্যে। (আর এক দিকে এক জন)——

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই!

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দ্যাখ্‌রে যবন! দ্যাখ্‌রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

(আর এক দিকে এক জন)

আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভোগতে হবে॥

আল্লা। এ কি! চারদিক্ থেকেই যে এইরূপ শব্দ আসচে।

(কতকগুলি আহত রাজপুত পুরুষ সমস্বরে)

দ্যাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

আল্লা। ওখান থেকে ঐ আহত রাজপুতগণ আবার

কি ব'লে উঠ্‌লো—ওরা মৃত-প্রায় হ'য়েছে, তবু দেখ্‌ছি এখনও ওদের মনের তেজ নির্ব্বাণ হয় নি।

(রাজপুত-মহিলাগণ সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দ্যাখ্ রে যবন, দ্যাখ্ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

আল্লা। একি! আবার যে সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ধন্য হিন্দু-মহিলাদের সতীত্ব! হায়! এত কষ্ট ক'রে যে জয়লাভ ক'ল্লেম, তা সকলি নিষ্ফল হ'ল। চল, এখন আর এ শূন্য শ্মশান-পুরীতে থেকে কি হবে?

সৈন্যগণ। জাহাঁপনা! আমাদেরও তাই ইচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান।)

রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস।—— ১

গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব্ব-চরাচর,

চিতা-ধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর-নগর।

২

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ-তমসায়;
জয়-লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য্য-নাম
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দিশালা হায়!

৩

স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি!
ধন-মান যত, পর-হস্ত-গত,
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।

৪

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ বদ্ধ নিস্তেজ-কৃপাণ;
শর তূণাশ্রিত, রণ-বাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান।

৫

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ?

৬

আর কি চিতোর! তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পর্দ্ধিবে বীরদর্পে জগৎ-সংসার?

৭

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ;
হয়ে পদানত, দাস-ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণি জীবন।

৮

জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন প্রাণ
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
চিতানলে চিতানল করি অবসান।

৯

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত-গগন
একিরে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ-পতন !

১০

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা প'ড়ে যাক্ জীবনে আমার॥

যবনিকা পতন।

PRINTED BY K K CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PR
NO. 55 AMHERST STREET, CALCUTTA.